ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ (খসড়া) পর্যালোচনা ও সুপারিশ

মূল প্রতিবেদন

০৯ মে ২০২২

১.০ প্রাককথন [Background Discussion]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত আলোচ্য উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ (খসড়া) এর বিভিন্ন দিক নিয়ে মতামত জানানোর পূর্বে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা (personal data protection) যা আলোচ্য আইনে "উপাত্ত সুরক্ষা" (data protection) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, বিষয়টি বুঝার জন্য প্রথমেই গোপনীয়তা (privacy) বা গোপনীয়তার অধিকার (right to privacy) বিষয়টি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার, কেননা এই ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার ব্যাপারটিকে আইনের পরিমন্ডলে তথ্যের গোপনীয়তা (informational privacy) নামে পরিচিত হয়ে থাকে। আর তাই গোপনীয়তা (privacy) সম্পর্কে ধারণা না থাকলে, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার গুরুত্ব, তা রক্ষা করার জন্য কেন আইন করা দরকার, কোন ধরণের আইন করা দরকার, এবং উক্ত আইনে কি কি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, সে ব্যাপারগুলো বুঝা যাবে না।

গোপনীয়তা সম্পর্কীত চিন্তার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। প্রায় ২৩০০ বছর আগে অ্যারিস্টোটল মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক (public) পরিসরের ধারণা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, সামাজিক পরিসর রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিক বিষয়গুলো বিবেচনা করার জন্য এবং ব্যক্তিগত পরিসর মানুষের পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত। এছাড়া, গোপনীয়তা বা গোপনীয়তার অধিকার বর্তমান বিশ্বের সকল সমাজ ব্যবস্থার মতো বাংলাদেশেও পালনকারী সকল প্রধান ধর্মে স্বীকৃত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গোপনীয়তার অধিকার একটি শর্তযুক্ত সাংবিধানিক অধিকার (qualified right)। সাথে সাথে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার দলিলসমূহে এটি একটি স্বীকৃত মানবাধিকার। বাংলাদেশের আইন কমিশন প্রণীত "আইন শব্দ-কোষ"- এ privacy বলতে "একান্ততা" এবং "গোপনীয়তা" উভয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এটি বলতে বুঝায় "কাহারো একা থাকিবার অধিকার। এই অধিকার হইতেছে যোগাযোগের গোপনীয়তা বাড়ি ও দপ্তরের গোপনীয়তা ইত্যাদি।" (পৃ. ১০০৮)। কিন্তু, 'গোপনীয়তা' শব্দটির একটি সর্বজন স্বীকৃত, সর্বগ্রাহ্য এবং সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী সংজ্ঞা দেয়া কেবল দুরুহই নয়, একেবারে অসম্ভব একটি কাজ কেননা 'গোপন' শব্দটির অর্থ স্থান, কাল, পাত্র, দেশ, সমাজ, ধর্ম, বয়স, লিঙ্গ বা সময় ইত্যাদি ভেদে ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। এ'কারণে জাতিসঙ্ঘের ইউনেস্কো পর্যন্ত অনুধাবন করেছে যে,- "আন্তর্জাতিক তালিকায় যতো ধরণের মানবাধিকার রয়েছে, তার মধ্যে খুব সম্ভবতঃ গোপনীয়তাকে সংজ্ঞায়িত করা সবচাইতে কঠিন"।

'গোপনীয়তা' শব্দটি যথাযথভাবে সংগায়িত করা না গেলেও এর কতগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এই বিষয়টি বুঝার জন্য উক্ত অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো স্মরণ রাখলে গোপনীয়তা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। গোপনীয়তার বিষয়টি একজন মানুষের মানুষ হিসেবে মর্যাদা (dignity), ব্যক্তি স্বাধীনতা (autonomy) এবং তার সম্মানের (respect as a human being) সাথে সরাসরি জড়িত।

গোপনীয়তার অধিকার বলতে আইনশাস্ত্রে বড় দাগে চারটি জিনিস বা অধিকারকে বোঝানো হয়। *প্রথমতঃ* কোন ব্যক্তির তার নিজের শরীরের উপর একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে (bodily privacy) অর্থাৎ তার বিনা অনুমতিতে কেউ তার শরীর স্পর্শ করতে পারবে না এবং এই অর্থে তার ব্যক্তিগত সম্মানের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়। *দ্বিতীয়তঃ* বাসস্থানের অধিকার (privacy as to home) যেখানে অনুমতি ছাড়া কারো বাসস্থানে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি আইনশৃঙ্খলা

বাহিনীর সদস্যদের ও প্রয়োজনে আটক বা তল্লাশির উদ্দেশ্যে কারো বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ওয়ারেন্ট বা আদালতের আদেশসহ প্রবেশ করতে হবে। *তৃতীয়তঃ* চিঠিপত্র এবং যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের উপর গোপনীয়তার অধিকার (privacy as to correspondence and other means of communication), এবং *সর্বশেষ,* ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত অধিকার (personal data protection) যেখানে কারো ব্যক্তিগত তথ্য অর্থাৎ এমন কোন তথ্য যা দিয়ে কোন একজন জীবিত মানুষকে চিহ্নিত করা যায় সেগুলো কোনভাবেই তার সম্মতি ব্যতিরেকে বা আইনগতভাবে বৈধ বিভিন্ন ক্ষেত্র ব্যতীত সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়া করা যাবে না।

গোপনীয়তা, অধিকার হিসেবে গোপনীয়তা এবং এর সুরক্ষা বা এই অধিকার লঙিঘত হলে তার প্রতিকারের বিষয়গুলো সব সময় হাতে হাত ধরে চলে। উপরে বর্ণিত এই অধিকারগুলোর সুরক্ষার জন্য বিশ্বের নানান আইন ব্যবস্থায় নানান ধরনের প্রতিকারের উপায় বলে দেয়া আছে যেগুলো ব্যবহার করে একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার এই অধিকারকে প্রয়োগ করতে পারেন। তবে স্মরণে রাখতে হবে যে, এই অধিকারগুলো কিভাবে কোথায় কোন দলিল বা আইন দ্বারা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার উপর এর প্রয়োগ নির্ভর করে। যেমন, সংবিধানে যদি গোপনীয়তাকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া থাকে তাহলে, সংবিধানে বর্ণিত অন্যান্য অধিকারের মতো সাংবিধানিক ব্যতিক্রমসমূহ আমলে নিয়ে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় সংস্থা দ্বারা লংঘনের ক্ষেত্রেই তাদের বিপক্ষেই একজন নাগরিক, বা ক্ষেত্র বিশেষে একজন ব্যক্তি, আদালতের শরণাপন্ন হয়ে প্রয়োগ করতে পারেন। সরকারী কোন সংস্থা এই অধিকারগুলো লংঘন করলে সংবিধানে বর্ণিত উপায়ে, যেমন- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ অনুযায়ী মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট করার মাধ্যমে প্রতিকার লাভ করা যেতে পারে। অন্যদিকে, কারো এই গোপনীয়তার অধিকার যদি দেশীয় কোন আইন দ্বারা স্বীকৃত হয় আর সেই স্বীকৃত অধিকার অন্য কোন সাধারণ মানুষ বা প্রতিষ্ঠান লংঘন করলে, উক্ত আইনের বিধান অনুসরণ করে তার প্রতিকার পেতে যেতে হবে দেশের সাধারণ দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালতে।

অন্যদিকে, কোন সাধারণ মানুষ বা প্রতিষ্ঠান অন্য মানুষের উপরে বর্ণিত চার ধরনের গোপনীয়তার অধিকার ভঙ্গ করলে কোন একটি আইন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে। প্রথমতঃ, কোন সাধারণ মানুষ বা প্রতিষ্ঠান অন্য কারও শরীর বা সম্মানে আঘাত এর মাধ্যমে গোপনীয়তার প্রথম ধরনের অধিকার লংঘন করলে, ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মানহানি বিষয়ক আইনি বিধানগুলো, বা দণ্ডবিধিতে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের আঘাত, গুরুতর আঘাত, ইত্যাদি বা নারী নির্যাতন বা শিশু আইনে বলা ধর্ষণ বিষয় সম্পর্কিত বিধানগুলো ব্যবহার করে প্রতিকার পেতে পারেন। দ্বিতীয় ধরনের অধিকার প্রয়োগের জন্য সুখাধিকারের অধিকারের (easement rights) ব্যতিক্রম ছাড়া, কারও সম্পত্তিতে অবৈধ প্রবেশ (trespass) সম্পর্কিত বিধানসমূহ ব্যবহার করা যায়। তৃতীয় ধরনের অধিকারগুলো প্রয়োগের জন্য দেশে বলবৎ বিভিন্ন আইন, যেমনঃ- টেলিযোগাযোগ আইনে বর্ণিত প্রতিকারের বিধানসমূহ ব্যবহার করা যায়।

সবার শেষ ধরনের অধিকারটি অর্থাৎ ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত অধিকারটি অপেক্ষাকৃত নতুন- কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার পর ষাটের দশকে যখন ব্যক্তিগত কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় এবং বিভিন্ন ধরনের তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কাজে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়েছে তখন থেকেই রাষ্ট্রীয় সীমানা মধ্যে এবং সীমানার বাহিরে এই ধরনের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক আইনি বিধান প্রচলনের চেষ্টা শুরু হয়।

মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আবার কয়েক ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে- যেমনঃ কোন দেশ হয়তো সম্পূর্ণ নতুন একটি ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন প্রবর্তন করেছে, আবার কেউ কেউ বিভিন্ন সেক্টর যেমনঃ স্বাস্থ্য, ব্যাংক, টেলিযোগাযোগ সম্পর্কীত আইনে গোপনীয়তা সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা (আঙ্কটাড) এর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে বিশ্বের ১৯২ দেশের মধ্যে ১৩৭টি দেশে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বা তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে দেশীয় আইন রয়েছে। গত ছয় দশকে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কোন দেশ কি ধরনের পদক্ষেপ এক্ষেত্রে নিবে তার পেছনে কতিপয় বিষয়, যেমন একটি দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, নাগরিকদের শিক্ষা, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, অধিকার সচেতনতা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ধরন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

১৬৪৮ সালের পর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থায় (westphalian system of sovereign states) যেহেতু নাগরিকের সাথে সরকারের এক ধরনের সামাজিক চুক্তি (social contract theory এর ভিত্তিতে) থাকে, তাই কোন দেশের নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্রীয় সীমানা মধ্যে তার দেশের নাগরিকদের কিছু অধিকার সীমিত করার বিনিময়ে জান ও মালের নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য নৈতিকভাবে বাধ্য। এছাড়া একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সে দেশের জনগণ ও তাদের নানান ব্যাপারে অন্য কেউ কোন ধরণের হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাই, সবসময় স্মরণে রাখতে হবে যে, গোপনীয়তার অধিকার কোন নিরংকুশ অধিকার (absolute right), নয় বরং এটি একটি শর্তাধীন অধিকার (qualified right)। যে কোন রাষ্ট্র নানাবিধ কারণে যেমন- রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে এই অধিকারের ভোগ এবং প্রয়োগকে সীমাবদ্ধ করে দিতে পারে।

2.0 গোপনীয়তা ও ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন

সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সমাজে গোপনীয়তার ধারণা ভিন্ন। সামাজিক পরিসরে বিভিন্ন কাজে যেমনঃ কর ব্যবস্থা, আদমশুমারি বা জনশুমারি ইত্যাদি কাজে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করার ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন। রোমান আমলে কর ব্যবস্থায় একজন করদাতার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তার সম্পদের পরিমাণ এবং ব্যক্তিগত নানান তথ্য, ইত্যাদি গোপন রাখা হতো।

মানবজাতির ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে গোপনীয়তার ধারণা বদলেছে এবং এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির আবির্ভাব বা উন্নতি গোপনীয়তা সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন এবং প্রভাব বিস্তারে সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, মানুষ যখন ছোট ছোট গোত্রে বসবাস করত সে সময় গোপনীয়তার ধারণা খুব একটা প্রবল ছিল না- নগ্ন বা অর্ধ নগ্ন অবস্থায় চলা ফেরা করতো, মানুষ গাছের পাতা পরিধান করতো। এছাড়া গোপন কোনো বিষয়ে জানাজানি হলে সেটা উক্ত গোত্রের সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। মুখেমুখে হয়তো এসব কথা কিছুদিন চলতো, তারপরেই প্রাকৃতিক নিয়মে, কিছু ঐতিহ্যগত জ্ঞান (traditional knowledge) ছাড়া যার অধিকাংশ ঘটনাই মানুষ ভুলে যেত। কাগজ বা লেখার সামগ্রী আবিষ্কার হওয়ার পরে মানুষ কিছু কিছু কথা লিখে রাখতে পারত বলে সেগুলোর স্থায়িত্ব আগের তুলনায়

কিছুটা বেশি ছিল। এরপর এই অবস্থার লক্ষণীয় উন্নতি ঘটে বা পরিবর্তন আসে ছাপাখানা আবিষ্কার হওয়ার পরে।

যদিও ইংলিশ কমন ল'- তে বাসস্থানের সুরক্ষার অধিকার ষোল শতক থেকেই স্বীকৃত ছিল, ছাপাখানা আবিষ্কার এরপর সংবাদপত্রের প্রচলন এর সাথে সাথে আঠারো শতকের শেষের দিকে ১৮৮৮ সালে বিশ্ব বিখ্যাত Kodak ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ার পরেই গোপনীয়তার অধিকার সম্পর্কে আধুনিক বিশ্বের মানুষ মূল আলোচনা শুরু করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই একই সময়ে টেলিফোন ব্যবস্থা এবং মাইক্রোফোনের ও আবিষ্কার হয়, যেগুলো প্রথম যুগের তথ্য প্রযুক্তি হিসেবে বিভিন্ন তথ্যকে দ্রুততার সাথে এবং স্থায়ীভাবে প্রক্রিয়া করতে সক্ষম ছিল। এই সবকিছু মিলেই মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার উপর হুমকির বিষয়টি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বন্ধু এ সম্পর্কে প্রথম বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ লিখেন যেখানে তারা অনুমতি ছাড়া কারো ব্যক্তিগত জীবনে অন্যের অনুপ্রবেশ বা হস্তক্ষেপ করা থেকে মুক্ত থাকাকে [right to be let alone] গোপনীয়তা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন।

গোপনীয়তা বলতে এই একটি ধারণা অর্থ্যাত right to be let alone জনপ্রিয় ছিল পরের সাত দশক। ১৯৬০ এর দশকের শুরুতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট রাজ্য জন্মনিরোধক ব্যবহার করাকে এবং এ ধরনের কোনো ওষুধ ব্যবহার না করার জন্য অন্য কাউকে উদ্‌বুদ্ধ করা বা উৎসাহ প্রদান করাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করে একটি আইন প্রণয়ন করে। এই বিষয়টিকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট *Griswold v. Connecticut*, 381 U.S. 479 (more)85 S. Ct. 1678 মামলায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, বৈবাহিক সম্পর্কের মাঝে গোপনীয়তার অধিকার বজায় থাকে এবং সে কারণে জন্মনিরোধক ব্যবহার বিষয়ক উক্ত যে আইনটি করা হয়েছে সেই আইনটি বৈবাহিক গোপনীয়তার অধিকারকে ভঙ্গ করেছে, কেননা বিবাহিত দম্পতিরা তাদের বৈবাহিক জীবন নিয়ে নিজেদের সম্পর্কে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। যেহেতু উক্ত আইন কোন বিবাহিত দম্পতিকে জন্মনিরোধক ঔষধ ব্যবহার করা বা না করার ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে তাই উক্ত আইনটি অসাংবিধানিক এবং এটি ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার লংঘন। এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, একজন মানুষকে তার ব্যক্তিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কেউ প্রভাবিত করতে পারবে না।

১৯৬০ এর দশকে দশকে সাধারণ মানুষের জন্য কম্পিউটার সহজলভ্য হওয়ার পরে এবং এর দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন তথ্য প্রক্রিয়াকরণের হার বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই, ইউরোপিয়ানদের মাঝে তাদের ব্যক্তিগত তথ্যগুলোর সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। নানান দরকারে সংগ্রহকৃত এবং পরে কম্পিউটারে প্রক্রিয়াকৃত এই ব্যক্তিগত তথ্য গুলোর সুরক্ষা আইনিভাবে নিশ্চিতের জন্য তাই ইউরোপেই প্রথম বিভিন্ন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা শুরু হয়।

ইউরোপের অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাণকেন্দ্র সেন্ট্রাল জার্মানির হেছেন (Hessen বা Hesse) প্রদেশের সংসদ ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়ার সময় গোপনীয়তার নিয়মকানুন মেনে চলার জন্য পৃথিবীর প্রথম আইন পাস করে ১৯৭০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। হেছেন (Hessen বা Hesse) প্রদেশে উক্ত আইন করার পর সমগ্র জার্মানির জন্য এ'রকম একটি ফেডারেল আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় আর এ'সম্পর্কীত একটি বিল প্রস্তুত করা হয় ১৯৭১ সালে।

পরে জার্মানি ১৯৭৭ সালে প্রথম ফেডারেল ডাটা সুরক্ষা আইন (*Bundesdatenschutzgesetz*) প্রণয়ন করে আর এ দ্বারা এই আইনে ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কীত খুব সাধারণ নিয়মকানুনগুলো যেমনঃ কোন ব্যক্তির অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া তার সম্পর্কীত ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া না করা ইত্যাদি-র বিধান করা হয়।

দেশ হিসেবে সুইডেন প্রথম ১৯৭৩ সালে ডাটা আইন নামে (the Data Act [(*Datalagen*)]) এ সম্পর্কিত আইন প্রবর্তন করে যা পরের বছর কার্যকরী হয়। উক্ত আইনে কোন ধরনের লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বা কোম্পানির তথ্য প্রক্রিয়া করাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করার অধিকার সুইডিশ তথ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়। পাশাপাশি, উক্ত আইনে এ'রকম তথ্য চুরি করাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কীত ব্যক্তি (Data Subject)-কে তার সম্পর্কিত তথ্যগুলো প্রাপ্তির অধিকার দেওয়া হয়।

পরের বছর ১৯৭৪ সালে আমেরিকা তাদের দেশে গোপনীয়তা আইন (the Privacy Act, 1974) পাশ করে। অস্ট্রেলিয়া ও তাদের দেশে এ সম্পর্কীত আইন প্রণয়ন করে ১৯৮৮ সালে। মজার ব্যাপার হচ্ছে যদিও আইনগুলোর শিরোনাম দেয়া হয়েছে গোপনীয়তা আইন (the Privacy Act), এগুলোতে মূলতঃ ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাহলে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সময়ের হিসাবে এই সম্পর্কীত আইন প্রণয়নের ইতিহাস আর স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস প্রায় এক।

১৯৮০-র দশকের শুরুতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ কম্পিউটার দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াকৃত ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার বিষয়ে যে আইনি বিধানগুলো প্রণয়ন করে যাচ্ছিল, তা দিয়ে কোন একটি দেশের নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে এই বিষয়টি হয়ত নিয়ন্ত্রণ করা যেত। কিন্তু, আন্তর্জাতিক আইনের অতি সাধারন নিয়ম অর্থাৎ দেশীয় আইন দেশীয় ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে কার্যকর করা যায় না- এ নিয়ম মেনে দেশীয় সীমানার বাহিরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াকৃত ব্যক্তিগত তথ্যের প্রক্রিয়াকরনের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা ছিল কষ্টসাধ্য।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য তখন উক্ত দৃশ্যপটে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার আবির্ভাব হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে সবার প্রথম এ সম্পর্কীত উদ্যোগ গ্রহণ করে- অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা (Organisation for Economic Co-operation and Development) [ও.ই.সি.ডি.]। উন্নত বিশ্বের শিল্পোন্নত ৩৮টি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৬১ সালে গঠিত এ সংস্থাটি কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার আর এর সাথে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সহযোগে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ এবং এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্বেগের প্রেক্ষিতে ১৯৮০ সালে কিছু গাইডলাইন প্রস্তুত করে যেখানে কতগুলো নীতি মেনে চলার পাশাপাশি এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বলা হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে ও.ই.সি.ডি.-র ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত এই উদ্যোগটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কেননা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংস্থাটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন বিষয়ক নানান ধরনের উন্নত এবং কার্যকরী নীতিমালা তৈরিতে কাজ করে আসছে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সকলের জন্য সমৃদ্ধি, সমতা, সমান সুযোগ এবং মঙ্গল উৎসাহিত করা।

১৯৮০ সালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াকৃত ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার জন্য কিছু নিয়মকানুন সম্বলিত যে গাইডলাইনগুলো ও.ই.সি.ডি. প্রণয়ন করে তার দ্বারা কোন ব্যক্তির গোপনীয়তা ও ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়, যা দিয়ে এসব শিল্পোন্নত দেশ বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড দ্রুততার সাথে করার সুযোগ যায়। পরামর্শ আকারে প্রস্তুত করা এই গাইডলাইনের বিধানগুলো সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করার ফলে প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি, তাদের প্রকৃতি বা যে প্রেক্ষাপটে সেগুলি ব্যবহার করা হয় তার কারণে মানুষের গোপনীয়তা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য যে বিপদ ডেকে আনতে পারে তা মাথায় রেখে করা।

এরপর, আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে কাউন্সিল অব ইউরোপ ১৯৮১ সালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াকৃত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কীত কনভেনশন [The Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (Convention No. 108)] প্রণয়ন করে। বর্তমানে বহুল আলোচিত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক ইউরোপের আইনটি [The General Data Protection Regulation 2016/679] যাকে সারা দুনিয়াতে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক বৈশ্বিক মানদণ্ড (Global Standard) বলে মানা হচ্ছে, এটি প্রণয়নের আগে উক্ত ১৯৮১ সালের আইনটিই সারা বিশ্বের একমাত্র বলবতযোগ্য আইন ছিল যা স্বাক্ষরকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো।

১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপিল আদালতের বিচারক, অর্থনীতিবিদ, ও যে কোন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই আইনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (economic analysis of law) এর ধারণার প্রবর্তক রিচার্ড পোজনার (Richard Posner) The Right of Privacy (1977) এবং The Economics of Privacy (1978) শিরোনামে দুটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষণা প্রবন্ধ লিখে সেখানে তিনি দাবী করার চেষ্টা করেন যে, বাজার ভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ভোক্তারা বেশি বেশি ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করলে তা বাজার মূল্যায়নের জন্য সহায়ক এবং এর ফলে, উৎপাদকেরা মানসম্মত এবং কাঙ্ক্ষিত পণ্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ভোক্তার কাছে পৌঁছাতে পারবেন যা প্রকারান্তরে ভোক্তার স্বার্থের অনুকূল এবং তার জন্য লাভজনক।

নব্বইয়ের মাঝামাঝি ইন্টারনেট সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হলে, নানান ধরণের বাণিজ্যিক কাজে বিশেষ করে ই-কমার্সের জন্য ইন্টারনেটের ব্যবহার অকল্পনীয়ভাবে বেড়ে যায়। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, এর উদ্যোগের সিংহভাগ সুবিধা পাচ্ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ই-কমার্স ভিত্তিক বিভিন্ন কোম্পানীগুলো, প্রথমদিকে অ্যামাজন, ইয়াহু, ই-বে, মাইক্রোসফ্ট ইত্যাদি কোম্পানিগুলো, আর পরে সেখানে যোগ হয় গুগল, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি ডিজিটাল প্লাটফর্ম বা সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। এই সবগুলো প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা দেওয়ার জন্য সেবাগ্রহিতাদের নানান ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে, যে বিষয়টি আবারো ইউরোপিয়ানদের উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা জাগিয়ে তোলে।

এ সময় ইন্টারনেটকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের সেবা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নানান দৃশ্যমান [যেমনঃ গুগলের মত ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন সেবা প্রদান] ও অদৃশ্য (যেমনঃ কুকিজ) কৌশল এবং কায়দা অনুসরণ করে সংগ্রহ করা ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কাছে বিক্রি করতে শুরু করে। এভাবে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ বা ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছিল মূলত অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করেই কেননা উপরে বলা ব্যক্তিগত তথ্যের অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় নিলে বলা যায় যে, যত বেশি তথ্য সংগ্রহ করা যাবে

উৎপাদনকারীদের ততো বেশি বাজার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বাড়বে এবং বাজার সম্প্রসারিত হবে যেখানে সারা বিশ্ব থেকে উৎপাদকরা উক্ত বাজারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আর এর ফলে ভোক্তাদের বেশি বেশি চাহিদা সম্পন্ন এবং কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য কম মূল্যের বিনিময়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের সামনে উপস্থিত করা যাবে। ইন্টারনেটে নানান ধরণের সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে নানান ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে থাকে যার অনেকগুলোই ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত।

এ ধরণের সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আবার নানান ধরনের অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সামনে বিভিন্ন সময়, স্থান, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেখাতে থাকে এবং এভাবে সেবা গ্রহণকারীকে নানান ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে থাকে। এভাবে সেবা গ্রহীতাদের ব্যক্তিগত তথ্য এক কাজে সংগ্রহ করে, ভবিষ্যতের অগণিত উৎপাদকদের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে বিক্রি করা এবং পরে আবার সেবা গ্রহীতাদেরকেই নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করা সেবা গ্রহীতাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ হলেও, প্রযুক্তি বিষয়ক শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে এটিই সবচাইতে কার্যকরী এবং মোক্ষম উপায় হয়ে ওঠে। এর ফলে ইন্টারনেটভিত্তিক অগণিত প্রতিষ্ঠান যে কোন মূল্যে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করার ইদুর দৌড়ে সামিল হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতেই ইউরোপের অত্যন্ত প্রভাবশালী অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে ইউরোপিয় ইউনিয়ন বর্তমানে বহুল আলোচিত ইউরোপের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক আইনটির [The General Data Protection Regulation 2016/679] পূর্বসুরি [The Data Protection Directive, 1995, Directive 95/46/EC] আইনটি প্রণয়ন করে যার উদ্দেশ্য ছিল এই সম্পর্কীত আইনের মূল কাঠামো তৈরী করে দেয়া যা ব্যবহার করে সদস্য দেশগুলো নিজেদের সুবিধা মতো অভ্যন্তরীণদেশীয় আইন করে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা প্রদান করতে পারে।

The Data Protection Directive, 1995, Directive 95/46/EC শীর্ষক আইনটিতে এভাবে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত কিছু সামগ্রিক বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে এসব বিধানের আলোকে স্ব স্ব দেশীয় আইন কাঠামো তৈরি করে নেয়া শুরু করে। এই আইনে এই মর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে বলা হয় যে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কোন সদস্য দেশ আরেকটি সদস্য দেশের বাহিরে অন্য তৃতীয় দেশে ব্যক্তিগত তথ্য আদান-প্রদান করার সময় উক্ত তৃতীয় দেশের আইনে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক পর্যাপ্ত বিধান আছে কিনা যা বিবেচনায় নিবে এবং প্রয়োজনে আদালত দ্বারা বলবত যোগ্য অতিরিক্ত বাণিজ্যিক চুক্তি করে নেবে যাতে করে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। উপরোক্ত বিধানের আলোকে ইউরোপের ব্যবসায়িক সক্ষমতা এবং বিশাল বাজারের বিষয়টি বিবেচনা করে বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও এ সম্পর্কীত আইন প্রণয়ন শুরু করে।

তারপর ২০০১ সালে ঘটে দুনিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সেই ঘৃণ্য ঘটনা নাইন ইলেভেন যেখানে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে আঘাত হানা হয়। এই ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে বিভিন্ন সূত্র থেকে অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা শুরু করে এবং তার দেশের নিরাপত্তার নামে এসব ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে মানুষের ইন্টারনেটে গতিবিধি নজরদারির কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে থাকে।

এদিকে ইন্টারনেটের নিরাপত্তা দুর্বলতার সুযোগে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জনপ্রিয়তার কারণে প্রায় প্রতিদিনই বিপুল পরিমাণে নানান ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হওয়ার ঘটনা প্রকাশ হতে থাকে, যার ফলশ্রুতিতে এসব ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে সাইবার অপরাধীরা নানান ধরনের অপরাধ সংগঠিত করতে থাকে আর ব্যক্তিগত তথ্যের অধিকারী ব্যক্তিরা হতে থাকে নানান ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন। বাজারভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ভোক্তাদের সুবিধা দেওয়ার কথা বলে যে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হতো, ইন্টারনেটভিত্তিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতা আর কারিগরি দূর্বলতার কারণে সেই ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা অভাবের ফলে ভোক্তারা এখন নতুন করে প্রায় নিয়মিতই নানান ধরনের মানসিক এবং আর্থিক ক্ষতি ও নিরাপত্তাজনিত বিষয়ের মুখোমুখি হতে থাকলেন। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে ইউরোপের, সরকারগুলো তাদের নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য দেশীয় আইন কঠোর থেকে কঠোরতর করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাশাপাশি, ইউরোপের আদালতও ইউরোপিয় ভোক্তাদের ব্যক্তিগত তথ্যের যথাযোগ্য এবং কার্যকরী সুরক্ষা বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতায় সৃষ্ট নানান সমস্যায় ভোক্তাদের ক্ষতির দিক বিবেচনা করে সমস্যা সৃষ্টিকারীর জন্য দায়ী বিশেষ করে ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বড় অঙ্কের আর্থিক দণ্ড প্রদান করতে থাকে।

২০১৩ সালে এডওয়ার্ড স্নোডেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্সির অনেকগুলো গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন এবং যার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এই সংস্থাটি কিভাবে জাতীয় নিরাপত্তার নামে সারা বিশ্বের মানুষের উপর নজরদারি (surveillance) অব্যাহত রেখেছে। তারপরেই ইউরোপীয় নীতিনির্ধারকরা অন্য দেশের নিরাপত্তার নামে ইউরোপিয়ান নাগরিকদের ওপর নজরদারির ব্যাপারটি শক্তভাবে মোকাবেলা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় এবং যেহেতু ইন্টারনেট সেবাদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মূলত নানা কৌশলে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে এবং পরে তা বিক্রি করে তাই তাদের এই কাজকে কড়াকড়ি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ২০১৬ সালে বর্তমানের বহুল আলোচিত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক ইউরোপের আইনটি [The General Data Protection Regulation 2016/679] প্রণয়ন করে যাকে আপাততঃ সারা দুনিয়াতে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক বৈশ্বিক মানদণ্ড (Global Standard) বলে মানা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে, ইউরোপে গোপনীয়তাঃ সম্পর্কিত আরও নানান ধরনের আইন প্রচলিত আছে যদিও এই আইনটি নিয়ে অনেক বেশি হইচই লক্ষ্য করা যায়।

২০১৮ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনের সময় একটি ভিন্ন ধরণের বড় কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে যখন শীর্ষস্থানীয় মার্কিন প্রযুক্তি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ফেসবুক যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার সাথে যুক্ত হয়ে ভোটারদেরকে লক্ষ্য করে ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দেখাতে শুরু করে। অভিযোগ আছে যে, এর ফলেই অনেকটাই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প হাইপ্রোফাইল প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এই ঘটনার পর থেকে মূলত নাগরিকদের উৎকণ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য আরো কড়াকড়ি আরোপের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে বাড়তি উদ্দিপনা লক্ষ করা শুরু হয়।

আমাদের এ অঞ্চলেও নানান কারণে কর বা খাজনা সংগ্রহ ব্যবস্থার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। বাংলাপিডিয়ার তথ্যআনুসারে জানা যায় যে, প্রাচ্য অথবা প্রতিচ্যের মধ্যযুগীয় সরকারসমূহ কর ব্যবস্থায় অথবা সামরিক বাহিনীতে জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনে কখনো কখনো আদমশুমারির আশ্রয় নিতেন। আঠারো শতকে আদমশুমারির আধুনিক যুগ শুরু হয় এবং ১৭৯০

সালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রথম আধুনিক আদমশুমারি পরিচালিত হয়। ১৮০১ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে প্রথম প্রতি দশকে একবার করে আদমশুমারি করার উদ্যোগ শুরু হয়। সেই সময় থেকে আর্থ-সামাজিক গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে শুমারি বিজ্ঞান একটি নতুন ধারার কার্যক্রম সূচনা করে।

বাংলার জেলাসমূহের উপরও ১৮০১ সালে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারকদের তাদের নিজ নিজ এলাকার জনসংখ্যার অনুমিত হিসাব দিতে হতো। প্রতিটি বাড়িতে গড়ে পাঁচ জন ধরে জেলাওয়ারি জনসংখ্যার গণনার পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। তবে, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর, সামাজিক পূনর্গঠনের নামে আধুনিক কর ব্যবস্থার প্রচলনের সাথে সাথে আদমশুমারি বা জনশুমারি ও শুরু হয়। এই কাজগুলো করতে গেলে অবশ্যই বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হতো যেগুলোর অনেকগুলোকে আমরা বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত তথ্য বলছি, যেগুলো ছাড়া ইন্টারনেট জগতে কোন ধরনের সেবা পরিপূর্ণভাবে প্রাপ্তি প্রায় অসম্ভব। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জনশুমারি হয় ১৯৭৪ সালে। এরপর ১৯৮১ সাল থেকে প্রতি দশ বছর পরপর ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ও ২০১১ সালে জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বাজারকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ভোক্তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বিষয়ক তত্ত্বের বিধানগুলো লংঘন করে ব্যক্তিগত তথ্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সামনে রেখে বিজ্ঞাপনের জন্য এগুলো ব্যবহৃত হওয়া শুরু হলেও, ধীরে ধীরে তা ভোক্তার মানসিক এবং আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কার সাথে সাথে এগুলো জাতীয় নিরাপত্তার নামে মানুষের উপর নজরদারির সাথে সংশ্লিষ্ট কাজেও ব্যবহৃত হয়ে সবশেষে এগুলো ভোটারদের নির্বাচনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে।

তাই যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গৃহীত একটি আইনে ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত একজন ব্যক্তি (data subject)-র স্বাধীনতা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানই এই ধরনের একটি আইন প্রণয়নের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয় মূলত ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত একজন ব্যক্তি (data subject)-র সম্মতি ব্যতিরেকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগ্রহকৃত ব্যক্তিগত তথ্য অন্য কাজে ব্যবহার না করার জন্য এবং বিশেষভাবে, ব্যক্তিগত তথ্যের বাণিজ্যিক ব্যবহার রোধ করার জন্য।

বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে অনেক দেশ সম্পর্কিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে প্রায় ছয় দশক আগে এবং ধীরে ধীরে তাদের আইন ব্যবস্থায় এই বিষয়টি পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ক একটি আইনের সফলতার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কেবলমাত্র আইন করার খাতিরে আইন করে ফেললে তা এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য পূরণ করবে না। এই ব্যাপারগুলো মাথায় না রাখলে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন করার প্রয়োজনীয়তার মূল উদ্দেশ্যগুলো অনুধাবন করা যাবে না কোনোভাবেই, আর এই বিষয়গুলো বিবেচনা না করে এই সম্পর্কিত কোন আইন প্রণয়ন করা হলে সেগুলো ব্যর্থ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এখন বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত আলোচ্য উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ (খসড়া) এর বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ (খসড়া) এর মূল্যায়ন

যথাযথ আইনগত কাঠামোর অধীনে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অনেক আগে থেকেই নানান ধরনের উদ্যোগ এবং পদক্ষেপ নিয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরনের উদ্যোগের পেছনে ব্যক্তির নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত তথ্যের বাণিজ্যিক গুরুত্ব, এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে।

জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা (আঙ্কটাড) এর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে বিশ্বের ১৯২ দেশের মধ্যে ১৩৭টি দেশে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বা তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে দেশীয় আইন রয়েছে। আঙ্কটাড- এর তথ্য মতে, বাংলাদেশ এ সম্পর্কিত কোনো আইন নেই। তাই, ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার ব্যাপারটির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ সম্পর্কিত একটি আইন তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া অবশ্যই একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। কিছুদিন আগে ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৬০(২)ঝ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংরক্ষিত ডাটার সুরক্ষার লক্ষ্যে বিধি আকারে "তথ্য গোপনীয়তা ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৯" শিরোনামে এ ধরনের একটি বিধিমালা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই মর্মে একটি খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল যা এখনো অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে, যদিও তা অফিসিয়াল ছিল না বলে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল।[1] উক্ত খসড়ার উপর ভিত্তি করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানান ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছিল বলে সরকার যখন উক্ত খসড়াটি পরিহার করে নতুন করে আলোচ্য খসড়াটি প্রণয়ন করে তখন সবার প্রত্যাশা কিছুটা বেশি ছিল।

অনেক আগ্রহ নিয়ে নতুন খসড়াটি পর্যালোচনা করার পরে সেখানেও নানান ধরনের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। নতুন খসড়াটি বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে এর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

আইনের শিরোনামঃ

আলোচ্য খসড়া আইনের শিরোনাম করা হয়েছে- "উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২", যার শাব্দিক অর্থে ইংরেজী করলে দাঁড়াবে- the Data Protection Act, এবং এক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে বর্তমানে ইউরোপে প্রচলিত the General Data Protection Regulation আইনটিকে অনুসরণ করেই এই শিরোনামটিকে বাছাই করা হয়েছে। তাছাড়া, এর পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে । ধারণা করা যায় যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত "প্রশাসনিক পরিভাষা, ২০১৫" এ ব্যবহৃত ডাটা (Data) শব্দটির পরিভাষা "উপাত্ত" বা আইন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত "আইন-শব্দকোষ [English-Bengali Law Lexicon], পৃ. ৩৩৪- তে ব্যবহৃত Data Protection শব্দগুলোর পরিভাষা "উপাত্ত সুরক্ষা" আলোচ্য আইনের খসড়াকারীদের এমন শব্দ চয়নে উৎসাহ যুগিয়েছে।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে একটি কথা বলে রাখা প্রাসঙ্গিক হবে। আর তা হলো- Data Protection শব্দগুলো ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য সাধারণত ব্যবহার করা হলেও এজন্য সব সময়ই Data Protection শব্দগুলো ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আঙ্কটাড-এর সূত্র মতে, বিশ্বের যে ১৯২ দেশের মধ্যে ১৩৭টি দেশে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বা

[1] https://basis.org.bd/public/files/policy/5e164ff9df15f9.%20Draft%20Data%20Privacy%20and%20protection%20Policy%202019.pdf

তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে দেশীয় আইন রয়েছে, তার মধ্যে ৯১টি দেশ তাদের আইনের শিরোনামে ডাটা প্রটেকশন (Data Protection) শব্দগুলো ব্যবহার করেছে, যেমন এ সম্পর্কিত জার্মানির আইনের শিরোনাম- Federal Data Protection Act, আর যুক্তরাজ্য, সুইডেন, মাল্টা, আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি দেশের আইনের শিরোনাম the Data Protection Act।

আবার, কমপক্ষে ৬০টি দেশ, তাদের আইনের শিরোনামে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা (Personal Information Protection) শব্দগুলো ব্যবহার করেছে [উদাহরণস্বরূপ- জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইত্যাদি]। অন্যদিকে, অন্তত ৩০টি দেশের আইনের শিরোনামে 'গোপনীয়তা' (Privacy) শব্দটি পাওয়া যাবে [উদাহরণস্বরূপ- অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র]। এছাড়া কিছু কিছু দেশ যেমনঃ মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা তাদের আইনের শিরোনামে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা (Personal Data Protection) শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। এর বাহিরেও বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে তাদের আইনের শিরোনাম করেছে যেমন- বাহামার আইনের শিরোনাম Data Protection (Privacy of Personal Information) Act 2003; চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্কের আইনের শিরোনাম- Act on Processing of Personal Data, ফিনল্যান্ডের আইনের শিরোনাম the Personal Data Act। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আইনের শিরোনাম ভিন্ন হলেও আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য অভিন্ন অর্থ্যাত ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা।

বাংলাদেশে এ সম্পর্কে কোন আইন নাই, আর সে সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্যই আলোচ্য খসড়া আইনটি প্রকাশ করা হয়েছে। এবার বাংলাদেশের আলোচ্য খসড়া আইনের শিরোনামে ব্যবহৃত "উপাত্ত সুরক্ষা"-র "উপাত্ত" শব্দটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। পশ্চিমা বিশ্বে "ডাটা" বলতে যা বুঝায় তার সমমানের সমার্থক শব্দ বাংলা ভাষায় পাওয়া কঠিন। উপাত্ত (Data) শব্দটি দিয়ে প্রচলিত অর্থে বাংলায় যা বুঝায়, তার সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাধারণত যে উদ্দেশ্যে এই ধরণের আইন করা তার সাথে যথেষ্ট এবং পুরোপুরি সম্পর্ক নাই, কেননা সারা বিশ্বে এই ধরণের আইন করা হয় একজন জীবিত মানুষের (natural person) নানান ধরণের ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information) যেমনঃ তার নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার সর্বোপরি এমন কোন তথ্য বা তথ্য সমষ্টি যা দ্বারা তাকে কোনভাবে চিহ্নিত বা শনাক্ত করা যায় সেগুলোর সুরক্ষার জন্য।

বাংলায় উপাত্ত (Data) শব্দটির একের অধিক অর্থ প্রচলিত রয়েছে এবং ভিন্ন প্রেক্ষিতে শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ কম্পিউটার বিজ্ঞাণে ডাটা বলতে যা বোঝায়, গণিত বা পরিসংখ্যানে ডাটা বলতে আবার তা না বুঝিয়ে ভিন্ন কিছু বোঝায়। গণিত বা পরিসংখ্যানে, "প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করাকে উপাত্ত বলে।" আবার, যেহেতু প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাই উপাত্তকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়- বিন্যস্ত ও অবিন্যস্ত। উপাত্তগুলোকে ক্রম বা শ্রেণি অনুযায়ী সাজিয়ে প্রকাশ করাকে বিন্যস্ত উপাত্ত বলে, আর যে উপাত্তগুলো কোনো বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানো থাকে না তাকে অবিন্যস্ত উপাত্ত বলে। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রণীত Statistics & Informatics Policy, 2016 এ বলা হয়েছে informatics এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো উপাত্ত যা তথ্যের মূল উপাদান আর প্রাথমিকভাবে সংগৃহিত অসংবদ্ধ তথ্যকে বলে উপাত্ত। অন্যদিকে, তথ্য (information) হলো সুবিন্যস্ত মানে সাজানো উপাত্তের একটি সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য রূপ।[2] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, উপাত্ত বলতে প্রাথমিকভাবে সংগৃহিত অসংবদ্ধ তথ্যকে বুঝায়, যেগুলো পরে

[2] বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা, জানুয়ারী ৪, ২০১৭, বুধবার, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৬৯।

সুবিন্যস্তভাবে সাজানোর পরে সেটি সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য রূপ ধারণ করলে তাকে তথ্য বলে। তাই, আইনের শিরোনামে 'উপাত্ত' ব্যবহার করলে তা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, যাতে এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ও সমস্যা সৃষ্টি করবে।

অন্যদিকে, আইনের জগতে ও "ডাটা" বলতে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন কিছু বোঝানো হয়- যেমনঃ প্রচলিত তথ্য প্রযুক্তি আইনে কম্পিউটার বিষয়ে ডাটা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, গোপনীয়তা সম্পর্কীত আইনে তা ভিন্নভাবে ব্যক্তিগত তথ্য নামে ব্যবহৃত হয়। ডাটা বা উপাত্ত শব্দটির সংজ্ঞা বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯নং আইন)-এ দেওয়া হয়েছে যেখানে ধারা ২(১০)-এ উপাত্তের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

""উপাত্ত" অর্থ কোন আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা, ধারণা বা নির্দেশাবলী যাহা কম্পিউটার প্রিন্ট আউট, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া, পাঞ্চকার্ড, পাঞ্চ টেপসহ যে কোন আকারে বা বিন্যাসে কম্পিউটার সিস্টেম অথবা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রক্রিয়াজাত করা হইয়াছে, হইতেছে অথবা হইবে অথবা যাহা অভ্যন্তরীণভাবে কোন কম্পিউটার স্মৃতিতে সংরক্ষিত;"

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬নং আইন)- এর বেলায় ও এই একই সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত হবে, কেননা এই আইনের ধারা ২(২) বলা হচ্ছে যে, "এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা এই আইনে প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।"

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগুলে Data এর অনুবাদ উপাত্ত করা হলেও, Data Protection লিখলে তা তথ্য সুরক্ষা হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যেহেতু Data Protection বলতে যে মূলতঃ কোন মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার ব্যাপারটিকেই বুঝায়, তা বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের গোপনীয়তার নীতি (privacy policy) তে ও 'ব্যক্তিগত তথ্য' (Personal Information) শব্দগুলোর ব্যবহার লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়।[3]

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বহুল আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ২৬ ধারায় আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তির পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, বিক্রয়, দখল, সরবরাহ বা ব্যবহার করাকে একটি ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আইনের এই ধারায়, ''পরিচিতি তথ্য'' অর্থ কোনো বাহ্যিক, জৈবিক বা শারীরিক তথ্য বা অন্য কোনো তথ্য যাহা এককভাবে বা যৌথভাবে একজন ব্যক্তি বা সিস্টেমকে শনাক্ত করে, যাহার নাম, ছবি, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, মাতার নাম, পিতার নাম, স্বাক্ষর, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নম্বর, ফিংগার প্রিন্ট, পাসপোর্ট নম্বর, ব্যাংক হিসাব নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ই-টিআইএন নম্বর, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল স্বাক্ষর, ব্যবহারকারীর নাম, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড নম্বর, ভয়েজ প্রিন্ট,

[3] দেখুন, উদাহরণস্বরুপ, বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, bangladesh.gov.bd, https://bangladesh.gov.bd/site/page/f74d9929-0211-42d4-ab5b-cd6512baf642/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE

রেটিনা ইমেজ, আইরেস ইমেজ, ডিএনএ প্রোফাইল, নিরাপত্তামূলক প্রশ্ন বা অন্য কোনো পরিচিতি যাহা প্রযুক্তির উৎকর্ষতার জন্য সহজলভ্য-কে বুঝানো হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ইংরেজিতে অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text)-এ ২৬ ধারায় ব্যবহৃত ''পরিচিতি তথ্য'' এর ইংরেজি করা হয়েছে "identity information"। উপাত্ত শব্দের পরিবর্তে এটি বরং অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য।

অন্যদিকে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এ "তথ্য" অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;"

আমাদের মতে, এই তথ্য অধিকার আইনে যেহেতু 'কোন দপ্তরের সংরক্ষিত নথি সমূহের নোটশীট ব্যতিত অন্য যে কোন ধরণের তথ্য সম্বলিত বস্তু বা এর অনুলিপি তথ্য হিসেবে গণ্য' হয়, এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের শিরোনামে Personal Information এবং Personal Data শব্দগুলো হরহামেশাই ব্যবহৃত হয়, আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই Data শব্দটির যথাযথ অর্থ প্রকাশক সমার্থক শব্দ বাংলায় পাওয়া যায় না, তাই কেবলমাত্র অভিধানে বর্ণিত শব্দের পরিভাষা ব্যবহার না করে যদি এই আইন প্রণয়ন করার মূল উদ্দেশ্য যা খসড়া আইনের দীর্ঘ শিরোনাম এবং বিভিন্ন ধারা থেকে বুঝা যায় আর এর সাথে যদি এ ধরণের আইন প্রণয়নের ইতিহাস বিবেচনায় নেয়া হয় তাহলে বোঝা যাবে যে, এক্ষেত্রে ডাটা শব্দটির আভিধানিক পরিভাষা "উপাত্ত" ব্যবহার করলে এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। এছাড়া 'ব্যক্তিগত তথ্য' বা এর সুরক্ষা, গোপনীয়তা এগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন কোন বিষয় নয়। বাংলাদেশের প্রচলিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬(১)(দ)-তে বলা হয়েছে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির "ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা;"-র অধিকার থাকবে। এই একই আইনের অধীনে ২০১৯ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর অধীনে প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালাতেও ব্যক্তিগত তথ্য শব্দগুলোর ব্যবহার হয়েছে [দেখুন- বিধি ১১ (৩)(ঘ), বিধি ১৭(৪)]।

তাই ভবিষ্যতে এই আইনের বিধানগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে সেগুলোর ব্যাখ্যার ঝামেলা এড়াতে প্রস্তাবিত আইনের শিরোনাম "ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন" বিবেচনা করাই যৌক্তিক হবে।

উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ খেসড়া)
(বিল নং---------- ২০২২)

খসড়া আইনের সূচিপত্রঃ

আইনের সূচিপত্র এবং খসড়া আইনের অভ্যন্তরে কিছু অধ্যায়ের শিরোনামে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- সূচিপত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'উপাত্ত সুরক্ষার নীতি' কিন্তু খসড়া আইনের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে- 'উপাত্ত সুরক্ষার মূলনীতি'। একই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যাবে তৃতীয়, পঞ্চম এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শিরোনামের ক্ষেত্রে।

উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ খেসড়া)
(বিল নং---------- ২০২২)
কোনো ব্যক্তির উপাত্ত সুরক্ষা ও উহার প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষাঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত
বিল

আইনের সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ শিরোনামঃ

প্রস্তাবিত আইনের বিলের খসড়ায় যদিও "উপাত্ত সুরক্ষা আইন" ব্যবহার করা হয়েছে, তবে দীর্ঘ শিরোনাম দেখে এ বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আলোচ্য আইনটি ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত। আর উপাত্ত বা ব্যক্তিগত তথ্য বিষয়ক উপরিউক্ত আলোচনার পরে, আর বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু উপাত্ত এবং তথ্য শব্দগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে এবং ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাই ভবিষ্যতে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সকল ধরনের বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য প্রস্তাবিত আইনের শিরোনাম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে এশিয়ার চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার অনুকরণে "ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন" হওয়া অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

যেহেতু উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, ব্যবহার বা পুনঃব্যবহার, হস্তান্তর, প্রকাশ, বিনষ্টকরণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্ধাবলি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য বিদ্যমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো ব্যক্তির অধিকারে থাকা উপাত্তের সুরক্ষা প্রদান করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু কোনো ব্যক্তির উপাত্ত সুরক্ষা ও উহার প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রস্তাবনাঃ

খসড়াটিতে যেহেতু উদ্দেশ্য এবং কারণ সংবলিত বিবৃতিতে যোগ করা হয়নি তাই কেবলমাত্র প্রস্তাবিত আইনের দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দে করা চারটি বাক্য দেখে ধারণা করা কঠিন যে, সরকার প্রকৃতপক্ষে কী উদ্দেশ্য বিবেচনা করে এই বিষয়ক একটি আইন প্রণয়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। ভবিষ্যৎ এই আইনের অপব্যবহার রোধে প্রস্তাবনায় আরো কিছু বিষয় বিস্তারিত ভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার যা দ্বারা এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য আরও পরিস্কারভাবে বুঝা যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইউরোপের The General Data Protection Regulation আইনটিতে প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ (articles)-এ কতিপয় সাধারণ বিষয় যেমন- আইনের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য (Subject-matter and objectives, article 1), আইনের পরিধি (Material scope, article 2) এবং আইনের সীমানাগত পরিধি (Territorial scope, article 3) অন্তর্ভুক্ত করার পরেও, উক্ত আইনের প্রস্তাবনায় ১৭৩ টির বেশী অনুচ্ছেদ (paragraphs) অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত আইনটি প্রণয়ন করার কারণ বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদে "ব্যবহার বা পুনঃব্যবহার," শব্দগুলোর মাঝে "ক্ষেত্রবিশেষে" শব্দটির সংযুক্তি/অন্তর্ভূক্তি অর্থাৎ "ব্যবহার বা ক্ষেত্রবিশেষে পুনঃব্যবহার" বিবেচনা করা যেতে পারে এবং তা অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কেননা, আন্তর্জাতিকভাবে সর্বজনস্বীকৃত এ সম্পর্কিত আইনের মানদণ্ডগুলো বা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের এ সম্পর্কিত চলমান উদ্যোগগুলো বিবেচনায় নিলে বলা যায় যে, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ব্যক্তিগত তথ্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একবার সংগ্রহ করার পরে উক্ত তথ্য সম্পর্কিত ব্যক্তি (data subject)- র সম্মতি ছাড়া সেই তথ্য পুনরায় বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করার সুযোগ নেই। এজন্যই "ক্ষেত্রবিশেষে" শব্দগুলোর অন্তর্ভুক্তি সংগ্রহকৃত বা প্রক্রিয়াকৃত ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার উক্ত আইনের ব্যতিক্রম ক্ষেত্রসমূহে করার ইঙ্গিত বহন করবে বলে ধারণা করা যায়। এর ফলে ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কীত একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের যথেচ্ছ এবং অকারণ ব্যবহার কমানোর জন্য কিছুটা আইনী বাধ্যবাধকতা থাকবে।

প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার প্রস্তাবনার তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদে 'ব্যক্তি' শব্দটি ব্যবহার পুনঃবিবেচনার দাবী রাখে। কেননা খসড়ার ধারা ২(১৫) এ দেয়া ব্যক্তির সংজ্ঞা আর ধারা ৪(১) এর

বিধান বিবেচনায় নিয়ে তা বিশ্লেষণ করলে একটি ব্যাপারে বড় উদ্বেগের আশঙ্কা করা যায়। প্রস্তাবিত আইনের এ খসড়াতে ধারা ৪(১) এর বিধানে ঢালাওভাবে সকল ধরণের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কেননা ধারা ২(১৫) এ বলা হয়েছে "ব্যক্তি" অর্থে কোনো আইনগত ব্যক্তিসত্তা, সংস্থা, অংশীদারী কারবার, কোম্পানী, সমিতি, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি, প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory body) অন্তর্ভূক্ত হইবে;"।

আবার, ধারা ২(৮) এ বলা হয়েছে "নিয়ন্ত্রক" অর্থ সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী বা অন্য কোনো আইনগত ব্যক্তি সত্তা যিনি, একক বা যৌথভাবে, কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়া করেন বা উক্ত উদ্দেশ্যে উহা নিয়ন্ত্রণ করেন বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যক্তি বা আইনগত ব্যক্তি সত্তাকে ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে প্রক্রিয়াকারী ইহার অন্তভূক্ত হইবে না; এবং ধারা ২(১০) এ বলা হয়েছে "প্রক্রিয়াকারী" অর্থ সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী বা অন্য কোনো ব্যক্তি, আইনগত ব্যক্তি সত্তা, বা এমন কোনো ব্যক্তি যিনি নিয়ন্ত্রকের পক্ষে উপাত্ত প্রক্রিয়া করেন, তবে নিয়ন্ত্রকের কোনো কর্মচারী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;"।

যেহেতু, নিয়ন্ত্রক কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়া করেন বা উক্ত উদ্দেশ্যে উহা নিয়ন্ত্রণ করেন বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যক্তি বা আইনগত ব্যক্তি সত্তাকে ক্ষমতা প্রদান করেন এবং প্রক্রিয়াকারী নিয়ন্ত্রকের পক্ষে উপাত্ত প্রক্রিয়া করেন, আর ধারা ৪(১) এর বিধান অনুযায়ী এই আইন কোনো "ব্যক্তির" উপর প্রযোজ্য হইবে, যে কারণে এই বিধানটি এভাবে ব্যাখ্যা করাই যাবে যে, বাংলাদেশের সকল ব্যক্তি এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় চলে আসবে, আর তাই বাংলাদেশের সকল ব্যক্তি এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের বিধানগুলো মেনে চলার জন্য এবং অনুসরণ করার জন্য বাধ্য থাকতে হবে, অন্যথায় আইনের বিধান ভংগের জন্য আলোচ্য খসড়ায় বর্ণিত শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এটি অতিমাত্রায় একটি উচ্চাকাংখি চিন্তা এবং এই কতোটুকু সম্ভব বা বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যাপূর্ণ তা বিবেচনায় নেয়া হয়নি। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং কারিগরি জ্ঞান ও সক্ষমতা বিবেচনায় নিলে এ বিধান ভবিষ্যতে বলবৎ করা আদৌ সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ করার মত যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

তাই আইনটি পাশের আগে তা বাস্তবায়নের কথা বিবেচনায় নিয়ে ঢালাওভাবে সব প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের বিধান প্রয়োগের জন্য বিবেচনায় না নিয়ে বিশেষ কিছু সেক্টরকে প্রথমে চিহ্নিত করা যেতে পারে যাদের এই আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের মতো কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতা আছে এবং একই সাথে তারা প্রচুর পরিমানে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করে। যেমনঃ টেলিযোগাযোগ সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রথম পর্যায়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। তারপর, তাদের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে পরের ধাপে এবং পর্যায়ক্রমে এর পরিধি বাড়ানো যেতে পারে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অল্প কিছু দেশের মধ্যে একটি যাদের সংবিধানে গোপনীয়তার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, এটি অবশ্যই গর্ব করার মতো একটি ব্যাপার। আর এ কারণেই বাংলাদেশের সংবিধানে ৪৩(খ) অনুচ্ছেদে স্বীকৃত গোপনীয়তার অধিকারের স্বীকৃতির ব্যাপারটি প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা যেতে।

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

ধারা ১

উপাত্ত সম্পর্কীত উপরিউক্ত আলোচনা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম- "ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন" হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় আর এই ব্যাপারটি তাই ধারা ১- এ প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

১(২) ধারাতে আইন বলবৎ বা প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে সরকার যে তারিখ নির্ধারণ করবে সেই তারিখেই আইন কার্যকর হবে বলে বিধান করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটি খুবই একটি সাধারণ বিধান হলেও, আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনস্বীকৃত আর বিভিন্ন দেশের এ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন আর বাস্তবায়নের ইতিহাস বিবেচনায় নিয়ে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

তা হলো এই আইনের বিধানগুলো যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য কিছু সময়, যা তিন থেকে পাঁচ বছর হতে পারে, দেওয়া খুবই দরকার। বিভিন্ন দেশের এই সম্পর্কীত আইন বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা আমলে নিলে দেখা যাবে যে, এটি এ ব্যাপারে অতি সাধারণ একটি চর্চা বা নিয়ম। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে নানাবিধ কারিগরি এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হবে না, আর তারা না করতে পারলে নানান ধরণের ঝামেলা সৃষ্টি হবে, আইনের বিধানের অপব্যবহার হবে। পরিশেষে, নানাবিধ সমালোচনার কারণে এই আইন প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

ধারা ২

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অজ্ঞাতনামা উপাত্ত (ANONYMIZED DATA)" অর্থ এই আইনের অধীন অজ্ঞাতনামে বা ছদ্মনামের যে উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হয়;

প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার ২(১) ধারায় anonymized data বলতে "অজ্ঞাতনামা উপাত্ত" শব্দগুলোর ব্যবহার এর সঠিক অর্থ প্রকাশ করে না, অন্তত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের প্রক্ষাপটে। যদিও আইন কমিশন প্রণীত আইন-শব্দকোষ-এ anonymous (পৃ. ৮০) এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে "নামহীন, অজ্ঞাতনামা" ব্যবহার করা হয়েছে এবং এরপর ব্যাখ্যা জুড়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে- "যে- সমস্ত মোকাদ্দমার প্রকাশিত বিবরণীতে পক্ষগণের নাম দেওয়া হয় না অথবা যেগুলো স্বাভাবিক সংবাদ শিরোনাম ছাড়া প্রকাশিত হয়। যে- প্রকাশনায় লেখকের নাম দেওয়া হয় না তাহা নামহীন প্রকাশনা। অনেক ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ অপরাধ সংগঠন কালে যখন সকল অংশগ্রহণকারীর নাম জানা সম্ভব হয় না তখন অভিযোগ দায়েরের সময় 'অজ্ঞাতনামা' উল্লেখ করা হয়।" এক্ষেত্রে, anonymized বুঝাতে "বেনামী" বা "বেনামা" শব্দটির ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

আবার এই একই সংজ্ঞাতে ২(১) ধারায় "অজ্ঞাতনামে বা ছদ্মনামে" (pseudonymous) শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন সম্পর্কীত বিশ্বে প্রচলিত আইনগুলোতে এ দুটি শব্দের ভিন্ন অর্থ আছে এবং দুটি শব্দই ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তাই দুটি শব্দকে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করা বা তাদের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কেননা দেখে একরকম মনে হলেও তারা সমার্থক নয়, অন্তত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের প্রক্ষাপটে।

ইউরোপের The General Data Protection Regulation -এ যদিও anonymous শব্দটির এর কোন সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি তবে এর একটি ধারনা দেওয়া হয়েছে যেখানে বেনামী তথ্য (anonymous information) বলতে এমন তথ্যকে বোঝানো হয়েছে যা দ্বারা কোন প্রাকৃতিক ব্যক্তিকে শনাক্ত করা যায় না, বা এমন ব্যক্তিগত তথ্য যা সনাক্ত যোগ্য নয় (প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ২৬)। একই আইনে anonymous শব্দটির এর কোন সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা না হলেও, 'ছদ্মনামকরণ' বা 'pseudonymisation' বলতে কি বুঝায় তার একটি সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। 'ছদ্মনামকরণ' বা 'pseudonymisation' অর্থ ব্যক্তিগত তথ্যের এমনভাবে প্রক্রিয়াকরণ করাকে বুঝায় যেখানে বাড়তি বা অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে নির্দিষ্ট করে কোনো ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কীত ব্যক্তিকে (specific data subject) চিহ্নিত করা যায় না। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের অতিরিক্ত তথ্য আলাদাভাবে রাখা হবে, এবং প্রযুক্তিগত ও সাংগঠনিক ব্যবস্থার সাপেক্ষে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, এভাবে রাখা তথ্য দিয়ে কোন প্রাকৃতিক ব্যক্তিকে চিহ্নিত বা শনাক্ত করা যায় না।

ইউরোপের The General Data Protection Regulation -এ বলা হচ্ছে- ['pseudonymisation' means the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person; [অনুচ্ছেদ ৪(৫)]]

> (২) "আর্থিক উপাত্ত (Financial Data)" অর্থ কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো উপাত্তধারীর অনুকূলে ইস্যুকৃত কোনো হিসাব (Account), ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা অন্য কোনো ইন্সট্রুমেন্ট শনাক্তকরণে ব্যবহৃত কোনো সংখ্যা বা অন্যান্য উপাত্ত, অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও উপাত্তধারীর মধ্যকার কোনো আর্থিক সম্পর্ক বা ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত উপাত্ত;

আর্থিক উপাত্ত এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এর অর্থ পরিস্কার করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এ বর্ণিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উল্লেখ এই সংজ্ঞাটি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে আর তারপর শব্দগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে এভাবে-

> (২) "আর্থিক উপাত্ত (Financial Data)" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো জীবিত ব্যক্তির অনুকূলে ইস্যুকৃত কোনো হিসাব (Account), ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা অন্য কোনো ইন্সট্রুমেন্ট শনাক্তকরণে ব্যবহৃত কোনো সংখ্যা বা অন্যান্য উপাত্ত, অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও উপাত্তধারীর মধ্যকার কোনো আর্থিক সম্পর্ক বা ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত উপাত্ত যা দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় বা যাতে তাকে চিহ্নিত করার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে;

> (৩) "উপাত্ত (Data)" অর্থ কোন আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা, ধারণা বা নির্দেশাবলী যাহা কম্পিউটার প্রিন্ট আউট, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া, পাঞ্চকার্ড, পাঞ্চ টেপসহ যে কোন আকারে বা বিন্যাসে কম্পিউটার সিস্টেম অথবা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রক্রিয়া করা হইয়াছে, হইতেছে অথবা হইবে অথবা যাহা অভ্যন্তরীণভাবে কোন কম্পিউটার স্মৃতিতে সংরক্ষিত;

উপাত্ত সম্পর্কে হুবহু এই একই সংজ্ঞা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন)-এ ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন)- এর বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। তাই, প্রয়োজনে এই সংজ্ঞাটি এভাবে থাকতে পারে, তবে তা কোন মতেই সাধারণত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনে ব্যবহৃত 'ব্যক্তিগত তথ্য'- এই শব্দগুলোর পরিবর্তে ব্যবহার করা যাবে না, কেননা ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক আইনসমূহে "ব্যক্তিগত তথ্য" এর একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায়।

যেমনঃ ইউরোপের The General Data Protection Regulation -এ "ব্যক্তিগত তথ্য" এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- 'personal data' means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৬০(২)ঝ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংরক্ষিত ডাটার সুরক্ষার লক্ষ্যে ২০১৯ সালে যে খসড়াটি প্রকাশ হয়েছিল সেখানে 'উপাত্ত' এবং 'ব্যক্তিগত তথ্য'-কে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। সেখানে, উপাত্ত বলতে এখানে উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাটি যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন)-এ ব্যবহার করা হয়েছিল, তাই রাখা হয়েছিল; তবে, "ব্যক্তিগত তথ্য"-এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছিল এভাবে-

> "ব্যক্তিগত তথ্য" অর্থ যে কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত তথ্য, যা থেকে তাকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সনাক্ত করা যায় এবং তাতে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে;" যদিও এই সংজ্ঞাতে ব্যক্তিগত তথ্য-সম্পর্কীত কোন উদাহরণ দেয়া হয়নি।"

তাই আমরা মনে করি, এই আইনে অবশ্যই "ব্যক্তিগত তথ্য" সম্পর্কীত একটি সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত ইউরোপের The General Data Protection Regulation -এর আলোকে নিচের সংজ্ঞাটি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে-

> "ব্যক্তিগত তথ্য" অর্থ যে কোন জীবিত প্রাকৃতিক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত তথ্য, যা তার শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক, জেনেটিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক পরিচয় ইত্যাদি এক অথবা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কীত যার সাথে তার কোন শনাক্ত যোগ্য তথ্য যেমনঃ তার নাম, পরিচয় পত্র নম্বর, অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য, অনলাইন শনাক্তকারী তথ্য দিয়ে তাকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সনাক্ত করা যায় এবং তাতে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে;"

খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, ব্যক্তিগত তথ্যের উপরের সংজ্ঞার সাথে সাথে সাধারণ মানুষের বোঝার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এ সম্পর্কিত আইনের বিধান প্রয়োগ করার সুবিধার্থে ব্যক্তিগত তথ্যের কিছু উদাহরণ ও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমনটি এই খসড়াতে ধারা ২(২১) এ 'সংবেদনশীল উপাত্ত'- এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি নতুন আইন তাই এ ধরনের কিছু উদাহরণ যোগ করা যেতে পারে।

(৪) "উপাত্তধারী (Data Subject) অর্থ উপাত্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি;

যেহেতু আমরা মনে করি, এই খসড়ায় ব্যবহার করা 'উপাত্ত' আর ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক আইনে থাকা 'ব্যক্তিগত তথ্য' এক জিনিস নয়, আবার আলোচ্য খসড়ার ধারা ২(১৫) এ "ব্যক্তি" শব্দটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "ব্যক্তি" অর্থে কোনো আইনগত ব্যক্তিসত্তা, সংস্থা, অংশীদারী কারবার, কোম্পানী, সমিতি, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি, প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory body) অন্তর্ভুক্ত হইবে; তাই এখানে Data Subject এর সংজ্ঞাটি এভাবে থাকলে সেখানে মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে কেননা ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন শুধুমাত্র একজন জীবিত প্রাকৃতিক ব্যক্তির বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ প্রক্রিয়া করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সেখানে এই সংজ্ঞাটি এভাবে থাকলে ধারা ২(১৫) অনুসারে অন্যান্য আইনগত ব্যক্তিসত্তা, সংস্থা, অংশীদারী কারবার, কোম্পানী, সমিতি, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি, প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory body) ইত্যাদির বিভিন্ন তথ্য সমূহ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এর ফলে আইনের বিধানগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে এবং আইনের অপব্যবহার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

তাই, উপরের সংজ্ঞাটি এভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে-

(৪) ব্যক্তিগত তথ্যধারী (Data Subject) অর্থ এমন জীবিত প্রাকৃতিক ব্যক্তি এই আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যার ব্যক্তিগত তথ্য বিবেচনায় নেয়া হয়েছে;

(৫) "উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয়" অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয় (Data Protection Office),

২(৫) ধারাতে ব্যবহৃত "উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয়" শব্দগুলোর স্থলে "ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলোর ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত কেননা এই বিষয়টি একটি বিশেষায়িত বিষয় আর এর জন্য আলাদা এবং স্বাধীন একটি বিশেষায়িত কর্তৃপক্ষ গঠন করা দরকার বলে আমরা মনে করি যারা সময়ে সময়ে এই আইনের অধীনে কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে তা নিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবে।

(৬) "উপাত্তের চ্যুতি (Data Breach)" অর্থ উপাত্তের নিরাপত্তার চ্যুতি যাহার ফলে সঞ্চারিত, মজুতকৃত বা অন্য কোনোভাবে প্রক্রিয়াকৃত কোনো উপাত্ত দুর্ঘটনাবশত বা বেআইনীভাবে বিনষ্ট, ক্ষতি, পরিবর্তন বা অননুমোদিতভাবে প্রকাশ হইতে পারে বা উহাতে অনুপ্রবেশ ঘটিতে পারে;

২(৬) ধারাতে বর্ণিত "উপাত্তের চ্যুতি (Data Breach)" শব্দগুলো দিয়ে যা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে তার দ্বারা এর যথাযথ অর্থ প্রকাশিত হয় না। তাই ইউরোপের The General Data Protection Regulation -এর আলোকে সংজ্ঞাটি এভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে-

"ব্যক্তিগত তথ্যের চুত্যি (personal data breach)" অর্থ কোন ফাইল সিস্টেমে সঞ্চারিত, মজুদকৃত বা অন্য কোনোভাবে প্রক্রিয়াকৃত ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তার চুত্যি যা দূর্ঘটনাবশত ঘটে, অথবা বেআইনি বা অননুমোদিতভাবে অনুপ্রবেশের ফলশ্রুতিতে উক্ত ব্যক্তিগত তথ্য বিনষ্ট, ক্ষতি, পরিবর্তন, বা যেকোন মাধ্যমে প্রকাশ হইতে পারে।"

এই সংজ্ঞাতে "ব্যক্তিগত তথ্য" শব্দগুলোটি ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার দ্বারা এর সাথে কম্পিউটার বিষয়ক অন্যান্য চ্যুতির সাথে পার্থক্য করা যাবে। আর এমনটি করা না হলে যেকোনো ধরনের ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিবে এবং তার অপব্যবহার হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

ধারা ২(৭), ২(৯), ২(১০), ২(১১), ২(১২) এবং ২(১৩) তে সংজ্ঞায়িত শব্দগুলো নিয়ে কোন বক্তব্য নাই, কেননা এগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্ণিত এরুপ সমার্থক শব্দের অনুরুপ। তবে, ধারা ২(৮)-এ 'নিয়ন্ত্রক'-এর সংজ্ঞাতে 'সুনিদৃষ্ট উদ্দেশ্যে' শব্দগুলোর মাঝে ইউরোপের The General Data Protection Regulation -এর আলোকে "এবং আইনগতভাবে বৈধ" শব্দগুলো অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে এভাবে-

"নিয়ন্ত্রক" অর্থ সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী বা অন্য কোনো আইনগত ব্যক্তি সত্তা যিনি, একক বা যৌথভাবে, কোনো সুনির্দিষ্ট এবং আইনগতভাবে বৈধ উদ্দেশ্যে কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়া করেন বা উক্ত উদ্দেশ্যে উহা নিয়ন্ত্রণ করেন বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যক্তি বা আইনগত ব্যক্তি সত্তাকে ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে প্রক্রিয়াকারী ইহার অন্তভূক্ত হইবে না;"

১৪) "জেনেটিক উপাত্ত (genetic Data)" অর্থ কোনো ব্যক্তির উত্তরাধীকারসূত্রে প্রাপ্ত বংশানুগতি বৈশিষ্ঠ্য সম্বন্ধীয় উপাত্ত যাহা উক্ত ব্যক্তির চারিত্রিক, মানসিক বা স্বাস্হ্যগত বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে অনন্যভাবে কোনো উপাত্ত প্রদান করে, এবং বিশেষ করিয়া উক্ত ব্যক্তির জৈব নমুনা বিশ্লেষণে যে মানসিক বা স্বাস্হ্যগত বৈশিষ্ঠ্য নিশ্চিত করা হয়;

ধারা ২(১৪)-তে জেনেটিক উপাত্ত-কে আমাদের প্রস্তাবে 'জেনেটিক তথ্য' হিসেবে ব্যবহার করা সঙ্গত। কিন্তু, এই সংজ্ঞায় ব্যবহৃত 'ব্যক্তি' শব্দটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে কেননা খসড়ার ধারা ২(১৫) এ "ব্যক্তি" শব্দটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "ব্যক্তি" অর্থে কোনো আইনগত ব্যক্তিসত্তা, সংস্থা, অংশীদারী কারবার, কোম্পানী, সমিতি, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি, প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory body) অন্তর্ভূক্ত হইবে;। তাই আমাদের প্রস্তাবে এখানে 'জীবিত প্রাকৃতিক ব্যক্তি' শব্দগুলো ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত, কেননা আইনগত ব্যক্তিদের চারিত্রিক, মানসিক বা স্বাস্থ্যগত বৈশিষ্ঠ্য ইত্যাদি থাকে না । তাই এ সংজ্ঞাটি এভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে-

১৪) "জেনেটিক তথ্য (genetic Data)" অর্থ কোনো জীবিত প্রাকৃতিক ব্যক্তির উত্তরাধীকারসূত্রে প্রাপ্ত বংশানুগতি বৈশিষ্ঠ্য সম্বন্ধীয় উপাত্ত যাহা উক্ত ব্যক্তির চারিত্রিক, মানসিক বা স্বাস্হ্যগত বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে অনন্যভাবে কোনো উপাত্ত প্রদান করে, এবং বিশেষ করিয়া উক্ত ব্যক্তির জৈব নমুনা বিশ্লেষণে যে মানসিক বা স্বাস্হ্যগত বৈশিষ্ঠ্য নিশ্চিত করা হয়;

ধারা ২(১৫) ও ২(১৬) তে সংজ্ঞায়িত শব্দগুলো নিয়ে আলাদা কোন বক্তব্য নাই। তবে আমরা মনে করি, ২(১৭)- তে সংজ্ঞায়িত মহাপরিচালক" অর্থ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ধারা ৬(১) এর অধীন নিযুক্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক;- এটি পুনঃবিবেচনার দাবী রাখে কেননা, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার বিষয়টি একটি বিশেষায়িত বিষয় আর এর জন্য আলাদা এবং স্বাধীন একটি বিশেষায়িত কর্তৃপক্ষ গঠন করা দরকার যারা সময়ে সময়ে এই আইনের অধীনে কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে তা নিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবে। প্রস্তাবিত সেই স্বাধীন বিশেষায়িত কর্তৃপক্ষের প্রধানকে এখানে সংগায়িত করতে হবে।

ধারা ২(১৮) তে সংজ্ঞায়িত "তৃতীয় পক্ষ" শব্দগুলো নিয়ে আলাদা কোন বক্তব্য নাই।

(১৯) "সম্মতি (Consent)" অর্থ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপাত্তধারী কর্তৃক সুস্পষ্ট ইতিবাচক কোনো কার্য বা ঘোষণা দারা প্রদত্ত নির্দেশনা (indication),

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক আইন সমূহে সম্মতির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈধ ক্ষেত্র যা ব্যবহার করে একজন নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী ব্যক্তিগত তথ্যধারীর (data subject) ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করতে পারেন। সে কারণে ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত অধিকাংশ আইনে সম্মতি-র সংজ্ঞা দেওয়া আছে এবং আইন এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। যেমনঃ ইউরোপের The General Data Protection Regulation -এ এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

'consent' of the data subject means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her;

উপরোক্ত সংজ্ঞাটি বিবেচনায় নিয়ে ধারা ২(১৯) এর অধীনে সম্মতির সংজ্ঞা নিম্নলিখিতভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে-

"ব্যক্তিগত তথ্যধারীর সম্মতি (Consent of the data subject)" অর্থ তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য তথ্যধারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত, সুনিদৃষ্ট, যথাযথভাবে বুঝে এবং জেনেশুনে দেওয়া, সুস্পষ্ট ইতিবাচক কোনো কার্য বা ঘোষণা দারা প্রদত্ত নির্দেশনা (indication), যা দ্বারা তিনি নিজের ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এর ব্যাপারে স্বীয় ইচ্ছার প্রকাশ করেন।

ধারা ২(২০) তে সংজ্ঞায়িত "স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উপাত্ত (health data)" শব্দগুলো নিয়ে আলাদা কোন বক্তব্য নাই।

(২১) "সংবেদনশীল উপাত্ত" অর্থ উপাত্তধারীর নিয়বর্ণিত বিষয়ের উপাত্ত-

(অ) পাসওয়ার্ড;

(আ) বাণিজ্যিক বা আর্থিক উপাত্ত;

(ই) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উপাত্তসহ কোনো একক ব্যক্তির চিকিৎসা সংক্রান্ত উপাত্ত,

(ঈ) যৌন বিষয়ক পারিপার্শ্বিক অবস্থা (sexual orientation),

(উ) জেনেটিক উপাত্ত;

(ঊ) বায়োমেট্রিক উপাত্ত;

(ঋ) জাতি বা উপজাতি প্রথা (custom);

(এ) রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিশ্বাস বা মতাদর্শ;

(ঐ) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সংগঠিত অপরাধ বা অপরাধ সংগঠনের অভিযোগ, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত মামলা বা আইনগত কার্যধারা, উক্ত মামলা বা আইনগত কার্যধারার নিষ্পত্তি, উক্ত মামলায় ৰা কার্যধারায় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড;

(ও) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো উপাত্ত;

ধারা ২(২১)-এ "সংবেদনশীল উপাত্ত" বলতে "পাসওয়ার্ড"-কে সাধারণত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন সমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, যদিও "পাসওয়ার্ড" কম্পিউটার নিরাপত্তা বিষয়ক আইনে সংবেদনশীল উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের Information Technology Act, 2000 এর অধীনে প্রণীত *Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011* -এ পাসওয়ার্ডকে সংবেদনশীল উপাত্ত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনে সাধারণত পাসওয়ার্ডকে "সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য" হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না তাই পাসওয়ার্ডকে এই সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে।

এছাড়া আর্থিক তথ্য সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হলেও বাণিজ্যিক তথ্যসমূহ আলোচ্য সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

৪| প্রয়োগ।- (১) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য
হইবে, যথা:
(ক) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তির উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার, বিতরণ বা ধারণ করা;
(খ) বাংলাদেশের বাহিরে বসবাসরত বাংলাদেশের নাগরিকদের উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ,ব্যবহার, বিতরণ বা ধারণ করা;
(গ) বাংলাদেশে অবস্থান না করিয়া নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়া করা, যদি উক্তরুপ প্রক্রিয়াকরণ বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসার প্রয়োজনে করা হয়, বা উপাত্তধারীকে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত কোন কর্মকান্ড সম্পর্কিত হয়, বা বাব্যবসায়িক প্রয়োজনে উপাত্তধারীর পরিলেখা (profiling) প্রস্তুতের সহিত সম্পর্কিত হয়।
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অজ্ঞাতনামা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।

ধারা ৪

যেহেতু আলোচ্য খসড়ায় ধারা ২(১১) তে "প্রক্রিয়াকরণ" শব্দটির সংজ্ঞায় "সক্রিয়ভাবে করা হোক বা না হোক" এই শব্দগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাই ৪ ধারাতে এই কথাটি স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইনটি স্বয়ংক্রিয় (automatic) এবং অস্বয়ংক্রিয়ভাবে (manual) পরিচালিত ফাইল সিস্টেমে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় যেহেতু ২(৮) এবং ২(১০) ধারাতে "নিয়ন্ত্রক" এবং "প্রক্রিয়াকারী" এই উভয় শব্দের সংজ্ঞায় "সরকারি কর্তৃপক্ষকে" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাই এই ব্যাপারটি আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করলে ভালো হয়। অর্থাৎ ৪ ধারাতে এ সম্পর্কে একটি উপ-ধারা যোগ করে এই মর্মে একটি বলা যেতে পারে যে, "এই আইনের বিধানসমূহ সরকারি এবং বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান দৈনন্দিন কার্যক্রমে কোন ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার, বিতরণ ও ধারণ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।"

ধারা ৪(১)(ক)-তে বর্ণিত "কোন ব্যক্তির" শব্দটি যেহেতু আলোচ্য আইনের খসড়ায় ধারা ২ (১৫)-তে সংজ্ঞায় বর্ণিত "কোনো আইনগত ব্যক্তিসত্তা, সংস্থা, অংশীদারী কারবার, কোম্পানী, সমিতি, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি, প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory body) অন্তর্ভূক্ত হইবে", তাই এই আইনটি এভাবে পাশ হলে সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নতুন করে বিভ্রান্তির দেখা দিবে সেজন্য এই জায়গায় "কোন ব্যক্তির" পরিবর্তে "কোন প্রাকৃতিক ব্যক্তি বা মানুষ" শব্দগুলো ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

ধারা ৪(২)- এ বলা হয়েছে যে- "উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অজ্ঞাতনামা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।" আমরা ইতোমধ্যে আলোচ্য খসড়ার ধারা ২ (১) এর অধীনে আলোচনা করেছি যে, অজ্ঞাতনামা শব্দটি দ্বারা যে অর্থে অজ্ঞাতনামা এবং ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে, তার সঠিক নয়, কেননা এই দুটি শব্দ ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক আইনে

ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বেনামীয় ব্যক্তিগত তথ্যের ক্ষেত্রে যেখানে ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোনোভাবেই শনাক্ত করা যায় না তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের বিধান প্রযোজ্য হয় না। যদিও ছদ্মনামে যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়া করা হয় সে ক্ষেত্রে এ ধরনের আইনের বিধান কার্যকরী হয়। তাই এই বিধানটি ভবিষ্যতে সকল ধরনের বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য পুনঃবিবেচনার দাবি রাখে।

এছাড়া, একটি নতুন উপ-ধারা ৪ (৩) যোগ করা যেতে পারে যেখানে অন্যান্য দেশের অনুসরণ করে বলা যেতে পারে অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে নয়া। যেমনঃ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত তথ্য প্রক্রিয়া করার ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তিগত পর্যায়ের যোগাযোগ, ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে যেমনঃ বিয়ে-শাদী, জন্মদিন, ইত্যাদিতে প্রক্রিয়াকৃত তথ্য, ব্যক্তিগত ফোন, ডায়েরী ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান কার্যকরী হবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়, ধারা ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
উপাত্ত সুরক্ষার মূলনীতি

৫। উপাত্ত সুরক্ষার মূলনীতি)- এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়া, ব্যবহার বা ধারণ করিবার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে উপাত্ত সুরক্ষার নিম্নবর্ণিত নীতির যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সম্মতি ও জবাবদিহিতা: সংগৃহীত ও প্রক্রিয়াকৃত উপাত্তের জন্য উহা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপাত্তধারীর নিকট দায়ী থাকিবে; এবং সংবেদনশীল উপাত্ত ব্যতীত অন্যান্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীর সম্মতিতে প্রক্রিয়া করিতে হইবে; এবং এই আইন ও বিধি অনুসরণ ব্যতীত উপাত্তধারীর কোনো সংবেদনশীল উপাত্ত প্রক্রিয়া করা যাইবে না;

(খ) পক্ষপাতহীনতা (fair) ও যুক্তিপরায়ণতা: সকল ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন ও যুক্তিযুক্ত নীতি অনুসরণক্রমে এই আইন ও বিধিতে বিধৃত পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করিতে হইবে;

(গ) শুদ্ধতা (Integrity): উপাত্তধারীর সহিত প্রাসঙ্গিক নয় এমন অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় কোনো উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়া, ধারণ বা ব্যবহার করা যাইবে না; এবং উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নির্ভুল (accurate) ও হালনাগাদকৃত উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়া, ধারণ বা ব্যবহার করিতে হইবে;

(ঘ) ধারণ (Retention): এই আইন ও বিধির অধীন অনুমোদিত মেয়াদে উপাত্ত ধারণ করা যাইবে; এবং যে উদ্দেশ্যে উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় না হইলে উক্তরুপ উপাত্ত স্থায়ীভাবে বিনষ্ট করিবার যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঙ) গুণগত-মান (Quality) নিশ্চিতকরণ ও উপাত্ত প্রবেশাধিকার (Access): সংগৃহীত, প্রক্রিয়াকৃত, ধারণকৃত বা ব্যবহৃত উপাত্তের গুণগত-মান নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং

উপাত্তধারীকে ধারণকৃত উপাত্তে প্রবেশাধিকার প্রদান করিতে হইবে, এবং উক্তরূপ উপাত্ত নির্ভুল ও হালনাগাদকৃত না হইলে উপাত্তধারীকে উহা সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে;

(চ) প্রকাশ (Disclouser): উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপাত্তধারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ উক্ত ক্ষেত্রে সর্বদাই জবাবদিহিতার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে; এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, উপাত্তধারীর সম্মতি ব্যতিরেকে, যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার ও প্রকাশ করা যাইবে না;

(ছ) নিরাপত্তা (Security): সংগৃহীত উপাত্তের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সময় যাহাতে উহার কোনো প্রকার ক্ষতি, অপব্যবহার বা পরিবর্তন না করা হয় অথবা অননুমোদিত বা দুর্ঘটনাবশত প্রবেশ করিয়া উপাত্ত প্রকাশ, পরিবর্তন বা বিনষ্ট না করা হয়, সেইজন্য উপাত্ত সুরক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

আলোচ্য আইনের খসড়ায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম এবং ৫ নং ধারার শিরোনামে মূলনীতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত মূলনীতি শব্দগুলোর ইংরেজি করলে দাঁড়ায় [Fundamental Principles] কিন্তু ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা প্রচলিত আইনে এগুলোকে আসলে নীতিসমূহ [Principles] বলা হয়ে থাকে।

ও.ই.সি.ডি. এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অভিজ্ঞতায় তৈরি করা দুনিয়ার সকল দেশের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক আইনগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই আইনগুলো সাধারণত নীতিভিত্তিক (principle based) আইন এবং এভাবে আইন করার অন্যতম সুবিধা হচ্ছে এগুলো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবং প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই ইচ্ছামতো খাপখাইয়ে (adjust করে) নেয়া যায় আর সংসদে আইন প্রণয়ণের ঝামেলা এড়িয়ে কাজ এগিয়ে নেয়া যায়। যে কোনো ধরনের ইমার্জিং প্রযুক্তিকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে গড়ে তোলার জন্য নীতিভিত্তিক আইন- কানুন অধিকতর কাঙ্খিত। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক আইনের ক্ষেত্রে ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণের বেলায় কতগুলো মৌলিক নীতি মেনে চলতে হয় যেগুলো ষাটের এবং সত্তরের দশকে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার স্বচ্ছ চর্চার নীতিমালা (Fair Information Practice Principles) হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্ডিতরা উদ্ভাবন করেছিলেন। এই নীতিগুলো ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের প্রাণ এবং এগুলো পরবর্তীতে ও.ই.সি.ডি. এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নীতিনির্ধারকরা এ সম্পর্কিত আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে থাকেন আর তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবীর সকল দেশই সেগুলোই অনুসরণ করতে থাকে।

ও.ই.সি.ডি. নীতিসমূহ [Principles]-কে মৌলিক নীতিসমূহ [Basic Principles] হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ দেশের অভ্যন্তরে এবং রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণের জন্য দুটি আলাদা আলাদা সেটের মৌলিক নীতি [Basic Principles of National Application; Basic Principles of International Application: Free Flow and Legitimate Restrictions] অন্তর্ভুক্ত করেছে। সংক্ষেপে নীতি সমূহ হচ্ছে সীমিত ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ নীতি [Collection Limitation Principle], মানসম্মত ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার নীতি [Data Quality Principle], সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার নীতি [Purpose Specification Principle], ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া এবং বেআইনিভাবে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ না করার নীতি [Use Limitation Principle], ক্ষতি বা বেআইনি প্রবেশ, ধ্বংস, ব্যবহার, পরিবর্তন,

বা প্রকাশের ঝুঁকি থেকে ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা জন্য যথাযথ নিরাপত্তা সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ নীতি [Security Safeguards Principle], স্বচ্ছতার নীতি যার দ্বারা ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়ার এবং ব্যবহারের বিভিন্ন পর্যায়েনেয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে যাচাই করা যাবে [Openness Principle], ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকার এবং অংশগ্রহণ নীতি [Individual Participation Principle], জবাবদিহিতা নীতি [Accountability Principle]।

অন্যদিকে, ইউরোপের The General Data Protection Regulation -এ সংক্রান্ত সাতটি নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- আইনানুগ, ন্যায্য এবং স্বচ্ছতার সাথে প্রক্রিয়াকরণ [lawfulness, fairness and transparency], সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট এবং আইনগত উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ এবং যে কারণে সংগ্রহ করা হয়েছে তা ভিন্ন অন্য কোনো কারণে তা প্রক্রিয়া না করা [purpose limitation], কোন উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করলে যথাসম্ভব প্রয়োজনীয়, সম্পর্কযুক্ত এবং সীমিত, তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ [data minimisation], কোন উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়া করতে হলে শুধুমাত্র সঠিক এবং হালনাগাদ ব্যক্তিগত ব্যবহার করা হবে এবং সবসময় সকল ধরনের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যা দিয়ে নিশ্চিত করা যাবে যে সঠিক নয় এমন বা ত্রুটি পূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলা হবে অথবা কোন বিলম্ব ছাড়াই তা সংশোধন করা হবে [accuracy], যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যেই কেবল, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সেই ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষন করা হবে [storage limitation], যথাযথ কারিগরি বা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গ্রহণপূর্বক যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে ব্যক্তিগত তথ্য এমনভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে যা দ্বারা কোন ধরনের অনুমোদিত বা বেআইনি প্রক্রিয়াকরণের কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনা, ক্ষতি, বিনষ্টের হাত থেকে সুরক্ষা দিবে [integrity and confidentiality], জবাবদিহিতা [accountability]।

উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত ইউরোপের The General Data Protection Regulation -এ ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নীতিসমূহ যেভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আলোচ্য খসড়ায় কিছুটা ভিন্ন ভাবে সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কিছু নীতির শিরোনামের সাথে ভেতরের বর্ণনার মাঝে তারতম্য দেখা যায়।

প্রসঙ্গত, খসড়া আইনে ব্যবহৃত এই নীতি সমূহ সম্পর্কে বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে বলে নেওয়া যেতে পারে যে ধারা ৫ এর শিরোনাম "উপাত্ত সুরক্ষার মূলনীতি" না হয়ে "ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার নীতিসমূহ" হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

ধারা ৫(ক)-তে সম্মতি ও জবাবদিহিতা নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক আইনে ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত ব্যক্তির সম্মতির ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটিকে সাধারণত কোন আলাদা নীতি হিসেবে প্রচলিত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

ধারা ৫(ক)-তে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কে যেহেতু আইনের চতুর্থ অধ্যায় সন্নিবেশন করা হয়েছে তাই সেটি উল্লেখ করে দেয়া যেতে পারে। এর সাথে শিশুদের উপাত্ত সম্পর্কিত বিধানটিও যোগ করে দেয়া যেতে পারে। আবার যেহেতু সম্মতির কথা বলা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারা ৭ ব্যবহার করা হয়েছে তাই তার একটি সূত্র এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধারা ৫(খ)-তে বলা হয়েছে "সকল ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন এবং যুক্তিযুক্ত নীতি অনুসরণ ক্রমে উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করিতে হইবে। কিন্তু "যুক্তিযুক্ত নীতি" বলতে কী বোঝায় সেটা এখানে বর্ণনা করা হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে যখন বিধি প্রণয়ন করা হবে তখন এটি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ধারা ৫(গ)-তে বর্ণিত "উপাত্ত ধারীর সহিত প্রাসঙ্গিক নয় এমন অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় পণ্য উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়া, ধারণা, বা ব্যবহার করা যাইবে না।"- এই কথাগুলো দিয়ে যা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে তার সাথে শিরোনামে ব্যবহৃত "শুদ্ধতা" নীতি দিয়ে একটি সম্পূর্ণ এবং প্রকৃত চিত্র প্রকাশ হয় না। আর শিরোনামে যদিও "শুদ্ধতা" নীতি বলা হয়েছে কিন্তু এর বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে এটিকে উপরে বর্ণিত আন্তর্জাতিক দলিলসমূহ বর্ণিত উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধতার [purpose limitation] নীতি বলা যুক্তিযুক্ত হবে।

এছাড়া, এখানে বলতে হবে যে, "কাঙ্খিত সেবা নেওয়ার জন্য বা আইনগতভাবে বৈধ প্রয়োজনের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়" এমন অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় কোন ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়া, ধারণা, বা ব্যবহার করা যাবে না। একই অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে যে, উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নির্ভুল ও হালনাগাদকৃত উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়া, ধারণ বা ব্যবহার করিতে হইবে। উপরে বর্ণিত আন্তর্জাতিক দলিলসমূহে অন্তর্ভুক্ত নীতি সমূহ বিবেচনায় নিলে এটিকে নির্ভুলতার নীতি [accuracy principle] বলতে হবে। এছাড়া এই বিধানটির বেলায় "যথাসম্ভব" শব্দটি যোগ করা যুক্তিযুক্ত হবে, অর্থাৎ "উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যথাসম্ভব নির্ভুল ও হালনাগাদকৃত উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়া, ধারণ বা ব্যবহার করিতে হইবে"। কেননা, বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত জাতীয় পরিচয় পত্র সেবা নিয়ে সারাদেশের মানুষ অসম্ভব ভোগান্তির মধ্যে আছে। সেখানে এই ধারার যথাযথ প্রয়োগ করতে গেলে মানুষের ভোগান্তি আরো বাড়বে।

ধারা ৫(ঘ)-তে "কোন ব্যক্তিগত তথ্য তার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়ে গেলে স্থায়ীভাবে বিনষ্ট করিবার যুক্তিসংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে"- বলা হয়েছে কিন্তু যুক্তিসংগত বলিতে কি বুঝায় সেই ব্যাপারটি আইনে বলা হয়নি। সাথে সাথে এখানে আরেকটি বিধান যোগ করা উচিত আর তা হচ্ছে কোন এক প্রয়োজনে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়া করা হলে তা তথ্য সম্পর্কীত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যদিও সে সম্পর্কে ধারা ৫(চ) তে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে সেখানে 'ব্যবহার ও প্রকাশ' শব্দগুলোর সাথে 'প্রক্রিয়া' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত।

ধারা ৫(ঙ)-তে তথ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে কিন্তু "গুণগত মান" বলতে কী বোঝায় সেই ব্যাপারটি এখানে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

ধারা ৫(ছ)-তে সংগৃহীত ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার জন্য "যথাযথ পদক্ষেপ" গ্রহণ করতে বলা হয়েছে কিন্তু "যথাযথ পদক্ষেপ" বলতে কী বোঝায় সেই জিনিসটি এখানে বর্ণিত হয়নি।

কোন সন্দেহ নেই যে, "যথাসম্ভব", "যথাযথ পদক্ষেপ", "গুণগত মান" ইত্যাদি শব্দগুলোর আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবী রাখে, যা হয়তো যখন বিধি প্রণয়ন করা হবে সেখানে বিস্তারিত বলা হবে।

তবে, এই আইন প্রণয়ন হলে আইনের বিধানগুলো যথাযথ প্রয়োগের জন্য যে স্বাধীন কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব আমরা রেখেছি সেই কমিশন ও ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়
উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

৬| উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ।- এই আইন ও বিধি অনুসরণক্রমে উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়, ধারা ৬

ধারা ৬ এর বিধান অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। তবে, এর পরিবর্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা আমলে নিয়ে 'ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করার বৈধক্ষেত্রসমূহ' অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করা যাবে সে শিরোনামে একটি বিধান অন্তর্ভূক্ত করা দরকার।

৭। উপাক্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ সম্মতি গ্রহণ।- (১) উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে তৎসম্পর্কে উপাত্তধারীর সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করা যাইবে না।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক সম্মতি স্বেচ্ছাধীন, সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও প্রত্যাহারযোগ্য হইতে হইবে।
(৩) এই ধারার অধীন উপাত্তধারী কর্তৃক যথাযথভাবে সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে উহা প্রমাণের দায়ভার নিয়ন্ত্রকের উপর ন্যস্ত থাকিবে!
(৪) উপাত্তধারী পক্ষভুক্ত রহিয়াছে এমন কোনো চুক্তির অধীন উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয় কার্য- সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি যদি তাহার সম্মতি প্রত্যাহার করেন, তাহা হইলে উক্তরুপ প্রত্যাহারের কারণে উদ্ভত সকল আইনগত দায়ভার তাহার উপর বর্তাইবে।
(৫) উপ -ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হইলে নিয়ন্ত্রক কোনো উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রক্রিয়া করিতে পারিবে, যথা:-
(ক) উপাত্তধারী পক্ষভুক্ত রহিয়াছে এমন কোনো চুক্তির অধীন কার্য-সম্পাদন;
(খ) চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনে উপাত্তধারীর অনুরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(গ) কোনো চুক্তির অধীন অর্পিত বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে, নিয়ন্ত্রক-সংশ্লিষ্ট কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন;
(ঘ) উপাত্তধারীর অপরিহার্য স্বার্থ সুরক্ষা;
ব্যাখ্যা।- "অপরিহার্য স্বার্থ" অর্থ উপান্তধারীর জীবন, মৃত্যু বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো স্বার্থ;
(ঙ) জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা বা গবেষণা সংক্রান্ত বা উপাত্তধারী বা অন্য কোনো ব্যক্তির জীবন বা স্বাস্থ্য ঝুঁকির ফলে উন্তত জরুরি চিকিৎসা সম্পর্কিত কার্যত্রম;
(চ) এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের আদেশ প্রতিপালন;
(ছ) আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণার্থ কোনো কার্য-সম্পাদন;

(জ) কোনো সনদ, লাইসেন্স বা পারমিট এর অধীন, অথবা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বা সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত কোনো কার্য-সম্পাদন।
(৬) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় হইলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিয়ন্ত্রক কোনো উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রক্রিয়া করিতে পারিবে।

ধারা ৭

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিষয়ক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সকল আইনে নানাবিধ কারণে কারো ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যেতে পারে যেখানে সম্মতি অন্য অনেকগুলো বৈধ ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে একটি।

আলোচ্য খসড়া আইনে এই ব্যাপারগুলোকে এলোমেলোভাবে সাজানো হয়েছে। সে কারণে ৭ ধারায় সেই ক্ষেত্রগুলোকে বর্ণনা করা যেতে পারে এবং সম্মতির ব্যাপারগুলো ৮ ধারায় একসাথে বলা যেতে পারে তাহলে তা সবার বোঝার জন্য সুবিধাজনক হবে বলে মনে হয়। এভাবে ধারা ৭(১)-৭(৪) এবং ধারা ৮ এর বিধান সমূহ একসাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ধারা ৭ এর শিরোনাম- "ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের বৈধক্ষেত্রসমূহ" হতে পারে।

যদিও ধারা ৭(২)-এ সম্মতির প্রকৃতি নিয়ে কিছু সুনিদৃষ্ট বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তারপরও আরও কিছু জিনিস সেখানে উল্লেখ করা দরকার এবং সম্মতি নিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটি ধারা আইনে অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যক। উদাহরণস্বয়কঃ ইউরোপের The General Data Protection Regulation -এ সম্মতির বিষয়টি উক্ত আইনের প্রস্তাবনায় বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এভাবে-

"Consent should be given by a clear affirmative act establishing a freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's agreement to the processing of personal data relating to him or her, such as by a written statement, including by electronic means, or an oral statement. This could include ticking a box when visiting an internet website, choosing technical settings for information society services or another statement or conduct which clearly indicates in this context the data subject's acceptance of the proposed processing of his or her personal data. Silence, pre-ticked boxes or inactivity should not therefore constitute consent. Consent should cover all processing activities carried out for the same purpose or purposes. When the processing has multiple purposes, consent should be given for all of them. If the data subject's consent is to be given following a request by electronic means, the request must be clear, concise and not unnecessarily disruptive to the use of the service for which it is provided." [অনুচ্ছেদ ৩২, প্রস্তাবনা, The General Data Protection Regulation]

আরও বলা হয়েছে-

In order to ensure that consent is freely given, consent should not provide a valid legal ground for the processing of personal data in a specific case where there is a clear

imbalance between the data subject and the controller, in particular where the controller is a public authority and it is therefore unlikely that consent was freely given in all the circumstances of that specific situation. Consent is presumed not to be freely given if it does not allow separate consent to be given to different personal data processing operations despite it being appropriate in the individual case, or if the performance of a contract, including the provision of a service, is dependent on the consent despite such consent not being necessary for such performance. [অনুচ্ছেদ ৪৩, প্রস্তাবনা, The General Data Protection Regulation]

এছাড়া, ইউরোপের এই আইনে সম্মতি শব্দটি .৭০ বারের বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাথে সাথে সম্মতি নিয়ে আলাদা দুটি অনুচ্ছেদ যথাঃ সম্মতির শর্তাবলী [অনুচ্ছেদ ৭], শিশুর সম্মতি বিষয়ক শর্তাবলী [অনুচ্ছেদ ৮] এবং এবং তিনটি অতিরিক্ত ব্যাখ্যা [recital] অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা থেকে এই বিষয়টির গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়।

ধারা ৭(ঙ) তে জনস্বাস্থ্য স্বাস্থ্য চিকিৎসা এবং গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়গুলো একজন ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া বা সম্মতি ছাড়া ব্যবহার করতে দেওয়া কাঙ্ক্ষিত নয়। উপরন্ত যেহেতু এ ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংবেদনশীল তথ্য সেহেতু এখানে অবশ্যই স্বেচ্ছায়, সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও প্রত্যাহারযোগ্য সম্মতির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

> **৮। উপাত্তধারীর প্রতি নোটিশ জারি।**- নিয়ন্ত্রক, এই আইনের অধীন উপাত্ত সংগ্রহের পূর্বে, বা উপাত্তধারীর উপাত্ত ধারণ, ব্যবহার বা তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রকাশের ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপাত্তধারীকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে, এবং উক্ত নোটিশে উপাত্তধারীর উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্য ও উহা সংগ্রহের পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্নিবেশ করিবে।

> **৯। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা।**- উপাত্তধারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হওয়ার কোনোরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ কোনো পদ্ধতিতে কোনো সংগ্রহকারী, প্রক্রিয়াকারী বা নিয়ন্ত্রক উপাত্তধারীর নিকট হইতে কোনো উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়া বা ধারণ করিবে না।

ধারা ৯ এবং ১০(২)(গ)

ধারা ৯ এবং ১০(২)(গ) তে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা বলতে কী বোঝানো হয়েছে সেটি পরিষ্কার নয় তাই এখানে এই ধারায় একটি ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

১০। উপাত্তধারীর নিকট হইতে উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি।- (১) নিয়ন্ত্রকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপাত্তধারীর নিকট হইতে উপাত্ত সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিয়বর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপাত্ত সংগ্রহ করা যাইবে, যথা:-

(ক) সরকারি রেকর্পত্রে সংরক্ষিত উপাত্ত;
(খ) উপাত্তধারী কর্তৃক স্বউদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্তকৃত কোনো উপাত্ত, অথবা উপাত্তধারী কর্তৃক অন্য কোনো অনুমোদিত উৎস হইতে উপান্ত সংগ্রহের জন্য সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে এমন উপাত্ত;
(গ) ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুপ্ন হইবে না এইরূপ শর্তে অন্য কোনো উৎস হইতে সংগৃহীত উপাত্ত;

(ঘ) যেক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষা বা কোনো অপরাধ প্রতিরোধ, শনাক্ত ও তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় হয় এইরূপ উপাত্ত।

ধারা ১০

ধারা ১০ এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এই ধারাটি কিভাবে কার্যকর হবে তা বুঝতে হলে বিধি প্রণয়ন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ধারা ১০(২)(ক) তে সরকারি রেকর্ড পত্রের সংরক্ষিত ব্যক্তিগত তথ্য সমূহ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০নং আইন) এর ধারা ৭ এর বিধানসমূহ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে বলা হয়েছে যে কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। অন্যথায় উক্ত আইনের সাথে আলোচ্য খসড়ার সাথে এই ধারার বিধানের সাথে একটি সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়
সংবেদনশীল উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ

১১। সংবেদনশীল উপাত্ত।- (১) ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো নিয়ন্ত্রক, নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রতিপালনক্রমে, উপাত্তধারীর কোনো সংবেদনশীল উপাত্ত প্রক্রিয়া করিতে পারিবে, যথা:
(ক) উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবার জন্য উপাত্তধারীর সুনির্দিষ্ট সম্মতি গ্রহণ;
(খ) নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পরিপালনীয় কার্যের ধারাবাহিকতায় (Connection) কোনো আইন দ্বারা প্রদত্ত বা অর্পিত অধিকার বা বাধ্যবাধকতার অধীন কার্য-সম্পাদন;
(গ) উপাত্তধারীর স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষেত্রে, যদি কোনো কারণে উপাত্তধারী কর্তৃক সম্মতি প্রদান করা সম্ভব না হয় বা যুক্তিসগত কোনো কারণে নিয়ন্ত্রক তীহার সম্মতি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হন;
(ঘ) অন্য কোনো ব্যক্তির স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষেত্রে, যদি উপাত্তধারী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি অযৌক্তিকভাবে সম্মতি প্রত্যাহার করেন;

(৬) চিকিৎসাকর্মী কর্তৃক চিকিৎসার দায়িত্ব পালন, এবং উপাত্তধারীর জীবন বা স্বাস্হ্য ঝুঁকির সহিত সম্পর্কিত জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে;
(চ) কোনো আইনগত কার্যধারার সহিত সম্পৃক্ত কোনো বিষয়;
(ছ) কোনো আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা বা কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারায় আত্মরক্ষার (Defence) জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে;
(জ) কোনো আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে;
(ঝ) কোনো আইনের অধীন কোনো ব্যক্তির উপর অর্পিত কোনো কার্ষ-সম্পাদনের ক্ষেত্রে।
(২) উপাত্তধারী স্বেচ্ছায় কোনো উপাত্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেন।

ধারা ১১

ধারা ১১-তে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করার জন্য সুনির্দিষ্ট সম্মতি অবশ্যই লিখিত হওয়া কাঙ্খিত। খসড়ার ধারা ১১(২) এর বিধানটি অর্থ্যাত "উপাত্তধারী স্বেচ্ছায় কোনো উপাত্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেন।"- বাংলাদেশের বাস্তবতায় যেখানে জনসাধারণের কারিগরি জ্ঞাণ এবং ব্যক্তিগত তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন সম্পর্কে সচেতনতার ব্যাপক অভাব রয়েছে পূনঃবিবেচনার দাবী রাখে

যেহেতু এই ধারাতে "বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে" এরকম কোন কিছু লেখা নেই সেহেতু ভবিষ্যতে আইন প্রয়োগের সময় বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এই ধারাতে কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এক্ষেত্রে ইউরোপের The General Data Protection Regulation -এ সম্মতির যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়
শিশু-সম্পর্কিত উপাত্ত

১২। শিশু-সম্পর্কিত উপাত্ত।- (১) কোনো শিশুর পিতা-মাতা, অভিভাবক বা শিশুর পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির পূর্ব সম্মতি অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত গবেষণা বা পরিসংখ্যান গ্রহণের প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুর উপাত্ত সংগ্রহ বা প্রক্রিয়া করিতে পারিবে না।

(২) নিয়ন্ত্রক, শিশুর অধিকার ও স্বার্থ যাহাতে সুরক্ষিত থাকে বা ক্ষুণ্ন না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিশুর উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবে।

(৩) শিশুর উপাত্ত প্রক্রিয়া করা, শিশুর বয়স যাচাই-পদ্ধতি, পিতা-মাতা বা অভিভাবক কর্তৃক সম্মতি প্রদান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,

(ক) "শিশু" অর্থ অনূর্ধ ১৮ (আঠার) বৎসর বয়সের যেকোনো ব্যক্তি;

(খ) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি" অর্থ কোনো শিশুর ক্ষেত্রে, অর্থ আদালত কর্তৃক উপাত্তধারী শিশুর উপাত্তে প্রবেশের এবং উহা সংশোধনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো অভিভাবক বা ব্যক্তি।

ধারা ১২

ধারা ১২তে শিশুর সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্যের ক্ষেত্রে অভিভাবক হিসেবে আইনগত অভিভাবক শব্দটি যোগ করা কাঙ্খিত। যেহেতু শিশুর ব্যক্তিগত তথ্য খুবই সংবেদনশীল তাই এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত গবেষণা বা পরিসংখ্যান সংগ্রহের প্রয়োজন ব্যতিরেকে এই অংশটুকু এই ধারাতে অন্তর্ভুক্ত করা কাঙ্ক্ষিত নয়। আমরা মনে করি যে, বাংলাদেশের প্রক্ষাপটে যেখানে গবেষণাতে সবসময় গবেষণা সম্পর্কীত নৈতিকতার সকল নিয়মকানুন এবং আন্তর্জাতিক মানসমূহ সব সময় অনুসরণ করা যায় না, তাই এক্ষেত্রেও শিশুর পিতা-মাতা, অভিভাবক বা শিশুর পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির ইউরোপের The General Data Protection Regulation -এর আলোকে পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

ধারা ১২(৩) ব্যাখ্যা (খ) অর্থ আদালত শব্দটির ক্ষেত্রে 'অর্থ' শব্দটি কোন বিভ্রান্তিকর অর্থ প্রকাশ করছে। এছাড়া এখানে বর্ণিত বিধানটিও কোন পরিষ্কার অর্থ বহন করে না, তাই এটি পুনঃবিবেচনার দাবী রাখে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপাত্তধারীর অধিকার

১৩। উপাত্তে প্রবেশাধিকার।- (১) নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত সম্পর্কে নিয়ন্ত্রকের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় উপাত্ত পাওয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট উপাত্তে প্রবেশাধিকারের বিষয়ে উক্ত উপাত্ত-সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীর অধিকার থাকিবে।

(২) উপাত্তধারী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, লিখিতভাবে, এতৎসংক্রান্ত উপাত্ত প্রাপ্তির জন্য নিয়ন্ত্রককে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, নিয়ন্ত্রক সুস্পষ্ঠভাবে অনুরোধকৃত প্রয়োজনীয় উপাত্ত উপাত্তধারীকে প্রদান করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন উপাত্ত পাওয়ার অধিকার পৃথকভাবে একটি একক অনুরোধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) যদি কোনো নিয়ন্ত্রক কোনো উপাত্ত ধারণ না করেন, কিন্তু এমনভাবে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন যাহাতে উক্ত উপাত্তধারণকারী নিয়ন্ত্রক উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রতিপালনে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বাধাগ্রস্ত হন, তাহা হইলে উক্ত উপাত্ত প্রথমোক্ত নিয়ন্ত্রকের আওতাধীনে ধারণকৃত উপাত্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত উপাত্ত ধারণের আইনগত দায়ভার তাহার উপরও প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক বিধানাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, এই অধিকার সমূহ এই ধরণের আইনের প্রাণ বলে বিবেচিত 'নীতিসমূহের' সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ কারণে একজন ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিভাবে জানবেন এসব অধিকার সম্পর্কে সে বিষয়ে পরিষ্কার বিধান যুক্ত করা দরকার।

ধারা ১৩

ধারা ১৩(২) এর অধীনে যখন বিধি করা হবে তখন ব্যক্তিগত তথ্য প্রাপ্তির জন্য নিয়ন্ত্রক দ্বারা অনুরোধকৃত প্রয়োজনীয় উপাত্ত অধিকারী ব্যক্তিকে প্রদানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে দেওয়া এবং নির্ধারিত ফি-এর পরিমাণ যৌক্তিক হওয়া কাঙ্খিত।

১৪। সংশোধনের অধিকার, ইত্যাদি।- (১) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যের আলোকে অশুদ্ধ বা বিভ্রান্তিকর উপাত্ত সংশোধন, অসম্পূর্ণ উপাত্ত সম্পূর্ণকরণ, এবং নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রক্রিয়াকরণের জন্য রক্ষিত উপাত্ত হালনাগাদকৃত অবস্থায় না থাকিলে প্রমাণকসহ উহা সংশোধন, সম্পূর্ণকরণ বা হালনাগাদ করিতে উপাত্তধারীর অধিকার থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রক যদি উক্তরূপে অনুরোধকৃত উপাত্ত সংশোধন, সম্পূর্ণকরণ বা হালনাগাদ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে তিনি উপাত্তধারীকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্তরূপ অসম্মতি জ্ঞাপনের যৌক্তিক কারণ লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন নিয়ন্ত্রকের প্রদত্ত যৌক্তিকতায় (Justification) উপাত্তধারী সন্তুষ্ট না হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি নিয়ন্ত্রককে সংশ্লিষ্ট উপাত্ত বিরোধপূর্ণ উপাত্ত বলিয়া চিহ্নিত করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন।
(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রক যদি কোনো উপাত্ত সংশোধন বা সম্পূর্ণ বা হালনাগাদ করেন, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কে উপাত্তধারী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন উপাত্ত সংশোধন, সম্পূর্ণকরণ বা হালনাগাদ করিবার জন্য অনুরোধপত্র দাখিল ও উহা নিষ্পন্নের পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রক কর্তৃক উপাত্ত সংশোধন, সম্পূর্ণকরণ, হালনাগাদকরণ এবং অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ধারা ১৪

ধারা ১৪ এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রক যদি উক্তরূপে অনুরোধকৃত বিধান সংশোধন সম্পূর্ণকরণ বা হালনাগাদ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন তাহলে অসম্মতি জ্ঞাপনের যৌক্তিক কারণ লিখিতভাবে কত দিনের মধ্যে এবং কিভাবে অবহিত করবেন তা সুনির্দিষ্ট সময় বলে দেওয়া কাঙ্খিত।

একইভাবে উপ-ধারা (৪) এ ও একটি সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে দেওয়া কাঙ্খিত।

১৫। সম্মতি প্রত্যাহার।- (১) উপাত্তধারী, লিখিত আবেদন দ্বারা, উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবার জন্য তৎকর্তৃক প্রদত্ত সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, নিয়ন্ত্রক উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ হইতে বিরত থাকিবেন।
(৩) উপাত্তধারী কর্তৃক এই ধারার অধীন অর্পিত অধিকার প্রয়োগে ব্যর্থতা এই আইনের অধীন প্রদত্ত তাহার অন্য কোনো অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

ধারা ১৫

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। যেহেতু এই ধারায় বিধির বিষয়টি উল্লেখ নাই, তাই ধারণা করা যায় যে, এটি একটি সম্পূর্ণ বিধান। তবে, এই খসড়ার ধারা ২০ এর বিধান আমলে নিলে ভবিষ্যতে যখন বিধি করা হবে তখন এই ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান করার সুযোগ রয়েছে। তাই ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিভাবে তার এই অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবেন সে বিষয়ে বিধান এখানে অন্তর্ভূক্ত করা দরকার। এছাড়া নিয়ন্ত্রক যে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ থেকে বিরত থাকবেন সে সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিভাবে জানবেন, নিয়ন্ত্রককে কতোদিনের মধ্যে বিরত থাকার উদ্যোগ নিতে হবে, আর নিয়ন্ত্রক কিভাবে তাকে জানাবেন সে বিষয়ে বিধান এখানে অন্তর্ভূক্ত করা দরকার।

১৬| উপাত্ত বহনযোগ্যতার (portability) অধিকার।- (১) উপাত্তধারীর, সাধারণভাবে ব্যবহৃতরূপে, সুবিন্যস্ত আকারে বা মেশিন রিডেবল ফরম্যাটে, নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে, যথা:
(ক) নিয়ন্ত্রককে প্রদত্ত তাহার কোনো উপাত্ত;
(খ) প্রফাইলের অংশ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত তাহার কোনো উপাত্ত;
(গ) নিয়ন্ত্রক কর্তৃক অন্য কোনোভাবে সংগৃহীত উপাত্তধারী সম্পর্কিত কোনো উপাত্ত;
(ঘ) নিয়ন্ত্রক কর্তৃক অন্য কোনো নিয়ন্ত্রকের নিকট হস্তান্তরকৃত উপাত্তধারী সম্পর্কিত কোনো উপাত্ত।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান অজ্ঞাতনামারুপে প্রক্রিয়াকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ১৬
যেহেতু এই ধারায় বিধির বিষয়টি উল্লেখ নাই, তাই ধারণা করা যায় যে, এটি একটি সম্পূর্ণ বিধান। তবে, এই খসড়ার ধারা ২০ এর বিধান আমলে নিলে ভবিষ্যতে যখন বিধি করা হবে তখন এই ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান করার সুযোগ রয়েছে। ধারা ১৬-তে "সুবিন্যাস্ত আকারে বা মেশিন রিডেবল ফরমেটে" এই অংশটুকু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাবি রাখে। কেননা যেহেতু এই আইন সবার ক্ষেত্রে একই ভবে কার্যকর হবে সেহেতু এই বিষয়টি বাংলাদেশের মতো একটি দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে প্রত্যেকের এই সক্ষমতা আছে কিনা সেই বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে।

ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিভাবে তার এই অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবেন সে বিষয়ে বিধান এখানে অন্তর্ভূক্ত করা দরকার। এছাড়া নিয়ন্ত্রক যে বহনযোগ্য ব্যক্তিগত তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দিবেন সে সম্পর্কে তিনি কিভাবে জানবেন, নিয়ন্ত্রককে কতোদিনের মধ্যে তা প্রদান করতে হবে, আর নিয়ন্ত্রক কিভাবে তাকে জানাবেন সে বিষয়ে বিধান এখানে অন্তর্ভূক্ত করা দরকার।

উপ-ধারা (২)-এ বলা হয়েছে যে, অজ্ঞাতনামারুপে প্রকাশিত তথ্যের ক্ষেত্রেও উপ-ধারা (১) এর বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য হইবে। এই বিধানটি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে কেননা আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি যে, বেনামে যে যত প্রক্রিয়া করা হয় যা দ্বারা কোনোভাবেই কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির এসব শনাক্ত করা যায় না সেখানে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের বিধানগুলো কার্যকরী হয় না। কিন্তু যেই ব্যক্তিগত তথ্য ছদ্মনামে প্রক্রিয়া করা হয় এবং সেখানে অন্য কিছু তথ্য ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি কে শনাক্ত করা যায় সেখানে উক্ত আইনের বিধান সমূহ কার্যকরী হয় এবং এটাই বিশ্ব বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠিত চর্চা।

১৭। বিদেশি উপাত্তধারীর অধিকার।- বাংলাদেশে বসবাস বা অবস্থানরত কোনো বিদেশি ব্যক্তির সংগৃহীত উপাত্ত সম্পর্কে তাহার অধিকার থাকিবে।

ধারা ১৭

ধারা ১৭ তে বাংলাদেশে অবস্থানরত কোন বিদেশী ব্যক্তির সংগৃহীত তথ্যের ক্ষেত্রে তাহার অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেটি সে অধিকারগুলো কেমন অধিকার তাহা সুস্পষ্ট করে দিলে ভালো হয় অর্থাৎ অধিকারগুলো কি একজন নাগরিকের মতো একই রকম হবে নাকি কম বা বেশি হবে। এছাড়া এখানে কোন শর্ত থাকবে কিনা- সে ব্যাপারে লিখিত থাকলে ভালো।

১৮। উপাত্ত মুছিয়া ফেলিবার অধিকার।- (১) নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে কোনো উপাত্তধারীর যথা:-
(ক) যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ বা প্রক্রিয়া করা হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে;
(খ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপাত্তধারী তৎকর্তৃক প্রদত্ত সম্মতি প্রত্যাহার করিলে;
(গ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে উপাত্তধারী কর্তৃক এই আইনের অন্যান্য ধারার বিধান সাপেক্ষে আপত্তি উত্থাপিত হইলে;
(ঘ) কর্তৃত্ব বহির্ভুতভাবে উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হইলে;
(ঙ)কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতার আওতায় উপাত্ত মুছিয়া ফেলা আবশ্যক হইলে;
(চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো কারণ উপজাত হইলে।
(২) যেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক কর্তৃক কোনো উপাত্ত সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ (Public) করা হয় এবং উহা যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন মুছিয়া ফেলিবার অনুরোধ করা হয়, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রক উক্ত উপাত্ত মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
(৩) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হইলে, পূর্বোক্ত উপ-ধারাসমূহের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-
কে) উপাত্ত ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ;
খে) আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনার্থ বা জনস্বার্থে কোনো কার্য-সম্পাদন;
গে) জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক স্বার্থ রক্ষা;
ঘে) জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও এতিহাসিক গবেষণা বা পরিসংখ্যান আর্কাইভে সংরক্ষণ; যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অধিকার প্রয়োগ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

ধারা ১৮

ধারা ১৮ তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেটি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। তবে, বাংলাদেশের মতো একটি দেশের আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এটি কতটুকু কার্যকর হবে বা করা যাবে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। তারপরেও এই ধারাটির বিধান অন্তর্ভুক্ত করলে সেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় যোগ করে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া যেসব প্রতিষ্ঠান দেশের বাহির থেকে পরিচালিত হয় সেসব প্রতিষ্ঠানের কাছে একজন ব্যক্তি কিভাবে তার এই অনুরোধ করিবে সে ব্যাপারটিও বিবেচনার দাবি রাখে। সাথে সাথে এটি কতটুকু সম্ভব হইবে সে ব্যাপারটিও বিবেচনায় নিতে হবে।

১৯। উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ নিবৃত্ত (Prevent) করিবার অধিকার।- (১) যদি কোনো কারণে উপাত্তধারীর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তৎসম্পর্কিত কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হইলে তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভবনা রহিয়াছে বা তিনি বাস্তবিক অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাহা হইলে উক্ত উপাত্তধারী, লিখিত আবেদন দ্বারা, নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারীকে তাহার উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির পর, নিয়ন্ত্রক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপাত্তধারীকে অবহিত করিয়া উক্তরুপ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্য বন্ধ রাখিবে, এবং একান্তই যদি উক্ত কার্য বন্ধ করা না যায়, তাহা হইলে বিষয়টি সম্পর্কে, যৌক্তিক কারণসহ, মহাপরিচালক ও উপাত্তধারীকে অবহিত করিবে।
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অবহিত হইবার পর মহাপরিচালক যদি সন্তুষ্ট হন যে, এই ধারার অধীন উপাত্তধারী যৌক্তিকভাবে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করিবার জন্য নিয়ন্ত্রককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা ১৯

ধারা ১৯(২) এ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ নিভৃত প্রনের অনুরোধ পাওয়ার পরেও তা করা সম্ভব না হলে "যৌক্তিক কারন" সহ তা মহাপরিচালক উপাত্ত ধারীকে অবহিত করার কথা বলা হয়েছে। এখানে “যোক্তিক কারন” বলতে কী বোঝায় তার কোনো উদাহরণ ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সাথে সাথে কোন নির্দিষ্ট ধরনের তথ্য প্রক্রিয়াকরণকে অন্তর্ভুক্ত না করে সাধারণভাবে সব ধরনের তথ্য প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মহাপরিচালককে জানানোর ব্যাপারটি শুধুমাত্র অসম্ভবই নয়, আইনের এই বিধানটি যথাযথভাবে প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করবে। উপ-ধারা (৩) মোতাবেক মহাপরিচালকের সিদ্ধান্তক্রমে আবার যদি উক্ত কাজ করতে হয় তাহলে তা শুধুমাত্র প্রশাসনিক জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রতারই কারণ ঘটাবে।

২০। অধিকার প্রয়োগের সাধারণ শর্তাদি।- (১) নিয়ন্ত্রক বরাবরে প্রেরিত লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে এই অধ্যায়ের বিধানের অধীন অধিকার প্রয়োগ করা যাইবে এবং উহাতে অনুরোধকারী উপাত্তধারীকে শনাক্ত করিবার জন্য পর্যাপ্ত উপাত্ত প্রমাণ থাকিতে হইবে, এবং উক্তরুপে কোনো অনুরোধ প্রাপ্তির পর নিয়ন্ত্রক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।
(২) উপাত্তধারী কর্তৃক এই অধ্যায়ে বর্ণিত অধিকার প্রয়োগ, উক্তরুপ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রতিপালনীয় কার্য-পদ্ধতি ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক অনুরোধ প্রত্যাখ্যান এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ধারা ২০

ধারা ২০ এ অধিকার প্রয়োগের অনুরোধ প্রাপ্তির পরে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। এখানে সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আশা করা যায় যে, যখন বিধি তৈরী করা হবে তখন এই বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হবে।

সপ্তম অধ্যায়
জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা

২১। জবাবদিহিতা।- নিয়ন্ত্রক তৎকর্তৃক উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন ও বিধির অধীন সকল বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্য-পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবেন।

ধারা ২১

অন্যান্য দেশের এ সংক্রান্ত আইনসমূহের বিধান বিবেচনায় নিলে এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিধানসমূহ আলোচ্য খসড়ার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত 'ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার নীতিসমূহের' সাথে বা দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরে অন্তর্ভূক্ত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

আলোচ্য খসড়াটির এই অংশে নিয়ন্ত্রকদের উপর অত্যধিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যা অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে বাংলাদেশের মতো একটি দেশের আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে অধিকাংশ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খুবই ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের তাদের পক্ষে এই বিধানসমূহ পালন করা আদৌ সম্ভব কিনা তা বিবেচনার দাবি রাখে। অন্তত, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় যখন অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোভিড-১৯ মহামারী কারণে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ধুঁকছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এই আইন বলবৎ হওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ কিছু শ্রেণীর নিয়ন্ত্রককে প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যারা অধিক পরিমাণে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করে এবং যাদের অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সক্ষমতা আছে যেমনঃ ব্যাংক, বীমা, হাসপাতাল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সেবাখাত-টেলিকমিউনিকেশন, ইত্যাদি।

তবে এ ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণে রাখা দরকার যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো যখন এই আইনের অধীনে তাদের দায়িত্বসমূহ পালন করতে যাবে তখন তাদের অবশ্যম্ভাবীভাবেই নতুন করে অনেক খরচের উদ্ভব হবে যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অতীত ইতিহাস বিবেচনায় নিলে বিলা যায় যে, সেই নতুনভাবে উদ্ভূত খরচ তারা সাধারণ জনগণের কাছ থেকেই আদায় করে নিবে। আমাদের বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটি খুবই সাধারন ঘটনা যে, সরকার যখনই কোনো একটি আইন বলবৎ করতে যায় তখনই তা জনগণের উপর বোঝা হিসেবে দাঁড় করানো হয়। এর ফলে এই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে, কেননা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, এই বাড়তি খরচের বিষয়টি সাধারণ জনগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করবে না, সেকারণে সরকার এই দিকটি বিবেচনা করে নিয়ন্ত্রকদের জন্য কিছুটা সুযোগসুবিধার কথা, যেমনঃ কিছুটা কর ছাড় চিন্তা করতে পারে।

২২| স্বচ্ছতা |- (১) নিয়ন্ত্রক স্বচ্ছভাবে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সকল রীতি-নীতি প্রয়োগের যুক্তিসংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, এবং তিনি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবেন, যথা:-
(ক) সাধারণভাবে সংগৃহীত উপাত্তের শ্রেণি ও উহার সংগ্রহ পদ্ধতি;
(খ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সাধারণ উদ্দেশ্য;
(গে) বিশেষ পরিস্থিতিতে বা উদ্দেশ্যে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে যে যে শ্রেণির উপাত্তের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ঝুঁকির সৃষ্টি হইতে পারে সেই শ্রেণির উপাত্তের বিবরণ;
(ঘ) উপাত্তধারী কর্তৃক অধিকার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং তৎসংক্রান্ত যোগাযোগের বিবরণ;
(ঙ) উপাত্তধারী কর্তৃক অধিকার প্রয়োগ বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত বিবরণ;
(চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃক অন্য কোনো স্থানে উপাত্ত স্থানান্তর;
(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো উপাত্ত।
(২) কোনো উপাত্তধারীর উপাত্ত-প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ কার্ষ-সম্পাদনের ক্ষেত্রে, নিয়ন্ত্রক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীকে অবহিত করিবে।

ধারা ২২

একই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করা যাবে ধারা ২২ এর বিধানটি পর্যালোচনা করলে এখানেও নিয়ন্ত্রক এর উপর অনেকগুলো দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশ্বের বড় বড় দেশ সমূহে যেখানে এই আইনটি গত প্রায় পাঁচ দশক ধরে বলবৎ আছে সেখানেও এই ব্যাপার গুলো সব ধরনের নিয়ন্ত্রকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই বলা যায় যে, এই বিধানগুলো অসাধারণ কিন্তু এগুলো কিভাবে বলবৎ করা যাবে বা কতোটুকু কার্যকর হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

২৩। উপাত্ত প্রকাশে সীমাবদ্ধতা।- এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, উপাত্তধারীর সম্মতি ব্যতিরেকে, যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো উপাত্ত প্রকাশ করা যাইবে না।

ধারা ২৩

ধারা ২৩ এ বর্ণিত বিধানটির অন্তর্ভূক্তি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

২৪। উপাত্তের নিরাপত্তা বিধানের মানদন্ড।- (১) উপাত্তের ক্ষতি, অপব্যবহার, সংশোধন, দুর্ঘটনাবশত বা অননুমোদিত প্রবেশ, পরিবর্তন বা বিনষ্ট হইতে সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার বিধি দ্বারা মানদণ্ড (standard) নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে, নিয়ন্ত্রক নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে তদবিবেচনায় প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:-

(ক) উপাত্তের ধরন, এবং উপাত্ত মুছিয়া যাওয়া, উপাত্তের অপব্যবহার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিনষ্ট বা উপান্তে অননুমোদিত প্রবেশ বা উহা প্রকাশের ফলে উদ্‌ভূত ক্ষতি;
(খ) যে যে কারণে উপাত্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে উহার কারণ;
(গ) উপাত্ত মজুতের স্থান বা এলাকা;
(ঘ) উপাত্তে প্রবেশের অধিকার রহিয়াছে এমন ব্যক্তিবর্গের বিশ্বস্ততা, সততা ও সক্ষমতা নিশ্চিতে গৃহীত ব্যবস্থাদি;
(ঙ) উপাত্ত সংরক্ষণের স্থানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি;
(চ) উপান্তের নিরাপদ স্থানান্তরে গৃহীত ব্যবস্থাদি।

(৩) নিয়ন্ত্রকের পক্ষে প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্যাদি সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক নিশ্চিত করিবে যে, প্রক্রিয়াকারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তার মানদণ্ড অনুসরণ করিয়া উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কার্ষ-সম্পাদন করিয়াছে।

(৪) প্রক্রিয়াকারী উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তার মানদন্ডের যথাযথ অনুসরণের জন্য পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।

ধারা ২৪

ধারা ২৪ এ উপাত্তের নিরাপত্তা বিধানের যেই মানদণ্ডের কথা বলা হয়েছে সেটি যেন ন্যূনতম হয় এমন একটি বিধান যোগ করা অত্যাবশ্যক, অর্থ্যাত নিয়ন্ত্রকরা চাইলে মানদণ্ডের চাইতে উচ্চতর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। কেননা প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে সরকার যেই মানদণ্ড নির্ধারণ করবে তাহা কিছুদিন পরেই আর যথাযথ নাও থাকতে পারে তাই এই সম্পর্কিত বিধান এখানে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

উপ-ধারা (২) এ নিয়ন্ত্রকের উপর অনেক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যা সূচারুভাবে পালন করা অসম্ভব এবং এর ফলে দেশীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখিন হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং বিদেশি এবং বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যাদের কারিগরি এবং আর্থিক ক্ষমতা আছে কেবল মাত্র তারাই ভালোভাবে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে।

২৫। উপাত্ত ধারণের (retention) শর্তাদি।- (১) যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করিবার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদের অতিরিক্ত মেয়াদে কোনো উপাত্ত সংরক্ষণ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মেয়াদ অতিক্রান্তের পর সকল উপাত্ত স্থায়ীভাবে বিনষ্ট করিবার দায়িত্ব নিয়ন্ত্রকের উপর ন্যস্ত থাকিবে!

ধারা ২৫

ধারা ২৫-এ ব্যক্তিগত তথ্যের প্রয়োজন ফুরানোর পরে তা মুছে স্থায়ীভাবে বিনষ্ট করার দায়িত্ব নিয়ন্ত্রকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, সেটা কিভাবে করা হবে এবং তা ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত একজন ব্যক্তি কিভাবে জানতে পারবেন যে তা করা হয়েছে, সে মর্মে এই সম্পর্কিত একটি বিধান এখানে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

২৬। উপাত্তের শুদ্ধতা (Integrity) ও উপাত্ত প্রবেশের অধিকার।- (১) নিয়ন্ত্রক নিশ্চিত করিবে যে, যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যের নিরিখে উহা নির্ভুলভাবে, সম্পূর্ণরূপে এবং হালনাগাদকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

(২) নিয়ন্ত্রক তৎকর্তৃক সংরক্ষিত সকল উপাত্ত-সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীকে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করিবে; এবং এই আইনের অধীন উপাত্তে প্রবেশ বা, ক্ষেত্রমত, সংশোধনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত, ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিপূর্ণ বা হালনাগাদ নয় এমন উপাত্ত সংশোধন করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন।

ধারা ২৬

ধারা ২৬(১)- এ একটি অসাধারণ এবং অতি উৎসাহি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, নিয়ন্ত্রক নিশ্চিত করবে যে, যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ বা প্রক্রিয়া করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যের নিরিখে উহা নির্ভুলভাবে, সম্পূর্ণরূপে এবং হালনাগাদকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হইয়াছে। প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের মতো একটি দেশের ক্ষেত্রে যেখানে সরকার সবচাইতে বড় ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহকারী এবং নিয়ন্ত্রক, এবং সরকার যেখানে একটি জাতীয় পরিচয় পত্র ব্যবস্থা ঠিক করতে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে একজন ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসা কিভাবে এই বিধানটি যথাযথভাবে পালন করতে পারবে। তাই এই বিষয়টি পূনঃবিবেচনার দাবী রাখে।

এছাড়া ধারা ২৬(২) তে নিদৃষ্ট সময় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার যে, কতোদিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

২৭। রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ|- (১) নিয়ন্ত্রক তৎকর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত-সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র (যেমন- আবেদনপত্র, অনুরোধপত্র, নোটিশ, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ-সম্পর্কিত তথ্য, ইত্যাদি) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সকল রেকর্ডপত্র, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে, সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ধারা ২৭

এই বিধানটি ও পালন করতে হলে নিয়ন্ত্রককে বাড়তি খরচের বোঝা বহন করতে হবে, যা পরিশেষে সাধারণ মানুষের ঘাড়েই এসে পড়বে।

২৮। উপাত্তের গোপনীয়তা লঙ্ঘন (Data Breach) সম্পর্কিত নোটিশ প্রদান সংক্রান্ত বিধান।– (০১) উপাত্তের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, নিয়ন্ত্রক উক্তরুপ লঙ্ঘনের বিষয়ে অবগত হইবার পর, অনতিবিলম্বে, মহাপরিচালককে উক্ত উপাত্ত-লঙ্ঘন সম্পর্কে নোটিশ দ্বারা অবহিত করিবেন।
(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নোটিশে বিধি দ্বারা নির্ধারিত সকল উপাত্ত প্রদান করিতে হইবে।
(৩) নিয়ন্ত্রক উক্তরুপ উপাত্ত-লঙ্ঘন সংক্রান্ত সকল উপাত্ত ও ঘটনা, উহার প্রভাব এবং উহা প্রতিকারে গৃহীত ব্যবস্থাদি-সংক্রান্ত সকল রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে প্রক্রিয়াকারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

ধারা ২৮

ধারা ২৮এ উপাত্তের গোপনীয়তা লঙ্ঘন (data breach) বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি অসম্ভব ভালো একটি বিধান, যা বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ ও মাত্রই ইদানিং তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের মধ্যে এ সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো একটি দেশ যেখানে এই আইনটি নতুনভাবে প্রচলন করা হচ্ছে সেখানে এই বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করা সাধুবাদ পাওয়ার মতো ব্যাপার হলেও, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অন্য কিছু বিধানের মত এই বিধানটি ও একটি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী চিন্তার ফসল যা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব দূরহ হবে। অন্তত, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় যখন অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোভিড-১৯ মহামারী কারণে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ধুঁকছে।

ভাষাগত দিক থেকেও এই বিষয়টি একটু বিভ্রান্তিকর। প্রথমত গোপনীয়তা লঙ্ঘন (data breach) ধারাটি শিরোনাম হলেও আলোচ্য খসড়ার ২ ধারায় data breach বলতে উপাত্তের চুত্যি বলা হয়েছে। আবার যদি বাংলা শব্দগুলো ধরা হয় সেগুলো ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন এর সাথে সম্পর্কযুক্ত যাকে ইংরেজিতে বলা যায় breach of data privacy। এই সম্পর্কে বিভ্রান্তি আরো বাড়ে ধারাটির বিধানটি পর্যালোচনা করলে যেখানে বলা হয়েছে একজন নিয়ন্ত্রক গোপনীয়তা

লঙ্ঘনের বিষয়টি জানার "অনতিবিলম্বে", মহাপরিচালককে উক্ত লংঘন সম্পর্কে নোটিশ দ্বারা অবহিত করবেন। এখন ব্যাপারটা কি এরকম যে নিয়ন্ত্রকের অধীনে কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য কোনভাবে লংঘন করেছেন এবং তারপর নিয়ন্ত্রক জানতে পেরে "অনতিবিলম্বে" তা মহাপরিচালককে জানাবেন। আর যদি ধারা ২ এ বর্ণিত সংজ্ঞার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়, তাহলে ও একটি অর্থ দাঁড়ায় যেখানে কোন দুর্ঘটনাবশত বা বেআইনি ভাবে বা অননুমোদিতভাবে কোন ফাইল সিস্টেমে অনুপ্রবেশের পরে সেখানে সঞ্চারিত, মজুদকৃত বা অন্য কোনোভাবে প্রক্রিয়াকৃত ব্যক্তিগত তথ্য বিনষ্ট, ক্ষতি, বা পরিবর্তন করে তাহলে অনতিবিলম্বে মহাপরিচালককে অবহিত করবেন।

ঢালাওভাবে এ ধরনের একটি বিধান করা সময়োচিত মনে হচ্ছে না। কেননা একজন নিয়ন্ত্রকের অধীনে ৫ জন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য থাকতে পারে আবার পাঁচ লক্ষ ব্যক্তির তথ্য থাকতে পারে। এখন সবাইকেই যদি এই ধরনের কোন ঘটনা ক্ষেত্রে মহাপরিচালককে অবহিত করতে হয় তাহলে মহাপরিচালকের পক্ষে কোন ধরনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করাই অসম্ভব হবে, যেহেতু অবৈধভাবে কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশের ঘটনা খুবই সাধারণ ঘটনা এবং নানা ভাবেই এই চুত্যি ঘটতে পারে।

একই ধারায় “অনতিবিলম্বে” বলতে কতদিন বোঝানো হয়েছে সেই বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময় বলে দেওয়া আছে। অষ্ট্রেলিয়াতে The Privacy Amendment (Notifiable Data Breaches) to Australia’s Privacy Act, 2018 আইনটি ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কার্যকর হয়েছে যেখানে ৩ মিলিয়ন অষ্ট্রেলিয়ান ডলারের বার্ষিক টার্নওভারসহ সংস্থাগুলিকে তাদের ডেটা লঙ্ঘন আবিষ্কারের ৩০ দিনের মধ্যে এ সম্পর্কীত তথ্য প্রকাশের কথা বলা হয়েছে যদি তা "গুরুতর ক্ষতির প্রকৃত হুমকি" তৈরি করে অন্যথায় সেখানে ১.৮ মিলিয়ন অষ্ট্রেলিয়ান ডলারে (প্রায় ১.১ মিলিয়ন ইউরো) পর্যন্ত জরিমানার সম্মুখীন হতে হবে। মিশরের আইনে এই সময় ৭২ ঘন্টা, কিন্তু সেখানে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় জড়িত থাকলে তা ২৪ ঘন্টার মধ্যে জানানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। জাপানের আইনে ১০০০ জন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত বিচুত্যি ক্ষেত্রে তাহা নিয়ন্ত্রককে জানাতে হয়।

আবার এ ধরণের ঘটনায় মহাপরিচালককে জানানো সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিকেও বিষয়টি এবং এর সাথে কি পদক্ষপ নিতে হবে তা জানানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। বিশেষ করে যেসব ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য বেহাত হয়েছে বা বিনষ্ট হয়েছে সেসব ব্যক্তিকে এই তথ্যগুলো জানানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে করে তারা দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারেন। কারণ উক্ত ব্যক্তির কিছু তথ্য আছে যেগুলো উক্ত ব্যক্তি অন্য আরো অন্যান্য নিয়ন্ত্রকের সাথেও শেয়ার করেন। এভাবে উক্ত ব্যক্তিকে বিষয়টি জানালে তিনি কার্যকরী কিছু পদক্ষেপ নিতে পারবেন যাতে করে তিনি ভবিষ্যতে আরো বড় ধরনের ক্ষতি থেকে বেঁচে যেতে পারবেন। যদিও উপ-ধারা (৩)- এ প্রক্রিয়াকারীকে জানানোর বিষয়ে বলা হয়েছে কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত তথ্যের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানানোর বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিধানটি ও বর্তমান বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হবে কিনা তা সুবিবেচনার দাবি রাখে কেননা এই বিধান পালন করাও সবার পক্ষে অসম্ভব হবে।

২৯। উপাত্ত নিরীক্ষা ।- (১) নিয়ন্ত্রক, মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো নিরীক্ষক দ্বারা, প্রতি বৎসর উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম-নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
(২) নিরীক্ষক এই আইন ও বিধি-বিধানের অধীন প্রতিপালনীয় সকল বিষয় মূল্যায়ন করিবেন।
(৩) এই ধারার অধীন উপাত্ত নিরীক্ষার কার্য-সম্পাদন পদ্ধতি, প্রতিবেদন পেশ ও এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(৪) নিরীক্ষা কার্য-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কম্পিউটার সিস্টেম, উপাত্ত সম্পর্কিত জ্ঞান, উপাত্ত সুরক্ষা বা উপাত্তের গোপনীয়তা বিষয়ে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি সমন্বয়ে, একটি নিরীক্ষা প্যানেল প্রস্তুত করিতে পারিবেন।
(৫) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি মহাপরিচালকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, নিয়ন্ত্রক যে পদ্ধতিতে উপাত্ত প্রক্রিয়া করিতেছে উহা উপাত্তধারীর জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে, তাহা হইলে তিনিতৎকর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা কার্য-সম্পাদনের জন্য নিয়ন্ত্রককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং উক্তরূপে কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক উহা প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা ২৯

ধারা ২৯ এ মহাপরিচালককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন নিরীক্ষক দ্বারা প্রতি বৎসর উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত "সকল" কার্যক্রম নিরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। এই ব্যাপারটিও পালন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

একই ধারায় উপ-ধারা (৪)-এ তথ্যপযুক্তি কম্পিউটার সিস্টেম, উপাত্ত সম্পর্কিত জ্ঞান, উপাত্ত সুরক্ষা বা উপাত্তের গোপনীয়তা বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি নিরীক্ষা প্যানেল প্রস্তুত করতে পারার বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথমত এই ধরনের একটি প্যানেল এর পক্ষে সারাদেশের সকল নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা সম্ভব কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। তারপর এখানে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে একটি দোকানে কম্পিউটার মেরামত করেন বা কম্পিউটার অপারেটর একজন ভদ্রলোককে ও চাইলে এই নিরীক্ষা প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তাই নিরীক্ষা প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের যোগ্যতার ও অভিজ্ঞতার আরো বিশদ বর্ণনা থাকা দরকার। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এখানে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর ফলে ধারণা করা যায় যে, এর দ্বারা কেবল ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা বা নিরাপত্তার দিকটিকেই কেবল গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আইনী দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

উপ-ধারা (৫)-এ মহাপরিচালককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, যদি উনার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, নিয়ন্ত্রক যে পদ্ধতিতে উপাত্ত প্রক্রিয়া করিতেছে তা ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে তাহা হইলে তিনি তৎকর্তৃক নিযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা কার্যসম্পাদন নিয়ন্ত্রণে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এভাবে কোনো নির্দেশ প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক ও

প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবে। এখন কথা হচ্ছে মহাপরিচালকের নিকট প্রতীয়মান হবে কেন? কিসের ভিত্তিতে তিনি নির্ধারণ করবেন? যে নিয়ন্ত্রক যে কাজ করছেন তা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর ঢালাওভাবে অথবা খুবই সাধারণভাবে এই শব্দগুলো ব্যবহার না করে সবার সুবিধার্থে কিছু উদাহরণ বা ক্ষেত্র বলে দিলে ভালো হয়। যারা উদ্যোক্তা তারা অনেক অর্থ ব্যয় করে একটা কাজ শুরু করার পরে যেন মহাপরিচালকের সিদ্ধান্তের জন্য তাদের ক্ষতির মুখোমুখি না হতে হয়।

> **৩০। উপাত্ত-লঙ্ঘনে নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব/-** উপাত্তধারীর উপান্তের লঙ্ঘনে নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
> (ক) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও উহার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
> (খ) উপান্তের ধরন, ব্যপ্তি, প্রস্গ, উদ্দেশ্য, সম্ভাব্য পরিবর্তনের ঝুঁকি ও উপাত্তধারীর অধিকারের বিষয়সমূহ বিবেচনায় লইয়া সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে এই আইনের অধীন উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্য-সম্পাদন;
> (গ) উপাত্ত সুরক্ষার কার্য-সম্পাদন নীতি বা তৎসংক্রান্ত আদর্শ পরিচালন-বিধি অনুসরণ ও উহা বাস্তবায়ন;
> (ঘ) দফা (ক), খে) ও গে) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব পালন ও কার্য-সম্পাদন।

ধারা ৩০

ধারা ৩০-এ আবারো উপাত্ত লঙ্ঘনের নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব বিষয়ে বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ কারিগরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরনের কথা। কারিগরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বলতে কী ধরনের ব্যবস্থা বোঝানো হয়েছে সে ব্যাপারটি পরিষ্কার নয় কেননা বিভিন্ন ধরনের কারিগরি মান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

এই ধারার দফা (গ)-তে আদর্শ পরিচালন বিধি অনুসরণ এবং উহা বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয়েছে। পরে যেহেতু এ নিয়ে একটি ধারা ৩৮ যোগ করা হয়েছে, তাই সে ব্যাপারটি এখানে যুক্ত করে দেয়া যেতে পারে।

৩১। উপাত্ত সুরক্ষা কর্মকর্তা (Data Protection Officer)- ১। এই আইনের অধীন উপাত্ত সুরক্ষার উদ্দেশ্যে, নিয়ন্ত্রক তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন, একজন উপাত্ত সুরক্ষা কর্মকতা নিয়োগ করিবে।
(২) উপাত্ত সুরক্ষা কর্মকর্তা নিম্নরূপ কার্য-সম্পাদন করিবে, যথা:-
(ক) এই আইনের অধীন নৈতিক ও আইনগত বাধ্যকবাধকতা প্রতিপালনার্থ নিয়ন্ত্রককে পরামর্শ প্রদান;
(খ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ পরিবীক্ষণ;
(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপাত্ত সুরক্ষার প্রভাব মূল্যায়ন (data Protection Impact assessment) পদ্ধতি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রককে পরামর্শ প্রদান;
(ঘ) এই আইনে বিধৃত মূলনীতি বাস্তবায়নার্থ অভ্যন্তরীণ কার্য-সম্পাদন পদ্ধতি উন্নয়নে নিয়ন্ত্রককে পরামর্শ প্রদান;
(ঙ)এই আইনের অধীন উপাত্ত নিয়ন্ত্রকের প্রতিপালন (Compliance) বিষয়ে উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয়কে অবহিতকরণ;
(চ) নিয়ন্ত্রকের নিকট অভিযোগ উপস্থাপনের বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন;
(ছ) নিয়ন্ত্রক কর্তৃক রেকর্পত্রের তালিকা (Inventory) সংরক্ষণ;
(জ)উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উক্ত কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
(ঝ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্য-সম্পাদন।
(২) উপাত্ত সুরক্ষা কর্মকর্তা এই আইনের অধীন উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ-সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত থাকিয়া উহার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, ব্যাপ্তি ও প্রসঙ্গ বিবেচনাক্রমে তীহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করিবেন।

ধারা ৩১

ধারা ৩১ (১) এ নিয়ন্ত্রককে তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে একজন উপাত্ত সুরক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এই বিধানটি ও একটি অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিধান কেননা বাংলাদেশের মতো দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কিত যথাযথ পর্যাপ্ত মানবসম্পদ আদৌ আছে কি না সেই ব্যাপারটি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। এছাড়া এই বিধান পালন করতে গেলে যেই কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে তার জন্য উক্ত নিয়ন্ত্রককে বাড়তি টাকা খরচ করতে হবে। সেই টাকা যোগান কোথা থেকে আসবে সেই ব্যাপারটিও বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে সরকার যদি ব্যাপারটা আসলেই বুঝতে পারে তাহলে কিছু দিনের জন্য কিছু কর ছাড়ের ব্যবস্থা চিন্তা করতে পারে। এর বাহিরে উক্ত নিয়ন্ত্রকের কর্মচারীদের মধ্য থেকে কোন একজন কর্মচারী কে তার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে তথ্য সুরক্ষার দায়িত্ব গুলি পালনের জন্য বিধান সংযুক্ত করার কথা বলা যেতে পারে।

উপ-ধারা ২(ক) তে, সুরক্ষা কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীনে নৈতিক বাধ্যবাধকতাসমূহ প্রতিপালনার্থে নিয়ন্ত্রককে পরামর্শ প্রদানের অর্থ কথা বলা হয়েছে। নৈতিকতা বলতে কী বোঝায়, তার সীমা কি, কোনটি নৈতিক ও কোনটি অনৈতিক এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি- এ ব্যাপারগুলো কে নির্ধারণ করবে বা তা কি করা সম্ভব? এইসব ব্যাপারগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। তাই এই

বিধানটিও যথাযথভাবে পালন করা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় কারণ নৈতিকতা ধারণাটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি, সমাজ থেকে সমাজ, স্থান থেকে স্থান ভেদে ভিন্ন হতে পারে তাই আমাদের দেশের কোন একটি অঞ্চলে যেটিকে নৈতিক বলা হচ্ছে তা অন্য ক্ষেত্রে নাও হতে পারে, এক ধর্মে যেটিকে নৈতিক বলা হয় তা অন্য জন্য ধর্মের নাও হতে পারে, বাংলাদেশ যাকে নৈতিক বলা হচ্ছে বাংলাদেশ কাজ করা বিদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে সেটি নৈতিক নাও হতে পারে।

উপ-ধারা ২(ক) তে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর করার জন্য নিয়ন্ত্রককে পরামর্শ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এখানে "প্রযোজ্য ক্ষেত্র" বলতে কোন ক্ষেত্রগুলো তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি।

উপ-ধারা ২(ঘ) তে, এই আইনে বিধৃত মূল নীতি বাস্তবায়নার্থ অভ্যন্তরীণ কার্যসম্পাদন পদ্ধতি উন্নয়নে নিয়ন্ত্রককে পরামর্শ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। এই ব্যাপারটি কিভাবে করবে তার কোন বিস্তারিত বিবরণ নেই এবং যে কারণে এ বিধানটি ও যথাযথভাবে পালন করা অসম্ভব বলে মনে হয় এবং বিভিন্ন কোম্পানি যদি এই অংশটুকু বিভিন্নভাবে পালন করে তাহলে, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এই অংশটুকু সঠিকভাবে যাচাই করা অসম্ভব ব্যাপার।

উপ-ধারা ২(ঙ) তে, এই আইনের অধীনে ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ন্ত্রকের প্রতিপালন (Compliance) বিষয়ে সুরক্ষা কার্যালয়ে জানানোর কথা বলা হয়েছে সেখানে কত দিনের মধ্যে করতে হবে সে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই বা বিধান নেই।

উপ-ধারা ২(চ) তে, যদিও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান তারপরেও এখানে ভাষার ব্যবহার দ্বারা যা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে সেটি পরিষ্কার নয়। তাই এখানে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ নিয়ন্ত্রকের নিকট উপস্থাপন করা হলে সে বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন- এ ব্যাপারটি পরিষ্কার করে বলা দরকার।

উপ-ধারা ২(ছ) তে, এ বিষয়টি পরিষ্কার নয় রেকর্ড পত্রের যে তালিকা সংরক্ষণ করবেন সেগুলো কতদিন পর্যন্ত এবং কোন কোন রেকর্ডগুলো এই ব্যাপারগুলো অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। আশা করা যায় যে, এই বিষয়টি ও বিধিতে বিবেচনা করা হবে। এই কাজগুলো করার জন্য ও নিয়ন্ত্রককে অতিরিক্ত অর্থ তা যত সামান্যই হোক বরাদ্দ রাখতে হবে।

সবশেষে, এই ধারায় সুরক্ষা কর্মকর্তা এই আইনের অধীন ব্যক্তিগত তথ্য গুলোর প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থেকে তার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, ব্যপ্তি ও প্রসঙ্গ বিবেচনায় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সূচারুভাবে পালন করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের এই বিষয়ক মানবসম্পদের শূন্যতার কথা চিন্তা করে এই বিধানটি পালন করা আদৌ কোনো সহজ কাজ নয় । এছাড়া তিনি যদি এই দায়িত্বগুলো পালন করতে ব্যর্থ হন তাহলে তার পরিনতি কি হবে, বা উনার জবাবদিহিতা কার কাছে থাকবে তা স্পষ্ট নয়। যদিও ধারণা করা যায় যে, তা নিয়ন্ত্রকের কাছে থাকবে। তবে, এ ব্যাপারটি পরিস্কার করা দরকার।

৩২। উপাত্ত সুরক্ষার সামগ্রিক পরিকল্পনা (Design)।- নিয়ন্ত্রক-
(ক) উপাত্তধারীর ক্ষতি চিহ্নিতক্রমে উক্তরুপ ক্ষতি পরিহারকল্পে, প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-নীতি প্রতিপালনসহ কারিগরি ব্যবস্থাদির (Technical System) যথাযথ সংস্থাপনের পরিকল্পনা করিবেন;
(খ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানদন্ড অনুসরণ করিবেন;
(গ) উপাত্ত সংগ্রহ কার্য হইতে উহা মুছিয়া (Deletion) ফেলার কার্যসহ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সকল পর্যায়ে উপাত্তধারীর আইনগত স্বার্থ এবং গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন; এবং
(ঘ) স্বচ্ছতার সহিত এই আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবেন।

ধারা ৩২

ধারা ৩২ (ক) তে "উপাত্তধারীর ক্ষতি চিহ্নিতক্রমে উক্তরুপ ক্ষতি পরিহারকল্পে, প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-নীতি প্রতিপালনসহ কারিগরি ব্যবস্থাদির (Technical System) যথাযথ সংস্থাপনের পরিকল্পনা" করার কথা বলা হয়েছে। "যথাযথ" বলতে কি বুঝায় এই ব্যাপারটি পরিষ্কার নয় বা পরিষ্কার করা হয়নি।

ধারা ৩২ (খ) এর বিধানে বলা হয়েছে প্রক্রিয়াকরণে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানদন্ড অনুসরণ করতে হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আইনটি প্রণয়ন করা হলে ও তা চট করে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, কেননা আইন করার পরে নির্ধারিত মানদন্ড প্রথমে প্রস্তুত করতে হবে, তারপর সেগুলো চূড়ান্ত করে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রককে একটি সময় দিতে হবে যে সময়ে তারা নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং কারিগরি দিকসমূহ উন্নতি ঘটাবেন।

ধারা ৩২ (খ) এর বিধানে বলা হয়েছে যে, নিয়ন্ত্রক "স্বচ্ছতার সহিত" এই আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবেন। "স্বচ্ছতার সহিত" বলতে কী বোঝানো হয়েছে বা কোন কাজগুলো স্বচ্ছভাবে করা হয়েছে কোনটি করা হয়নি সেটা যাচাই করার মানদন্ড কি এ ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা বলা হয়নি আর সে কারণেই এই বিষয়টি নিয়ে ভবিষ্যতে ব্যাখ্যার প্রয়োজনে আদালত পর্যন্ত যেতে হতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়
অব্যাহতি সংক্রান্ত বিষয়াদি

৩৩। অব্যাহতি- ধারা ৩৪ এর বিধান সাপেক্ষে, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের প্রয়োগ হইতে, অব্যহতি প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) অপরাধ প্রতিরোধ বা শনাক্তকরণ বা অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে কোনো অপরাধীকে গ্রেফতার বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের অথবা আরোপযোগ্য বা আরোপিত শুল্ক কর, ডিউটি বা সমধর্মী অন্যান্য আদায় নির্ধারণ বা সংগ্রহ;

(খ) উপাত্তধারীর শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, যদি না উক্ত বিধানাবলির প্রয়োগ উপাত্তধারী বা অন্য কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতির সম্ভবনা থাকে;

(গ) গবেষণা পরিচালনা বা পরিসংখ্যানগত তথ্য প্রস্তুতের প্রয়োজনে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, যদি না উক্তরুপ গবেষণা বা পরিসংখ্যানের প্রকাশিত ফলাফল দ্বারা উপাত্তধারীকে চিহ্নিত করা যায়;

(ঘ) আদালতের রায় বা আদেশের প্রয়োজনে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ;

(ঙ) বিধিসম্মত কার্য-সম্পাদনের (Regulatory Function) প্রয়োজনে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, যদিনা উক্তরূপ বিধানাবলির প্রয়োগ উক্ত কার্য-সম্পাদন প্রক্রিয়াকে ক্ষুন্ন করে;

(চ) সংবাদ-মাধ্যম সংক্রান্ত (Journalistic), সাহিত্য কর্ম (Literary) বা শিল্প সংক্রান্ত (Artistic) বিষয়ে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ।

অষ্টম অধ্যায়

ধারা ৩৩

অষ্টম অধ্যায় অব্যাহতের সংক্রান্ত বিষয়াদি ব্যাপারে বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবং এই বিধানগুলো আংশিক অব্যাহতি-সংক্রান্ত বিধান। ধারা ৩৩ এং ৩৪ একত্রে বিবেচনা করলে সরকার প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন নিয়ন্ত্রককে আইনের কোনো বিধান পালন হইতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে। এর অর্থ দাঁড় করানো যায় যে, কোন বিধান হয়তো পালন করা হইতে অব্যাহতি দেয়া গেল পুরোপুরি আইন পালন হতে অব্যাহতি দেওয়া হবে না।

এই খসড়ায় সংবেদনশীল তথ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ায়, ধারা ৩৩(খ) এর বিধানটি পুনঃবিবেচনার দাবী রাখে। আবার এখানে "উপাত্তধারী বা অন্য কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতির সম্ভবনা" থাকার কথা বলা হয়েছে। "গুরুতর ক্ষতি" বলতে কি বুঝায় তা পরিস্কার নয়। এই ব্যাপারটি বিবেচনায় নিয়ে তা পরিস্কার করে দিলে আইনের বিধানটি ভবিষ্যতে বাস্তবায়নে সুবিধা হবে।

ধারা ৩৩(চ) এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন কেননা সংবাদ-মাধ্যম সংক্রান্ত (Journalistic), সাহিত্য কর্ম (Literary) বা শিল্প সংক্রান্ত (Artistic) বিষয়গুলোকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। সাথে সাথে, এই উপ-ধারাতে একাডেমিক বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত করার দাবী রাখে।

৩৪| অধিকতর অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।- (১) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো নিয়ন্ত্রককে এই আইনের কোনো বিধানের প্রয়োগ হইতে, ধারা ৩৩ এ বর্ণিত ক্ষেত্রের অতিরিক্ত হিসাবে, অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

ধারা ৩৪

ধারা ৩৪ এর বিধান সম্পর্কে মতামত দেয়ার আগে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন জারী করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

নবম অধ্যায়
উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয়

৩৫। উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয় স্থাপন।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয় নামে একটি কার্যালয় স্থাপন করিবে।
(২) উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির প্রশাসনাধীন ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে।
(৩) ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয়ের প্রধান হইবেন।
(৪) সরকার উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয়ের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও নিয়োগ করিতে পারিবে যাহাদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

নবম অধ্যায় [ধারা ৩৫-৪১]

নবম অধ্যায়ে উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয় সম্পর্কে বিধান করা হয়েছে এবং সেখানে উক্ত কার্যালয়কে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির অধীন করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এ বর্ণিত ডিজিটাল সুরক্ষা এজেন্সি-র কার্যাবলী বিবেচনায় নিয়ে এবং ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন এর মূল উদ্দেশ্য মাথায় রাখলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই ব্যাপারটি ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন এর মূল উদ্দেশ্যের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

কেননা সারা বিশ্বে প্রচলিত ব্যক্তিগত তথ্য বিষয়ক সুরক্ষা আইনের বিধানসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আইনটির বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য সবখানেই একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে, কেননা এই বিষয়টি অতিমাত্রায় একটি বিশেষায়িত বিষয় যার জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান সম্পন্ন মানবসম্পদ দরকার।

এছাড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক

বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করার জন্য। উক্ত আইনের ৫ ধারা মোতাবেক ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি গঠনের কথা বলা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির প্রধান কার্যাবলী গুলো হচ্ছে- দেশের ডিজিটাল ডিভাইস ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং যেকোন তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় সংকটকালীন সময়ে সংকট মোকাবেলার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা; গুরুত্বপূর্ণতথ্য পরিকাঠামো (CII) এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক হুমকি মোকাবেলা এবং এ সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার CIRT, Forensic Lab গঠনের নির্দেশনা ও অনুমোদন প্রদান করা এবং কম্পিউটার ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করা; ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান এবং ডিজিটাল সিকিউরিটি প্রতিমন্ত্রীর নাকি আন্তর্জাতিক তা পর্যবেক্ষণ করা এবং সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে অবহিত করা; জাতীয় নিরাপত্তা প্রতিরক্ষা জনস্বাস্থ্য শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা অথবা প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য ডিজিটাল সিকিউরিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা; গুরুত্বপূর্ণতথ্য পরিকাঠামো চিহ্নিতকরণ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি মালিককে নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা; ডিজিটাল সিকিউরিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণতথ্য পরিকাঠামোর মালিক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং তা প্রতিপালনের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড প্রস্তুত করা; ডিজিটাল সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা; ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত ঘটনার বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের CIRT কে সহায়তা প্রদান করা; ডিজিটাল সিকিউরিটি সার্ভিস প্রদানকারীদের লাইসেন্স প্রদান এবং সিকিউরিটি সার্ভিসের মানদণ্ড নির্ধারণ করা এবং দেশের ডিজিটাল সিকিউরিটি সার্ভিস শিল্পের প্রসার, ইত্যাদি।[4]

তাই এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আলোচ্য ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন এর উদ্দেশ্যে সাথে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি-র মূল কাজের সাথে সরাসরি কোন ধরনের সম্পর্ক বা যোগসূত্র নেই। এ ব্যাপারে ইউরোপের The General Data Protection Regulation এর প্রস্তাবনার নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা যেতে পারে-

The protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security and the free movement of such data, is the subject of a specific Union legal act. This Regulation should not, therefore, apply to processing activities for those purposes. [অনুচ্ছেদ ১৯, প্রস্তাবনা, The General Data Protection Regulation]

[4] ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, পৃ. ১৬-১৮।

সাথে সাথে উক্ত আইনের ব্যাখ্যা নং ১৬ [Recital] তে বলা হয়েছে যে, উক্ত আইনটি জাতীয় এবং সাধারণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই আমাদের প্রস্তাবে, এ সম্পর্কে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের মতো একটি স্বাধীন এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে যেহেতু তথ্য কমিশন আছে তাই এই সংস্থাটিকেও এ উদ্দেশ্য ব্যবহার করার কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

খেয়াল করলে দেখা যাবে যে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যেখানে এ সম্পর্কিত আইনটি যথেষ্ট কার্যকরী সেখানে এ বিষয়ক একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ সংস্থা এ সংক্রান্ত আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। যেমনঃ অস্ট্রেলিয়াতে এই সংস্থাটির নাম প্রাইভেসি কমিশনার [The Privacy Commissioner] অস্ট্রেলিয়ার Office of the Australian Information Commissioner এর অধীনে দেশটির ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন-The Privacy Act-এর বিধানসমূহ বাস্তবায়নের দিকিটি দেখভাল করে। যুক্তরাজ্যে, নিউজিল্যান্ডে ও তাই। Information Commissioner Office এর অধীনে Information Commissioner এই দায়িত্ব পালন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালন করে ফেডারেল ট্রেড কমিশন। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াতে এই দায়িত্ব পালনকারী সংস্থাটির নাম ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা কমিশন।

এছাড়া আলোচ্য খসড়া অনুযায়ী ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সিকে এই দায়িত্ব দেয়া হলে বা আমাদের প্রস্তাব মত নতুন কোন স্বাধীন নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করা হলে ইতোমধ্যে যেসব নিয়ন্ত্রক এ বিষয়ে কাজ করছে যেমন আর্থিক তথ্যাবলীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যক্তিগত তথ্য-র ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ইত্যাদির সাথে এর সম্পর্ক কেমন হবে সে বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

৩৬। উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয়ের ক্ষমতা|- (১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয় এই আইনের অধীন কার্য-সম্পাদনের প্রয়োজনে যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।
(২) উপ-ধারা (১) বর্ণিত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয় নিয়বর্ণিত সকল বা যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা:
(ক) তদন্ত পরিচালনা সংক্রান্ত:
(অ) উপাত্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত নিরীক্ষার মাধ্যমে তদন্ত পরিচালনা;
(আ) নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী বা, ক্ষেত্রমত, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে তৎকর্তৃক সম্পাদিত কাজের প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহ করিবার আদেশ প্রদান;
(ই) এই আইন ও বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারীকে নোটিশ প্রদান;
(ঈ) কার্য-সম্পাদনের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন উপাত্ত প্রবেশ;
(উ) পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারীর উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের স্থানসহ উক্ত স্থানে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থাপনায় প্রবেশ;
(খ) সংশোধন সংক্রান্ত:
(অ) এই আইন ও বিধি লঙ্ঘনক্রমে উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারীকে সতর্ককরণ;
(আ) এই আইনের বিধান অনুসরণক্রমে অধিকার প্রয়োগের ধারাবাহিকতায় উপাত্তধারীর অনুরোধ পরিপালনের জন্য নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারীকে নির্দেশনা প্রদান;

(ই) এই আইনে বিধৃত বাধ্যবাধকতা অনুসরণক্রমে প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রক ও প্রক্রিয়াকারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা;
(ঈ) উপাত্ত-লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে উপাত্তধারীর সহিত যোগাযোগের জন্য নিয়ন্ত্রককে নির্দেশনা প্রদান;
(উ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ (ban); উপাত্ত সংশোধন বা মুছিয়া ফেলার নির্দেশ প্রদান;
(ঊ) এই আইনের অধীন প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের নিকট প্রয়োজনীয় উপাত্ত উপস্থাপন;
(ঋ) বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের গ্রাহক বা আন্তর্জাতিক সংগঠনে উপাত্ত সরবরাহ বন্ধ বা স্থগিতের আদেশ প্রদান;
(গ) পরামর্শ ও ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত:
অ) এই আইন ও বিধির অধীন কার্য-সম্পাদনে নিয়ন্ত্রককে পরামর্শ প্রদান;
(আ) উপাত্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কতামূলক নির্দেশনা প্রদান;
(ই) উপাত্ত সুরক্ষার মানদণ্ড সম্পর্কিত নীতিমালা অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান;
(ঈ) প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ।

ধারা ৩৬

তদন্ত পরিচালনা সংক্রান্ত বিধানের বলা হয়েছে, ধারা ৩৬(২)(ক)(আ)-তে নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়া কারী কে তাঁর "সম্পাদিত কাজের প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করার আদেশ প্রদান"- এখানে এই বিধান দ্বারা ঢালাওভাবে যেকোনো নিয়ন্ত্রককে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সাথে সাথে ধারা ৩৬(২)(ক)(ঈ)- কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে নিয়োগ প্রক্রিয়াকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন উপাত্তের প্রবেশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এটি কোন ধরনের মারাত্মক অবস্থায় করা যাবে তা বিবেচনায় না নিয়ে এধরনের একটি ক্ষমতা দেয়া হলে সেটির অপব্যবহার হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তাই, এক্ষেত্রে সরাসরি উপাত্তে প্রবেশ করার আগে আদালতের আদেশ সংগ্রহ করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত।

যদিও ধারা ৩৬(২)(খ)(ঈ) থেকে ধারণা করা যায় যে, উপাত্ত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা কার্যালয় উপাত্ত ধারীর সাথে যোগাযোগের জন্য নিয়ন্ত্রককে নির্দেশনা প্রদান করবে, এর অর্থ হচ্ছে সুরক্ষা কার্যালয়কে প্রথমে সেই ঘটনার বা দুর্ঘটনার ক্ষতি নির্ধারণ করতে হবে তারপর তার সুদূরপ্রসারি, স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিবেচনা করতে হবে। তারপর উক্ত কার্যালয় যদি মনে করে তবে ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত ব্যক্তিকে জানানোর জন্য নিয়ন্ত্রককে নির্দেশ প্রদান করবেন। ইন্টারনেটের এই যুগে তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত নানান ধরনের হ্যাকিং বা অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনায় যে ক্ষতি হয় তা চট করে যাচাই করা সম্ভব হয় না এবং এর জন্য একটি বড় সময়ের দরকার হয় এবং সে কারণে এতটুকু দেরী করলে তা ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত ব্যক্তির আরও বড় ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসতে পারে।

ধারা ৩৬(২)(খ)(উ) তে "প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে" প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার এবং ধারা ৩৬(২)(খ)(ঊ) তে মুছে ফেলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র বলতে কী বোঝায় সেই ব্যাপারে কোন ধারণা দেয়া হয়নি। এখানে কোন উদাহরন বা বাড়তি তথ্য সংযোজন ও করা হয় নাই। যার ফলে এই বিধানটি অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ আছে। সাথে সাথে কোন নিয়ন্ত্রককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তার প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম যদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তবে যে বিপুল সংখ্যক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বা হতে পারেন তার দায়ভার কে বহন করবে?

ধারা ৩৬(২)(খ)(ঋ) তে কিছু আগ্রহ জাগানিয়া বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এখানে রাষ্ট্রের গ্রাহক বলতে কী বোঝায় এবং কি ধরনের উপাত্ত সরবরাহ বন্ধ বা স্থগিতের কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বর্ণনা নেই।

ধারা ৩৭ এবং ধারা ৩৬ এর বিধানসমূহ আগে-পরে করলে তা বুঝতে সুবিধা হয় কেননা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ধারা ৩৭এ সুরক্ষা কার্যালযয়ের সাধারন কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ধারা ৩৬এ সুরক্ষা কার্যালয়ের বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

> **৩৭। উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয়ের কার্যাবলি।**- এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয়ের কার্ধাবলি হইবে নিয়রূপ, যথা:-
> ক) এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন তত্বাবধান;
> খ) উপাত্তের গোপনীয়তার অধিকার সংরক্ষণ ও উহার সুরক্ষা প্রদান-সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ বা অনুসন্ধানক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহ প্রদান;
> গ) এই আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
> (ঘ) এই আইনের বিধান লঙঘন সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ ও তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ;
> (ঙ) উপাত্ত সুরক্ষা ও উহার গোপনীয়তা সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;
> (চ) দক্ষতার সহিত উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে কার্য-সম্পাদনের জন্য নির্দেশনা প্রদান;
> (ছ) উপরি-উক্ত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কার্য-সম্পাদন;
> (জ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য-সম্পাদন।

ধারা ৩৭

ধারা ৩৭(ঙ) তে উপাত্ত সুরক্ষা ও উহার গোপনীয়তা সংক্রান্ত রেজিস্টার এর ব্যাপারে বিধান করা হয়েছে। এই ব্যাপারটি খুবই আগ্রহ উদ্দীপক এবং এখানে কি থাকবে এবং এটি কি কাজে ব্যবহৃত হবে সে সম্পর্কিত কোন বিস্তারিত বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৩৮। আদর্শ পরিচালন-বিধি প্রণয়ন।- (১) মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইন ও বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত বা ধারণ, ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আদর্শ পরিচালন-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া মহাপরিচালক, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আদর্শ পরিচালন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-
(ক) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ প্রদানের প্রয়োজনীয় শর্তাদিসহ নোটিশের ফরম ও উহা জারি সংক্রান্ত নির্দেশনা;
(খ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও উহা ধারণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি;
(গ) সম্মতি প্রদানের শর্তাদি;
(ঘ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত বিষয়াদি;
(ঙ) উপাত্তধারী কর্তৃক এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ;
(চ) উপাত্ত বহনের অধিকার প্রয়োগ;
(ছ) নিয়ন্ত্রক ও প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিসহ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের মানদণ্ড বজায় রাখিবার জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি;
(জ) অজ্ঞাতনামা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি;
(ঝ) উপাত্ত বিনষ্ট, মুছিয়া ফেলা ও বিলোপকরণ পদ্ধতি;
(ঞ) উপাত্ত সুরক্ষার প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালন পদ্ধতি;
(ট) বাংলাদেশের বাহিরে উপাত্ত স্থানান্তর পদ্ধতি;
(ঠ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।
(৩) নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক এই ধারার অধীন প্রণীত আদর্শ পরিচালন বিধি প্রতিপালন না করা এই আইনের বিধানাবলির লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ৩৮

এই আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধারা ৩৮-এ অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেখানে উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়াকরণ মজুদ বা ধারণ ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আদর্শ পরিচালন বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা মহাপরিচালকের দেওয়া হয়েছে যেখানে তাকে এই বিধি প্রণয়ন করার আগে সরকারের অনুমোদন সংগ্রহ করতে হবে। এখানে ধারা ৩৮(২)(ক)-এ ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহ নোটিশ ফরম এবং জারী সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদানের কথা বলা হয়েছে যদিও ৭ ধারায় এ ধরনের নোটিশ প্রদানের কোনো বিধান পরিলক্ষিত হয় না।

৩৯। মহাপরিচালকের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।- (১) এই আইন ও বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, মহাপরিচালক এই আইনের অধীন উহার দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারীকে লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী অনুরুপ নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।
(২) এই ধারার অধীন মহাপরিচালক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশে সংশ্লিষ্ট কার্য-সম্পাদনের সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইবে।

ধারা ৩৯

ধারা ৩৯ (১) এ বর্ণিত মহাপরিচালকের এই ক্ষমতা বাস্তবায়ন করা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হবে এবং মহাপরিচালকের প্রশাসনিক এবং কারিগরি সক্ষমতা আছে কিনা এবং যথেষ্ট মানবসম্পদ আছে কিনা সেটি ভাবনার বিষয়।

ধারা ৩৯(২) কে বলা হচ্ছে যে মহাপরিচালক জারিকৃত নির্দেশে সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদনের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে পারবেন বলা হয়েছে। এটি একটি ভালো বিধান, কিন্তু যার উপর বাস্তবায়নের ভার পড়বে, তিনি তা করতে পারবেন কিনা, তা বিবেচনায় নিতে হবে।

৪০| উপাত্ত সরবরাহ।- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানের প্রয়োগকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, মহাপরিচালক এই আইনের অধীন উহার কার্য-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তিকে, তৎকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ে, লিখিতভাবে, প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো উপাত্ত সরবরাহের জন্য কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী বা ব্যক্তি উক্ত উপাত্ত সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা ৪০

যেহেতু এই আইনের ৬৬ ধারায় সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম করার কারণে মহাপরিচালক বা উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয়ের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী বা সংগ্রহকারী বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি ও ফৌজদারি অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না বলিয়া বিধান করা হয়েছে, তাই ধারা ৪০-এ মহাপরিচালককে ঢালাওভাবে এই ক্ষমতা প্রদান করা সমীচীন হবে না এবং এটা বিভিন্ন দেশের সমজাতীয় আইনের চর্চা ও নয়।

৪১| তদন্ত, ইত্যাদির ক্ষমতা।- (১) মহাপরিচালকের নিকট যদি বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী, উপাত্তধারীর স্বার্থের পরিপন্থি বা এই আইন ও বিধি বা মহাপরিচালক কর্তৃকজারিকৃত কোনো নির্দেশ লঙ্ঘনক্রমে, কোনো কার্য করিয়াছে বা করিতেছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক, লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত উপ-ধারার অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার জন্য তাহার অধস্তন কোনো কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অধীন এর কোনো ক্ষমতা প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার পর উহার প্রতিবেদন মহাপরিচালক বরাবরে উপস্থাপন করিবেন।

(৪) এই আইনের অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনা পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ধারা ৪১

ধারা ৪১- এ ব্যবহৃত "বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে"- এই কথাটির অর্থ কোন কোন ক্ষেত্রসমূহে কি দাঁড়াবে বা মহাপরিচালক কখন বিশ্বাস করিবেন এবং কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাস করিবেন না তা নির্ধারণের মাপকাঠি কি তা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আর সে কারণে এটি সন্দেহ করার বা আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে ছাড় দেওয়া হইবে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাউকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে এই তদন্ত এবং অনুসন্ধান পরিচালনা করা হইবে।

দশম অধ্যায়
উপাত্ত মজুত ও স্থানান্তর সংক্রান্ত বিধান

৪২। সংবেদনশীল উপাত্ত, ব্যবহারকারী সৃষ্ট উপাত্ত ও শ্রেণিবদ্ধকৃত উপাত্ত (Classified Data) মজুতকরণ।- (১) সংবেদনশীল উপাত্ত, ব্যববহারকারী সৃষ্ট উপাত্ত ও শ্রেণিবদ্ধকৃত উপাত্ত কেবল বাংলাদেশে মজুত করিতে হইবে, এবং উহা বাংলাদেশের আদালত ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো রাষ্ট্রের আদালত ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার বহির্ভূত থাকিবে।

(২) সরকার, সময় সময়, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোনো উপাত্তকে শ্রেণিবদ্ধকৃত উপাত্ত বলিয়া নির্দিষ্ট করিলে উক্তরুপ উপাত্ত সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো স্থান বা সিস্টেমে স্থানান্তর করা যাইবে না।

ধারা ৪২

ধারা ৪২ এ "শ্রেণীবদ্ধ উপাত্ত" এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু এর অর্থ কি তা ধারা ২ এ সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যদিও এই ধারার উপ-ধারা (২) এ একটি সূত্র দিয়ে বলছে যে, সরকার সময় সময় সাধারণভাবে বিশেষ আদেশ দ্বারা কোন উপাত্ত শ্রেণীবদ্ধ উপাত্ত বলিয়া নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

ধারা ৪২(১) এ চমৎকার একটি বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তবে তা কিভাবে কার্যকর হবে বা কারিগরিভাবে তা সম্ভব কি না তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার কারণ রয়েছে। কেননা খসড়াতে সংবেদনশীল উপাত্ত বলতে পাসওয়ার্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যবহারকারী সৃষ্ট উপাত্তকেও ধারা ৪২(১) এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর একটি সংজ্ঞা ধারা ২(১৬)-এ দেয়া হয়েছে এভাবে-

"ব্যবহারকারী সৃষ্ট উপাত্ত (user created or generated data)" অর্থ সীমিত ব্যবহার বা শেয়ার করিবার উদ্দেশ্যে কোনো একক ব্যক্তি বা ব্যক্তিশ্রেণি (group of Individual) কর্তৃক সৃষ্ট উপাত্তধারীর কোনো ব্যক্তিগত (personal) উপাত্ত যেমন- উপাত্তধারীর ব্যক্তিগত বার্তা (text message), ছবি (image), অডিও, ভিডিও, ইমেইল, ব্যক্তিগত দলিল বা সমরূপ অন্যান্য বিষয়, ইত্যাদি);

মানুষ নানান ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও নানান ধরনের অ্যাপস ব্যবহার করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসবের পূর্ণ চিত্র ও তথ্য সরকারের কাছে থাকে না। তাই, সেগুলো কিভাবে বাংলাদেশে মজুদ করিবে তা বোধগম্য নয়। আবার প্রযুক্তিগত দিক থেকে এই ধারায় ব্যবহৃত 'কেবল' শব্দটি ও মারাত্মক সমস্যার তৈরী করবে, কেননা এটা বাস্তবসম্মত নয়। এক্ষেত্রে হয়ত উক্ত তথ্যের একটি কপি বাংলাদেশে মজুত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

এছাড়া, এই আইন কার্যকর হওয়ার আগে যেসব তথ্য স্থানান্তর হয়ে গেছে তার কি হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেশীর প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ডাটা বেদেশী সার্ভারে জমা রাখে আর তার জন্য দীর্ঘ মেয়াদে চুক্তি থাকে, আর সে সব চুক্তির বিধান পালনে তাদের বাধ্যবাধকতা আছে। এরুপ ক্ষেত্রে তারা কি করবে- এ ব্যাপারগুলো ৬৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নের সময় বিবেচনায় নিতে হবে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ধারা ৪৩(১) এ একজন ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত ব্যক্তিকে তার সম্মতিক্রমে সংবেদনশীল তথ্য এবং ব্যবহারকারী সৃষ্ট তথ্য সহ যেকোন তথ্য বাংলাদেশের বাহিরে স্থানান্তর করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যদিও তা উপ-ধারা (২) অনুযায়ী মহাপরিচালককে অবহিত করতে হবে। এই ব্যাপারটি আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ রয়েছে যেহেতু পাসওয়ার্ড সংবেদনশীল উপাত্ত এবং প্রায় সবধরনের ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ করার আগে যেই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় সেখানে একজন ব্যবহারকারী তার সম্মতি প্রদান করেন তা বাংলাদেশের বাহিরে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা যদি না হয় তবুও তা কি মহাপরিচালককে অবহিত করা সম্ভব? কেউ যদি বিদেশে ঘুরতে যায় আর সেখানে তার অফিসের ইমেইল চেক করে, এটা কি স্থানান্তর হবে? বিদেশে গেলে ফোন, ল্যাপটপ সাথে নিয়ে যায়, সেখানে নিজের উপাত্তধারীর ব্যক্তিগত বার্তা (text message), ছবি (image), অডিও, ভিডিও, ইমেইল, ব্যক্তিগত দলিল বা সমরূপ অন্যান্য বিষয়, ইত্যাদি); থাকে। এগুলোকে কি হস্তান্তর বলা যাবে? এক্ষেত্রে কি মহাপরিচালককে জানাতে হবে?

৪৩। ধারা ৪২ এ উল্লিখিত উপাত স্থানান্তর সংক্রান্ত বিধান।- (১) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপাত্তধারীর প্রয়োজনে তাহার কোনো সংবেদনশীল উপাত্ত ও ব্যবহারকারী সৃষ্ট উপাত্তসহ যেকোনো উপাত্ত, তাহার সম্মতিক্রমে, বাংলাদেশের বাহিরে স্থানান্তর করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাংলাদেশের বাহিরে কোনো উপাত্ত স্থানান্তর করা হইলে তৎসম্পর্কে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, মহাপরিচালককে অবহিত করিতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়
উপাত্ত সুরক্ষা রেজিস্টার

৪৪। উপাত্ত সুরক্ষা রেজিস্টার।- (১) মহাপরিচালক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একটি উপাত্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(২) মহাপরিচালক উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও উক্তরুপ সংগ্রহ বা প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য-সংক্রান্ত সকল বিষয় উক্ত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখিবেন।

(৩) নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত রেজিস্টারে উপাত্ত অন্তর্ভুক্তিরজন্য আবেদন করিবেন এবং উহার পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) প্রত্যেক নিয়ন্ত্রক এই আইনের অধীন সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীর উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, সংযোজন, বিয়োজন, মজুদ, অভিযোজন, পরিবর্তন, প্রত্যাবর্তনসহ অন্যান্য বিষয় নির্ভুল ও হালনাগাদভাবে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রকের তত্বাবধানে উক্ত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবে।

৪৫| রেজিস্টারে প্রবেশাধিকার|- মহাপরিচালক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত সকল উপাত্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সংশিষ্ট ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখিবেন।

ধারা ৪৪

একাদশ অধ্যায় উপাত্ত সুরক্ষা রেজিস্টার শিরোনামে ধারা ৪৩ এ মহাপরিচালককে উপাত্ত সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যেখানে মহাপরিচালককে উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নাম ও উক্তরূপ সংগ্রহ বা প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত সকল বিষয়ে উক্ত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক এবং কারিগরি সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে এই ব্যাপারটি আদৌ কোন ভাবেই সম্ভব কিনা তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

উপ-ধারা (৪) - এ প্রত্যেক নিয়ন্ত্রককে এই আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত তথ্য অধিকারী ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, সংযোজন, বিয়োজন, মজুদ, অভিযোজন, পরিবর্তন এবং প্রত্যাবর্তন সহ অন্যান্য বিষয়ের নির্ভুল ও হালনাগাদ ভাবে উক্ত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ অংশগ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক এবং কারিগরি সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে এই ব্যাপারটি আদৌ কোন ভাবেই সম্ভব কিনা তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। বাংলাদেশ সরকার তার নাগরিকদের জাতীয় পরিচয় পত্র সম্পর্কিত ডাটাবেজ নির্ভুলভাবে এবং

হালনাগাদ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হিমশিম খাচ্ছে সে ক্ষেত্রে এই বিধানটি কি আদৌ পালন করা সম্ভব অন্তত বর্তমান পরিস্থিতিতে?

দ্বাদশ অধ্যায়
অভিযোগ দায়ের, প্রশাসনিক জরিমানা, ইত্যাদি

৪৬। অভিযোগ দায়ের|- যদি কোনো উপাত্তধারী বা কোনো ব্যক্তির বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী বা সংগ্রহকারী এই আইনের অধীন প্রদত্ত অধিকার লঙঘন করিয়াছে বা এ ইআইনের বিধান লঙঘনক্রমে কোনো কার্য করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত উপাত্তধারী বা ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, মহাপরিচালককের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

ধারা ৪৬

ধারা ৪৬-এ অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির বিশ্বাস করিবার যদি কারণ থাকে যে কোন নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী বা সংগ্রহকারী এই আইনের অধীন প্রদত্ত অধিকার লংঘন করিয়াছেন বা এই আইনের বিধান এবং কোন কোন কোন কার্যকরী আছে তাহলে উক্ত ব্যক্তি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি সময় ও পদ্ধতিতে মহাপরিচালকের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে আর তা হলো- প্রথম বিশ্বাস করার কোন কারণ একজন ব্যক্তির কাছে থাকার পরে পরবর্তীতে যদি ভুল প্রমাণিত হয় এবং সে কারণে একজন নিয়ন্ত্রককে কোন ধরনের আর্থিক বা অন্যান্য ক্ষতি হয় তার ক্ষতিপূরণ কে দিবে বা ব্যবহারকে বহন করবে এ সম্পর্কে কোনো বিধান নেই।

দ্বিতীয়তঃ এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি সমূহ অনুসরণ করা হয়নি। কেননা একজন ব্যক্তির যদি বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, "কোনো নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী বা সংগ্রহকারী এই আইনের অধীন প্রদত্ত অধিকার লঙঘন করিয়াছে বা এ ইআইনের বিধান লঙঘনক্রমে কোনো কার্য করিয়াছে" তাহলে তিনি তা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী বা সংগ্রহকারীকে না জানিয়ে সরাসরি মহাপরিচালকের কাছে অভিযোগ দায়ের করবেন কেন? প্রথমেই নিয়ন্ত্রককে সংশোধনের বা ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দেওয়া দরকার, আর সেখানে তার সমাধান হয়ে গেলে তো মহাপরিচালককে এ ব্যাপারে অন্তর্ভূক্ত করার দরকার পড়ে না।

৪৭| অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত।- (১) মাহপরিচালক স্বয়ং ধারা ৪৬ এর অধীন দাখিলকৃত প্রত্যেক অভিযোগের, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অনুসন্ধান ও, ক্ষেত্রমত, তদন্ত করিবেন, অথবা অনুসন্ধান বা তদন্তের জন্য তাহার অধস্তন অন্য কোনো কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।
(২) সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান ও, ক্ষেত্রমত, তদন্ত সম্পন্ন করিয়া মহাপরিচালক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো নিয়ন্ত্রক, প্রক্রিয়াকারী, সংগ্রহকারী বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি এই আইনের বিধানাবলি অনুসরণে করণীয় কোনো কার্য করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বা করণীয় নয় এমন কোনো কার্য করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি নিয়ন্ত্রক বা, ক্ষেত্রমত, প্রক্রিয়াকারী, সংগ্রহকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত কার্যধারা বা মামলা দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করিতে পারিবেন।
(৩) এই আইনে প্রদত্ত উপাত্তধারীর অধিকার পুনর্বহাল করিবার জন্য নিয়ন্ত্রক বা, ক্ষেত্রমত, প্রক্রিয়াকারী, সংগ্রহকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা ৪৭

ধারা ৪৭(১)এ বলা হয়েছে যে, মহাপরিচালক স্বয়ং এ ধরনের প্রত্যেক অভিযোগের অনুসন্ধান এবং ক্ষেত্র মধ্যে তদন্ত করিবেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক এবং কারিগরি সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে এই ব্যাপারটি আদৌ কোন ভাবেই সম্ভব কিনা তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

ধারা ৪৭(২) এ একজন নিয়ন্ত্রক, প্রক্রিয়ারকারী, সংগ্রহকারী এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণ করে কোন কাজ করতে ব্যর্থ হলে তাকে সংশোধনের সুযোগ না দিয়েই সরাসরি তার বিরুদ্ধে আইনগত কার্যকর কার্যধারার মামলা দায়েরের উদ্যোগ বা ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা ও প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিসমূহ পরিপন্থী এবং এর ফলে এই আইনের মূল উদ্দেশ্য পালনে বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যাহত করবে।

ধারা ৪৭(৩) তে বলা হয়েছে যে, উপাত্তধারীর অধিকার পুনর্বহাল করিবার জন্য নিয়ন্ত্রক বা ক্ষেত্রমতে, প্রক্রিয়াকারী, সংগ্রহকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন। এই ধারা মোতাবেক ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে, একজন নিয়ন্ত্রণকারী তিনি উপাত্তধারীর অধিকার লংঘন করিয়াছেন আর সে কারণেই অন্যান্য যে কারণে কোনো অনিয়ম ঘটতে পারে সে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

যেহেতু ধারা ৫৫ এ যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে, তাই সে বিধানটির একটি সূত্র এখানে যোগ করা যেতে পারে।

৪৮| অবৈধভবে উপাত প্রক্রিয়াকরণ।- (১) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের বিধান লঙঘনক্রমে কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়া করেন বা প্রক্রিয়া করিতে জ্ঞাতসারে সহায়তা করেন, বা কোনো উপাত্ত প্রচার বা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্তরুপ কাজ হইবে এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের লঙঘন, এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক পীচ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে; এবং যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত লঙঘন দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুনঃ সংঘটন করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক দশ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো লঙঘন সংবেদনশীল উপাত্ত সংক্রান্ত হইলে সংশিষ্ট লঙঘনকারীর উপর অনধিক দশ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

ধারা ৪৮

ধারা ৪৮ এ অবৈধভাবে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এর জন্য জ্ঞাতসারে সহায়তা করা বা অন্য কোন উপাত্ত প্রচার বা প্রকাশ করার জন্য কাউকে প্রথম অপরাধের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুনঃ অপরাধ সংগঠনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বিধান করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানুষের মাঝে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করার সুযোগ নেই কেননা খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশ যে কেউ যেকোনো পর্যায়ে যে কারো কাছ থেকে খুব সাধারন ব্যক্তিগত তথ্য যখন-তখন সংগ্রহ করতে পারে। এরকম একটি পরিস্থিতিতে বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন কর্মচারীর এই বিষয়টি জানা সম্ভব কিনা বা কোন অফিসে কর্মরত একজন কর্মকর্তার পক্ষে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া বন্ধ করা সম্ভব কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। কেননা আইনে প্রক্রিয়াকরণ শব্দটির একটি বিস্তারিত সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাই এ ধরনের যে কোন কাজে এই ধারার বিধান লঙঘন বলে বিবেচনা করা বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী জরিমানার আদেশপ্রাপ্ত হলে তিনি পরবর্তীতে নিজের অবস্থান জানিয়ে সেই জরিমানার দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেই হয়রানির শিকার তিনি হবেন এবং এই দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তাকে যে আরও নানান ধরনের আর্থিক, সামাজিক এবং অন্যান্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে সেই ব্যাপারগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

যেহেতু ধারা ৫৫ এ যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে, তাই সে বিধানটির একটি সূত্র এখানে যোগ করা যেতে পারে।

৪৯। যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা।- যদি কোনো নিয়ন্ত্রক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপাত্ত সুরক্ষার প্রয়োজনে এই আইন ও বিধি লঙ্ঘনক্রমে উপাত্তের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্তরুপ কার্য হইবে এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের লঙ্ঘন, এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক পাচ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

ধারা ৪৯

ধারা ৪৯ এ যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং ধারা ৫০ এ নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করার বিধান করা হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক এবং কারিগরি সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে এই ব্যাপারটি কতটা যুক্তিযুক্ত বা আদৌ কোন ভাবেই সম্ভব কিনা তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

যেহেতু ধারা ৫৫ এ যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে, তাই সে বিধানটির একটি সূত্র এখানে যোগ করা যেতে পারে।

৫১। সংবেদনশীল উপাত্ত স্থানান্তর, বিক্রয়, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধানের লঙ্ঘন।- (১) যদি কোনো নিয়ন্ত্রক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, একক বা যৌথভাবে, জ্ঞাতসারে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অসংযতভাবে, এই আইন বা বিধির লঙ্ঘনক্রমে উপাত্তধারী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এমন কোনো সংবেদনশীল উপাত্ত সংগ্রহ বা প্রকাশ করেন অথবা সংবেদনশীল কোনো উপাত্ত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর অথবা বিক্রয় করেন বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করেন, যাহার ফলে উপাতধারী ক্ষতিত্রস্ত হইতে পারে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্তরুপ কার্য হইবে এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের লঙ্ঘন, এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক পাচ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো লঙ্ঘন সংবেদনশীল উপাত্ত-সংক্রান্ত হইলে সংশ্লিষ্ট লঙ্ঘনকারীর উপর অনধিক দশ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

ধারা ৫১

ধারা ৫১(২) এ বর্ণিত বিধান পুনর্বিবেচনা করা দরকার কেননা উপধারা (১) ও সংবেদনশীল উপাত্ত সংক্রান্তই তাই একই বিধান দ্বিতীয় বার অন্তর্ভুক্ত করা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

যেহেতু ধারা ৫৫ এ যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে, তাই সে বিধানটির একটি সূত্র এখানে যোগ করা যেতে পারে।

৫২। বিধি দ্বারা নির্দেশ, ইত্যাদির লঙ্ঘন নির্ধারণ।- এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা, কোনো ব্যক্তির কতিপয় কার্য এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের লঙ্ঘন বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং উহার জন্য উক্ত ব্যক্তির উপর বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে যাহা এই আইনের অধীন নির্ধারিত পরিমাণের অধিক হইবে না।

ধারা ৫২

ধারণা করা যায় যে, ধারা ৫২ তে নতুন কোন কাজকে বিধি দ্বারা আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘন বলে চিহ্নিত করা যাবে এবং তার জন্য প্রশাসনের জরিমানা আরোপ করা যাবে। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, প্রশাসনিক জরিমানা এই আইনের অধীন নির্ধারিত পরিমাণ এর অধিক হবে না- এই ব্যাপারটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর। কেননা নতুন বিষয় গুলোর জন্য জরিমানার বিধান করা হবে সেই বিষয়ে তো এই আইনে কোন বিধান বর্ণনা করা হয়নি। তাই এই বিধানটি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

যেহেতু ধারা ৫৫ এ যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে, তাই সে বিধানটির একটি সূত্র এখানে যোগ করা যেতে পারে।

৫৩। ক্ষতিপুরণ আদায় |- (১) যেক্ষেত্রে কোনো নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারী বা সংগ্রহকারী এই আইন ও বিধি লঙ্ঘনক্রমে কোনো কার্য-সম্পাদনের ফলে কোনো উপাত্তধারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত উপাত্তধারী মহাপরিচালকের বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্য অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন, এবং উক্তরুপে কোনো আবেদন করা হইলে মহাপরিচালক বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা নিষ্পন্ন করিবে।
(২) এই ধারার অধীন অভিযোগ দায়ের, তৎসম্পর্কে আইনগত কার্যধারা গ্রহণ, উহা নিষ্পত্তির পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ধারা ৫৩

ধারা ৫৩তে আরেকটি অতি উৎসাহি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে মহাপরিচালক বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত কতৃপক্ষের নিকট উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য অভিযোগ দায়ের করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যদিও উপধারা তে বলা হয়েছে যে অভিযোগ দায়ের তৎসম্পর্কে আইনগত কার্যধারা গ্রহণ ও নিষ্পত্তি পদ্ধতি এবং অন্যান্য বিষয়ে বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে তারপরেও এই বিধানটি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। কেননা ধারণা করা যায় যে, এর ফলে বিভিন্ন উৎসাহী ব্যক্তি ছোটখাটো কারণেই মামলা করার জন্য সুযোগ পাবে। কেননা ইন্টারনেট প্রতিবেশ ব্যবস্থায় একজন মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা চট করে যাচাই করা সম্ভব নয় বলে, যে কেউ এ কথা বলে মামলা করতে পারে যে, এতে তার ক্ষতি হচ্ছে। এর ফলে কেবলমাত্র প্রশাসনিক জটিলতা বাড়বে বলে মনে হয় এবং যেকোন নিয়ন্ত্রণকারী, প্রক্রিয়াকারী, ও সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান এ সম্পর্কে জবাবদিহি করতে করতেই তাদের স্বাভাবিক কার্যকলাপ পরিচালনা করতে পারবে না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং যে

ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে তা কিভাবে নির্ধারণ করা হবে? আর কেউ যদি শত্রুতাবশত কোন অভিযোগ দায়ের করে সেক্ষেত্রে একজন নিয়ন্ত্রণকারী, প্রক্রিয়াকারী বা সংগ্রহকারী কি প্রতিকার পেতে পারে তার বিধান এখানে বলা হয়নি।

> **৫৪| বিদেশি কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের বিধানের লঙ্ঘন।**-_ যদি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর দশম খন্ডের অধীন নিবন্ধিত কোনো বিদেশি কোম্পানি ধারা ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১ ও ৫২ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে কোনো কার্য করে, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির উপর উহার পূর্ববর্তি আর্থিক বৎসরের মোট টার্ন ওভার এর অনধিক ২৫% শেতকরা পচিশ ভাগ) পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

ধারা ৫৪

আলোচ্য খসড়ার ধারা ৫৪-তে কোন বিদেশি কোম্পানি যদি কোম্পানির ক্ষেত্রে বা অন্য ধারার বিধান লংঘন ক্রমে কোন কাজ করে তবে তার ক্ষেত্রে ঘর পূর্ববর্তী আর্থিক বৎসরের মোট টার্ন ওভারের অনধিক ২৫ ভাগ পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করার বিধান করা হয়েছে। এটি কেবল অসম্ভবই বা অপ্রত্যাশিতই নয়, তা কল্পনার ও অতীত আর মাত্রাতিরিক্ত। নানাবিধ কারণে এই বিধান বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে কেননা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত এ ধরণের আইনি বিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৫ শতাংশ পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানার বিধান রয়েছে।

ইউরোপের The General Data Protection Regulation- এ এর পরিমাণ ৪%। ইউরোপের এই আইনের আলোকে কানাডা ২০২০ সালের নভেম্বরে the Consumer Privacy Protection Act এবং the Personal Information and Data Protection Tribunal Act প্রণয়নের উদ্দেশ্য বিল উপস্থাপন করেছে যার মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধের জন্য কোম্পানিগুলিকে বিশ্বব্যাপী রাজস্বের ৫% পর্যন্ত বা ২৫ মিলিয়ন ডলার, যেটি বেশি হয় জরিমানা করতে পারে। এটি The General Data Protection Regulation তুলনায় জরিমানার সর্বোচ্চ সীমা তৈরি করবে যেখানে এই জরিমানার পরিমাণ ৪% এ সীমাবদ্ধ। চীন ও তাদের আইনে ব্যক্তিগত জরিমানার সাথে সাথে কোম্পানীকে ৫০ কোটি ইউয়ান বা ৬ লক্ষ ইউরো বা কোম্পানিগুলিকে বিশ্বব্যাপী রাজস্বের 5% পর্যন্ত জরিমানা করতে পারার বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। নিউজিল্যান্ডে জরিমানার পরিমাণ কম কিন্তু সেখানে শ্রেণীবদ্ধ মোকাদ্দমার ব্যবস্থা রয়েছে।

পরিশেষে, এই বিষয়ে জরিমানা করার জন্য যে আর্থিক এবং কারিগরি সক্ষমতা দরকার তা বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের আছে কিনা সে বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে কেননা এই বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের বাহির থেকে প্রতি পরিচালিত হয় তাই তাদেরকে কোন যৌক্তিক এবং কার্যকরীভাবে জরিমানা আরোপ করার সক্ষমতার প্রশ্নটি বিবেচনার দাবি রাখে।

৫৫। প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ।- (১) মহাপরিচালক, এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, ধারা ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২ ও ৫৪ এ নির্ধারিত পরিমাণ, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।
(২) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন তাহার উপর আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, উহা Public Demand Recovery) Act, 1913 (Act 1X of 1913) এর অধীন সরকারি দাবি গণ্যে আদায়যোগ্য হইবে।
(৩) এই আইনের অধীন অভিযোগের গুরুত্ব অনুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে কী পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(৪) এই ধারার অধীন প্রশাসনিক জরিমানা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত দন্ডের অতিরিক্ত হিসাবে আরোপ করা যাইবে।
(৫) এই ধারার অধীন প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ, আপিলের পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ধারা ৫৫

ধারা ৫৫ (১) তে মহাপরিচালককে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে যেহেতু এই আইনের ক্ষেত্রে ধারা ৬১ অনুযায়ী ফৌজদারী কার্যবিধি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে তাই যুক্তিসংগত শুনানি বলতে কী বোঝায় সে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া যেতে পারে।

ধারা ৫৫(৩) এ "অভিযোগের গুরুত্ব অনুসারে" এ ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে কেন না ইন্টারনেট প্রতিবেশ ব্যবস্থায় কোন ঘটনায় চট করে তার প্রভাব অনুধাবন করা অত্যন্ত কঠিন আর সে ব্যাপারে বর্তমান সরকারের কারিগরি দক্ষতা আছে কিনা সে ব্যাপারটি বিবেচনায় নেওয়ার দাবি রাখে।

ধারা ৫৫(৩) এ বলা হয়েছে এ ধারার অধীন প্রশাসনিক জরিমানা ত্রয়োদশ অধ্যায় বর্ণিত দন্ডের "অতিরিক্ত হিসেবে" আরোপ করা যাবে। এই বিধানটির ও অপবাবহার হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

৫৬। আপিল।- (১) এই অধ্যায়ের বিধানের অধীন প্রদত্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুদ্ধ হইলে, তিনি উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে, উহার কপি মহাপরিচালক বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিতে হইবে।

ধারা ৫৬

ধারা ৫৬(১)-তে একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্রত্যাদেশ এবং সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুব্ধ হলে তাকে অধ্যাদেশ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করার সুযোগ দেওয়া

হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে যার বিরুদ্ধে আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে তিনি কিভাবে জানতে পারবেন আর দ্বিতীয়তঃ সরকার বলতে এখানে ঠিক কাকে, মানে সরকারের কোন দপ্তরকে বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারটি পরিষ্কার নয়।

পাশাপাশি উপ-ধারা (২) এ কোনো আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে তার একটি কপি মহাপরিচালক বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে প্রদান করার জন্য বিধান করা হয়েছে। এই বিধানটি অতিরিক্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অধিকতর হয়রানির সুযোগ করে দেবে বলে মনে হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
কতিপয় অভিযোগ অপরাধ হিসাবে গণ্য ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদি

৫৭। সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ অভিযোগ ফেরত প্রদানে মহাপরিচালকের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মহাপরিচালকের নিকট আনীত অভিযোগের ব্যাপারে যদি তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্তরুপ লঙ্ঘনের অভিযোগের প্রতিকার হিসাবে প্রশাসনিক জরিমানা প্রদান পর্যাপ্ত নহে, তাহা হইলে তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয় এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবেন, এবং তৎসম্পর্কে যথাযথ আইনগত প্রতিকার লাভের জন্য, উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ, অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিটি অভিযোগ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলের দশ দিনের মধ্যে তাহার নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

ধারা ৫৭

ধারা ৫৭(১) তে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি মহাপরিচালকের নিকট কোন অভিযোগ আনয়ন করলে যদি মহাপরিচালকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগের প্রতিকার হিসেবে প্রশাসনিক জরিমানা প্রদান পর্যাপ্ত নয় তাহলে তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়কে এই আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে পারবেন এবং উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অভিযোগ দাখিলের ১০ দিনের মধ্যে অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট তা ফেরত প্রদান করতে পারবেন।

বর্তমান বাস্তবতায় এই বিধানটি পালন করা আদৌ সম্ভব কিনা তা বিবেচনার দাবি রাখে। পাশাপাশি যদি মহাপরিচালক উক্ত অভিযোগটি ১০ দিনের মধ্যে প্রেরককে ফেরত প্রদান করতে না পারেন সে ক্ষেত্রে অভিযোগকারী ব্যক্তি কি প্রতিকার পাবে বা উনার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সে ব্যাপারে এখানে কোন ধরনের বিধান নেই।

৫৯| অপরাধ তদন্তের ক্ষমতা।- ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পুলিশের পরিদর্শক পদমর্যদার নিয়ে নহেন এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ তদন্ত করিবেন।

ধারা ৫৯

ধারা ৫৯-তে এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের তদন্ত ক্ষমতা পুলিশের পরিদর্শক মর্যাদার নিম্নে নয় এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের মতো একটি বিশেষায়িত [specialised] বিষয়ে একজন পুলিশ কর্মকর্তার এ ধরনের বিষয় তদন্ত করার মত কারিগরি দক্ষতা এবং যোগ্যতা আছে কিনা সেই বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। স্মরণে রাখা দরকার যে, এই আইনের অধীনে বিবেচিত বিষয়টি কোনোভাবেই একটি সাধারণ ফৌজদারি অপরাধ নয়, বরং একটি বিশেষায়িত ব্যাপার। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থাকে যে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের দক্ষ কর্মকর্তারাই এই আইনের অধীনে অপরাধের তদন্ত করার ক্ষমতা লাভ করেন, অনেকটা আমাদের দেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের মতো। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যথেচ্ছ এবং ব্যাপক অপব্যবহারের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে এই বিধানটির অন্তর্ভুক্তি করার কারণে এ আইনটির বিধানগুলোও ব্যাপকহারে অপব্যবহার হবে।

৬০| অপরাধের বিচার ও আপিল।- (১) আপতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ কেবল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি সাইবার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সংক্ষুব হইলে তিনি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আইনের ধারা ৮২ এর অধীন গঠিত আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করিতে পারিবেন।

ধারা ৬০

ধারা ৬০-এ এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ সমূহ শুধুমাত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬৮ এর অধীনে গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি যৌক্তিক এবং কেন শুধুমাত্র সাইবার ট্রাইব্যুনালকে নির্ধারণ করা হয়েছে তাও বোঝা যায়। তবে, এই আদালতের বিচারকদের বা এই সম্পর্কিত দক্ষতা এবং কারিগরি জ্ঞান আছে কিনা সে বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে।

৬২। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- (১) কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোম্পানির প্রত্যেক মালিক, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা ১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট সংস্থা হইলে, উক্ত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক কেবল অর্থদ্ আরোপযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায়-

(ক) "কোম্পানি" অর্থে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী করবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভূক্ত;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, "পরিচালক" অর্থে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তভূক্ত।

ধারা ৬২

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধারা ৬২(১) এই বর্ণিত বিধান প্রয়োগ করা সম্ভব হবে কিনা তা যথেষ্ট পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে কেননা একজন কর্মচারী পক্ষে তা জানা সম্ভব নয় এবং একজন কর্মচারীকে কেবলমাত্র তার মালিক বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ বাস্তবায়ন করতে হয়। সে কারণে তার পক্ষে এটি প্রমাণ করা কঠিন। সাথে সাথে এ ধরনের কোনো একটি মামলা চালু হলে একজন কর্মচারী পক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার সিস্টেম ফাইলগুলো এক্সেস পাওয়া অসম্ভব তাই তার পক্ষে এই অপরাধ সাথে যে সে জড়িত নয় তা প্রমান করা দূরহ বা অসম্ভব হবে। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে এই বিধানটি পুনঃবিবেচনার দাবী রাখে।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিবিধ

৬৩। কতিপয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে, সরকার, বাংলাদেশের সার্বভোমত্ব ও অখন্ডতা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে, মহাপরিচালককে, সময় সময়, তৎবিবেচনায় প্রয়োজনীয় যে কোনো নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অন্যান্য বিধানকে ক্ষুনন না করিয়া, মহাপরিচালক এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারের উক্তরুপ নির্দেশ প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা ৬৩

ধারা ৬৩তে মহাপরিচালককে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলা স্বার্থে যে কোনো নির্দেশ প্রদান করার এবং মহাপরিচালককে সেই নির্দেশ প্রতিপালননে বাধ্য থাকার বিধান করা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এটি একটি ক্ষতি বিহীন বিধান মনে হলেও এ ধরনের বিধান ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা স্বাভাবিক নয় এবং বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এ ধরনের বিধান সাধারণত এ সম্পর্কিত আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

৬৪। প্রতিবেদন, ইত্যাদি।- সরকার, প্রয়োজনে, সময় সময়, মহাপরিচালকের নিকট হইতে এই আইনের অধীন সম্পাদিত যেকোনো বিষয়ে প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে, এবং উক্তরুপে কোন প্রতিবেদন আহ্বান করা হইলে মহাপরিচালক সরকারের নিকট উহা সরবরাহ করিবেন।

ধারা ৬৪

ধারা ৬৪তে মহাপরিচালককে সরকারের কাছে সময় সময় যে কোন বিষয়ে প্রতিবেদন বা বিবরণী পাঠানোর বিধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া যেতে পারে যে কত দিনের মধ্যে মহাপরিচালক উক্ত প্রতিবেদন সরকারের কাছে পাঠাবেন।

৬৬| সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।- এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য মহাপরিচালক, বা উপাত্ত সুরক্ষা কার্যালয়ের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকরী বা সংগ্রহকারী বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

ধারা ৬৬

ধারা ৬৬ তে আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ এবং ক্ষতিহীন বিধান বর্ণনা করা হলেও সরল বিশ্বাসে এই বিষয়টি প্রমাণ করা অত্যন্ত দুরূহ এবং অপব্যবহার হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং আইনটি কার্যকর হওয়ার পর এই বিধানটি অপব্যবহার হবে তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিয়ন্ত্রক, প্রক্রিয়াকারী, সংগ্রহকারী ইত্যাদি ব্যক্তিদেরকে দায়মুক্তি দেওয়া হলেও প্রতিকার প্রাপ্তির কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি।

৬৭। এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত সম্পর্কে অনুসরণীয় বিধান।- এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে কোনো নিয়ন্ত্রক কোনো উপাত্তধারী বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো উপাত্ত সংগ্রহ করিয়া থাকিলে উহা এই আইন ও বিধি অনুসরণক্রমে প্রক্রিয়া করিতে হইবে।

ধারা ৬৭

যদিও এই বিধানটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর, তারপর ও এ সম্পর্কে মতামত দেয়ার আগে বিধি প্রণয়ন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।